মহাভারত

B.891.441K
vol.3

ব্যাসোক্ত।

কাশীরাম দাস বিরচিত।

তৃতীয় বহি।

শ্রীরামপুর ছাপা হইল
১৮০২।

Rare Book
SHELF LISTED
NOT TO BE LENT OUT
B
891.441
NATIONAL LIBRARY
13119
Date 6.3.63

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহচর।
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে
পর্ব্বত কন্দর ঘোর মহা সাল বনে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডা ভল্লুক শূকর
পাণ্ডুর পাইয়া শব্দ যায় বনান্তর।
হেন মতে এক দিন দেখে নৃপবর
মৃগিনী যুথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর।

কিংযত্তব নামে সেই ঋষির কুমার
মৃগ রূপ ধরি মৃগে করয়ে শৃঙ্গার।
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর
তীক্ষ্ণ শরে ভেদিল ঋষির কলেবর।
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটপটি
মৃগিনী উপর হৈতে ভূমে পড়ি লুটি।
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া এ কর্ম্ম করিলে।
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে
বড় শত্রু হইলে এ সময় না মারে।
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণে
ক্ষত্রিধর্ম্ম মৃগ মারি খাইয়ে যখনে।
পূর্ব্বেতে অগস্ত্য ঋষি মৃগ ভক্ষ কৈল
দেবঋষি ভক্ষ হৈতে মৃগ জন্ম হৈল।

শত্রু সম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার
হেন শাস্ত্র নীতি কহে ক্ষত্রির আচার ।
ঋষি কহে মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম
রমনে বিরোধি কৈলে মহা পাপ কর্ম্ম ।
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত
রতিরসে জাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ।
রাজা হয়ে হেন কর্ম্ম কর দুরাচার
রাজা পাপ কৈলে মজে সকল সংসার ।
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর
সকল ত্যাগিয়া থাকি বনের ভিতর ।
মৃগরূপে করি আমি মৃগিনী রমন
হেন কালে তুমি মোরে করিলা নিধন ।
ব্রাহ্মন বলিয়া তুমি না জানহ মোরে
তেকারনে ব্রহ্মবধ লাগিবেক তোরে ।

মৃগী দেহ যাইলে মোরে এই পাপ নহে
সভেমাত্র পাপ যাইলে মৈথুন সময়ে।
এই হেতু শাপ তোরে দিতেছি রাজন
মৈথুন সময়ে তোর হইবে মরণ।
আমি যেন অশুচিতে যাই পরলোক
এই মত অশুচিতে যাও পরলোক।
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার।
এত বলি ঋষি পুত্র তেজিল জীবন
শুনিয়া হইল পাণ্ডু বিষণ্ন বদন।
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন।
ভার্য্যা সহ কাঁন্দে রাজা যেন বন্ধুশোকে
অশেষ বিশেষ রাজা নিন্দে আপনাকে।

কেন হেন বড় কুলে হইল উৎপত্তি
আপনার কর্ম্ম লোক ভুঞ্জিয়ে দুর্গতি।
শুনিয়াছি পিতা মোর কৈল কদাচার
কাম লোভে অল্প কালে হইল সংহার।
তার ক্ষেত্রে জন্ম মোর সহজে অধীম
দুষ্ট বুদ্ধি দুরাচার কৈল অতিক্রম।
রাজনীত ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে
সবতেজি ভুমি মৃগ বধি অনুসারে।
তার সমোচিত ফল পাইল এত কালে
যখন না হয় কর্ম্ম অনুসার ফলে।
আজি হৈতে ত্যাগ কৈলাম সংসার বিষয়
শরীর তেজিব তপ করিয়া আশ্রয়।
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ
সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিবারণ।

কুন্তী মাদ্রী চাহি রাজা বলয়ে বচন
হস্তিনা নগরে দোঁহে করহ গমন।
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত আর কৌশল্যা জননী।
সত্যবতী আই আর অন্ধ নৃপমণি।
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল
দেখিলে শুনিলে যত কহিবে সকল।
এত শুনি দুই জন করেন ক্রন্দন
কাঁদিতে২ কহে গদ্গদ বচন।
কোন দোষে আমি দোষী তোমার চরণে
হস্তিনা নগর যাইতে বল কার স্থানে।
তোমা বিনু শরীর রহিবে কোন কাযে
কিবা ফল কারণে যাইব গৃহ মাঝে।
তোমা বিনু রাজা গতি নাহি মো সভার
তোমার যে গতি সেই গতি দোঁহাকার।

তপস্যা করিব দোঁহে তোমার সংহতি
তোমার সেবনে রাজা পাইব সন্তুতি।
ফলাহারী হব ইন্দ্রি করিব নিগ্রহ
নানা তীর্থ স্বচ্ছন্দে ফিরিব তব সহ।
হেন মতে আশ্রম আছয়ে সন্ন্যাসীতে
ধর্ম্ম পত্নি আমি দোষ নাহিক ইহাতে।
নিশ্চয়ে নৃপতি যদি না লবে সং-হতি
ক্ষণএক রহি তবে যাহ যে নৃপতি।
তোমার অগ্রেতে মোরা প্রবেশি আগুনে
স্বচ্ছন্দে নৃপতি তবে যাহ যথা মনে।
অনেক বিনয় করি কাঁন্দে দুই জন
দেখিয়া ব্যাকুল তবে হইলা রাজন।
পাণ্ডু বলে নিশ্চয় সং-হতি যদি যাবে
মহা দুঃখ ক্লেশ তবে অরণ্যেতে পাবে।

গাছের বাকল পর তেজহ বসন
শিরে জটা ধির যত তেজ অভরণ ।
ফল মূল আহারী হও তেজ দিব্য হার
লোভ মোহ কাম তেজ ক্রোধ অহঙ্কার ।
স্বামির বচন তবে শুনি দুই জন
ততক্ষনে বাহির করিল অভরণ ।
কবরি খসাইয়া কৈল শিরে জটা ভার
নৃপতির আগে দিল সব অলঙ্কার ।
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময়
দোঁহার দেখিয়া বেশ বিদরে হৃদয় ।
তবে রাজা তেজে নিজ অঙ্গের অলঙ্কার
সকল তেজিয়া হইল তপস্বী আকার ।
যত রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে কৈল দান
তপস্যা করিতে রাজা করিল প্রস্থান ।

অনুচরগণ যত আছিল সংহতি
সভারে চাহিয়া বলে পাণ্ডু নরপতি।
হস্তিনা নগর সব করহ গমন
সভাকারে কহিবে আমার বিবরণ।
যত্নে প্রবোধিবে সভে মায়ের ক্রন্দনে
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবোধিবা মধুর বচনে।
পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্ব জন
হাহাকার ধ্বনি সভে করয়ে ক্রন্দন।
শব্দনে নিশ্বাস মুখে গদ্গদ বচন
হস্তিনা নগরে সভে করিল গমন।
একে২ সভাকারে কহিল সমাচার
শুনি পুরগণ সভ হৈল হাহাকার।
অন্তপুরে উঠিল ক্রন্দন মহা রোল
প্রলয়ে কালেতে যেন সাগর কল্লোল।

ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি আর যত জন
পাণ্ডুর শোকেতে সভে করয়ে ক্রন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা শুনি হইল অস্থির
নাহি করে অন্ন পান বাহির মন্দির।
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নৃপবর
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর।
হেন মতে রোদন করয়ে বন্ধু জন
এথা পাণ্ডু প্রবেশিল গহন কানন।
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার
গন্ধর্ব অপ্সর তথা করয়ে বেহার।
সে বন তেজিয়া রাজা গেল নৈরাসন
বহু নদ নদী তিন করিয়া লঙ্ঘন।
হিমালয় পর্ব্বতে করিল আরোহণ
তথা হইতে গেল গিরি গন্ধমাদন।

তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর
মহা পুণ্য তীর্থ সেই বাখানে অমর।
তাহে স্নান করিয়া চলিল তিন জন
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিল আরোহন।
মহা উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম।
পর্ব্বত পাইয়া রাজা মহা প্রীত পাইল
ঋষিগন সহিতে তপস্যা আচরিল।
কঠোর তপস্যা তথা করে তিন জন
দিন শেষে ফল মুল করয়ে ভক্ষন।
বরষা আতপ শীত সহে কলেবর
কেবল শরীর তিনে অস্থিচর্ম্ম সার।
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগন
তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইল তিন জন।

স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হইল হেন বাসি
তথা হইতে চলিল পুনষি সব ঋষি ।
অতি শুষ্ক গিরিবর পরশে গগন
স্বর্গেতে যাইতে তিনে হৈল আরোহন।
পথে যাইতে দেখে সব দেবতার স্থান
নানা রত্ন বিভূষিত বিচিত্র বিমান।
প্রবল তরঙ্গ বহে গঙ্গা ভাগিরথী
দেব কন্যাগন তথা ক্রীড়া করে নিতি।
কোন স্থানে দেখে রাজা পর্ব্বত উপর
জলধরগনে বৃষ্টি করে নিরন্তর ।
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি
আছুক অন্যের কায যাইতে নারে পাক্ষি ।
তিন জন যাই তথা দেখে ঋষিগন
ডাক দিয়া ঋষিগন বলিল বচন।

কোথা কারে যাহ তুমি দেখি তিন জনে
অগায়্য বিস্ময় ভুমি যাহ কি কারনে।
ঋষিগান বচনে বলয়ে নরপতি
পাণ্ডু নামেতে কুরুবংশেতে উৎপতি।
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্ম দোষে
সংসার তেজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে।
চারি ঋন লইয়া লোক মর্ত্ত্যে দেহ ধরে
ঋনে হইতে পার হইলে মুক্ত কলেবরে।
যজ্ঞ করি দেব ঋনে হইবেক পার
মুনিগনে তুষিবেক করি ব্রতাচার।
পিতৃলোকে পার হইব পিণ্ডস্থান থুইয়া
মনুষ্যে হইব পার অতিত ভুঞ্জিয়া।
ঋনেতে পার আমি হইলাম তিন স্থানে
সবে না হইলাম পার পিতৃগন ঋনে।

আপন কুকর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডনে
শরীর তেজিতে আমি যাই তেকারনে ৷
ঋষিগন বলে তুমি পণ্ডিত সুজন
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষন ৷
পুত্রহীন জন স্বর্গ যাইতে না পারে
দ্বারপালগন তথা দ্বার রক্ষা করে ৷
অকারনে তথাকারে যাও নরপতি
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি ৷
পৃথিবীতে বহু দান পুন্য লোক করে
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে ৷
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধি ঋষি
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সভে স্বর্গবাসী ৷
এত শুনি বলে রাজা বিনয় বচন
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ তপোধন ৷

মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে
হইবেক পুত্র তোর দেব বরদানে।
দিব্যচক্ষে আমি সব পাই দরশন
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ।
ঋষিগণ বচনে নিবর্ত্তে নরপতি
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতেতে করিল বসতি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদেব দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

কুন্তিরে চাহিয়া বলে পাণ্ডু নরবর
আপনি শুনিলে মুনিগণের উত্তর।
দেব হৈতে পুত্র হবে বলে দেবগণে
আপনি করহ তুমি ইহার বিধানে।

মৃগাক্ষি শাপে শক্তি নাহিক আমার
উপায় করিয়া পিতৃঋণে হও পার ।
আর হেন আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান ।
স্বয়ং জাত করিসেহ সহজে নন্দন
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন জন ।
মূল্য লৈয়া পুষ্য করে পুত্রবৎ করি
আপনি প্রবেশে কেহ অন্নং করি ।
পুত্রহীনে কোন জন কন্যা করে দান
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান ।
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে
আপন সদৃশ কিম্বা শ্রেষ্ঠ জন স্থানে ।
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দনে
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচনে ।

সেই অনুশারে আমি বংশের কারন
আজ্ঞা কৈল কর তুমি বংশের রক্ষন।
কুন্তি বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত
কিকারনে কহ তুমি বচন কুচ্ছিত।
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে
তোমা বিনু অন্য জন না দেখি নয়নে।
তুমি বল শ্রেষ্ঠ হইতে জন্মাহ নন্দনে
তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেবা আছেত্রিভুবনে।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা মুনিগন স্থানে
বিশ্বভানু রাজা ছিল পৌরব নন্দনে।
মহারাজা বিশ্বভানু ধর্ম্মেতে তৎপর
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর।
তার দক্ষিনায় মত্ত হৈল দ্বিজগন
বাহু বলে জিনিল সকল রাজাগন।

ভদ্রা কন্যা দুই ভার্য্যা পরম সুন্দরী
রাজারে সেবয়ে দোঁহে পুত্র কাম্য করি।
দোঁহার কামনায় কামুক নরবর
দোঁহার সঙ্গমে ব্যাধি হৈল কলেবর।
যক্ষ্মাকাশী হৈল ব্যাধি হইল নিবীন
অপুত্রকে মৈল রাজা কান্দে ভার্য্যাগন।
স্বামী বিনা ভার্য্যাজিয়ে ধিক তার প্রাণ
স্বামী বিনা মৃত্যু সুখ নাহিক সমান।
স্বামীর বিহনে নারী জিয়ে যেই জনা
নিত্যি২ ভুঞ্জে দুখ বিবিধ যন্ত্রনা।
স্বামী পুত্রহীন নারী লোকে অনাদর
গননা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর।
হেন মতে ভদ্রা বহু করয়ে ক্রন্দনে
ডাকিয়া তাহারে সব বলে ততক্ষনে।

না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি তাহ ঘরে
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ।
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান
শবেরে করিল রাখি যতন বিধান ।
ঋতু যোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে
চারি পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে২ ।
শব স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল
হেন যত আছে পূর্ব্ব মুনিগণ কৈল ।
তুমিহ এখনে রাজা যোগবল মনে
আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে ।
পাণ্ডু বলে নহে সেত মনুষ্য শকতি
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উৎপত্তি ।
তেন রূপ শক্তি কুন্তি নাহিক আমার
পূর্ব্ব ধর্ম্ম ভক্তি কুন্তি কহি শুন আর

পূর্ব্বেতে না ছিল কুন্তি এ সব নিয়ম
যারে ইচ্ছা যার হয় করয়ে সঙ্গম ।
স্বইচ্ছাতে স্ত্রীগণ যাইত যথা স্থানে
নাহিক বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে ।
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ।
বিভাণ্ডক নামে এক মহা তপোধন
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন ।
পিতা মাতার কোলে ক্রিড়া করে অনন্দনে
হেন কালে আইল তথা মুনি একজন ।
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়
স্বামী পুত্র কোলে হৈতে ধরি লইয়া যায় ।
বিস্ময় হইয়া শিশু চায় পিতা পানে
ক্রোধ মুখে জিজ্ঞাসিল জনক সদনে ।

কোথা হৈতে আইল দ্বিজ বড় দুরাচার
কোথা কারে লৈয়া যায় জননী আমার।
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ
পুর্ব্বাপর আছে বাপ না করহ ক্রোধ।
যার যারে মনরম্য ভুঞ্জয়ে শরীর
নাহিক বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার।
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কোপিত
এ হেন কুচ্ছিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে
হেন অনুচিত কর্ম্ম কৈল তেকারনে।
আজি হৈতে সৃষ্টি মধ্যে করিব নিয়ম
দেখ পিতা আজি মোর তপ পরাক্রম।
নিজ২ স্বামী ভার্য্যা তেজে যেই জনে
পরনারী পর স্বামী করিবে গমনে।

সংসারে যতেক পাপে হইবেক পাপী
নরক হইতে পার না হবে কদাপি।
স্ত্রী হৈয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে
স্বামী যদি নিযোজয় বংশের রক্ষণে।
অবহেলে স্বামী বাক্য করে অনাদর
চিরকাল মজিবেক নরক ভিতর।
হেন মতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল
পূর্ব্ব মত তেজি সেই হেন মত হৈল।
আর পূর্ব্ব কথা কুন্তি শুনহ বচনে
সূর্য্যবংশে ছিল নাম সৌদাস নন্দনে।
দময়ন্তী ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী
অপত্য বিহনে দোঁহে সদা চিন্তা করি।
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল
মুনির ঔরসে তার বহু পুত্র হৈল।

আমা সভাকার জন্য জানহ আপনে
ব্যাস মুনি যথা হৈল পিতার বিহনে ।
বংশ হেতু হেন যত আছে পূর্ব্বাপর
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের উত্তর ।
তেকারনে আজ্ঞা আমি করিল তোমারে
পুত্রার্থী হীন শক্তি পুত্র জন্মাবারে ।
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তি মাগিয়ে তোমায়
পুত্র জন্মবার কর আপন উপায় ।
রাজার কার্পন্য বাক্য শুনি কুন্তি সুতা
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব আপনার কথা ।
বাল্যকালে পিতৃ গৃহে ছিলাম যখনে
অতীথি সেবনে পিতা কৈল নিযোজনে ।
আচম্বিতে আইল দুর্ব্বাসা মনিবর
মুনির সেবন আমি করিল বিস্তর ।

পরম সন্তুষ্ট হৈত মুনি মহাশয়
সেবা বশে মুনি মোরে হইল সদয়।
মন্ত্রবর দিয়া মোরে কহিলেন মুনি
যেই দেব ইচ্ছা তোর হবে সুবদনী।
এই মন্ত্র পড়ি যারে করিবে আহ্বান
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তোমা স্থান।
যেই বাঞ্ছা ইচ্ছা কর পাবে সেই বর
এত বলি মুনিবর গেল দেশান্তর।
যখনে এমত আজ্ঞা কৈলে দণ্ডধর
আজ্ঞা কৈলে দেব স্থানে মাগি পুত্রবর।
তোমারে কহিল রাজা পূর্ব্বের বিধান
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান।
রাজা বলে মুনি যদি দিয়াছেন বর
তবে কেন চিন্তা আর ভাবহ অন্তর॥

হোম যজ্ঞ পূজা যারে করিয়ে ওদ্দেশে
নানা বৃত্তে অর্চ্চিয়ে পরম দুঃখ ক্লেশে।
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন
ওদ্দেশে মাগিয়ে বর যার যেই মন।
হেন দেব সাক্ষাতে আপনি দেববর
সুভকার্য্যে সুবদনী বিলম্ব না কর।
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়
সর্ব্ব পাপ হরে লৈলে যাহার আশ্রয়।
সেই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান
পুত্রবর কুন্তি তুমি মাগ তাঁর স্থান।
ধর্ম্মবন্ত হইবেক যেইত কোঁউর
মহা বলবন্ত হবে লোকের ভিতর।
নিয়ম করিয়া ধর্ম্ম করহ স্মরন
আজিকার বিলম্ব না সহে এইক্ষণ।

স্বামীর বচনে কুন্তি করিল স্বীকার
স্বামী প্রদক্ষিণ করি কৈল নমস্কার।
আদি পর্ব্ব ভারতের ব্যাসের রচিত
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবনে অমৃত।
আয়ু যশ পুন্য বাড়ে যাহার শ্রবনে
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদেব দাস ভনে।

মুনি বলে শুন কুরুকুল অধিকারী
বৎসরেক গর্ব্ভ যবে ধরিল গান্ধারী।
এইত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী
পূর্ব্বে মন্ত্র দিল যে দুর্ব্বাসা বর মুনি।
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিল আহ্বান
সেইক্ষনে আইল দেব কুন্তি বিদ্যমান।

ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ব্বের উৎপত্তি
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী।
ইন্দু চন্দ্র সম কান্তি তেজে দিবাকর
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর।
দিন দুই প্রহরেতে পুণ্য তীর্থ যুত
অতি সুভক্ষনেতে জন্মিল কুন্তিসুত।
সেইক্ষনে শুনি ধ্বনি আকাশ উপরে
সকল ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ এই পুত্রবরে।
সত্যবক্ত জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা
এ তিন ভুবন লোক করিবেক পূজা।
এতেক আকাশ বানী শুনিয়ে রাজন
কুন্তিরে চাহিয়ে পুনঃ বলেন বচন।
শুনিলে আকাশ বানী বলে দেবগনে
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সান্ত হইল নন্দনে।

স্মৃতিতে পুষ্টান গানি বলিছে কোউর
ধাম্মিকে গানিয়ে পুঁছে ব্রাহ্মন ভিতর।
তেকারনে কুন্তি তুমি ভজ পুনর্ব্বার
যাহা হৈতে হইবেক বলিছে কুমার।
রাজার বচনে কুন্তি ভাবে মনেমনে
দেবগন মধ্যে দেখি বলিছে পবনে।
পুনঃ মন্ত্র জপে কুন্তি বায়ুর ওদ্দেশে
সেইক্ষনে বায়ু তথা হইল পুবেশে।
বায়ুর সঙ্গমে পুত্র হইল জনম
জাত মাত্র তাহার শুনহ যে বিক্রম।
পুত্র পুসবিয়া কুন্তি কোলে লৈতে চাহে
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায়ে।
কিঞ্চু মাত্র ভূমে হৈতে তুলিল যতনে
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষনে।

অশক্ত হইয়া ফেলে পর্ব্বত ওপরে
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থরহরে।
শীলা বৃক্ষ গিরি শৃঙ্গ হৈল চুর্ণময়
বালকের শব্দে হৈল গিরিবাসী ভয়।
সিংহ ব্যাঘ্র মহীষাদি যত পশুগন
পর্ব্বত তেজিয়া সভে গেল অন্যবন।
হেন কালে শূন্যবানী শুনি ততক্ষনে
শুন কুন্তি পাণ্ডু এই তোমার নন্দনে।
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর
সভা হৈতে জেষ্ঠ এই মহা বলবির।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্ট জন রিপু
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রময় বপু।
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়
আশ্চর্য্য হইল কুন্তি দেখিয়া তনয়।

পুনরপি কুন্তিরে বলিল নৃপবর
এইমত জন্ম হৈল যুগল কোঙর।
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন
সর্ব্বগুণ যুত এক জন্মাহ নন্দন।
কুন্তি বলে হেন পুত্র হইবে কেমনে,
সর্ব্বগুন পুত্র পাইব কাহা আরাধিনে।
হেন শুনি পাণ্ডু জিজ্ঞাসিল মুনিগণে
সর্ব্বগুনে দেব মধ্যে আছে কোন জনে।
তারে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ।
সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ
তাহারে সেবিলে রাজা হবে সিদ্ধি কায।
ইন্দ্রের ওদ্দেশে তপ কর নৃপবর
নিয়ম করিয়া রাজ্ঞা কর সম্বৎসর।

বনে তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর ।
ঊর্দ্ধবাহু এক পদে রহে দাণ্ডাইয়া
সম্বৎসর কৈল তপ পবন ভখিয়া ।
তপে তুষ্ট দেব ইন্দ্র আইল তথায়
হইলাম তুষ্ট বর মাগ কুরুরায় ।
তোমার বাঞ্ছিত ফল মাগ নরবর
সবর্ব গুণে দিব এক তোমার কোঙর ।
বর দিয়া দেবরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেল নিজ স্থান ।
কুন্তিরে কহিল পাণ্ডু হরিষ অন্তর
তুষ্ট হৈয়া বর মোরে দিল পুরন্দর ।

সবাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার
সবর্ব গুনযুত রাজা পাইবে কুমার।
তপস্যায় ইন্দ্র আমি করিলাম প্রসন্নে
মুনি মন্ত্রে তাহারে তুমি করিবে স্মরনে।
স্মরন করিল কুন্তি স্বামির বচনে
দেবরাজ সচীপতি আইল ততক্ষনে।
সঙ্গম হইল ইন্দ্র দিয়ে গেল বর
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল কোঙর।
জাত মাত্র শুন্যবানী শুনিয়া গভীর
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর।
বিষ্ণু জন্ম হৈল তাহা অদিতীর প্রীত
এই মত কুন্তি তোর হইবেক হিত।
পরাক্রমে শিব সম কীর্ত্তি বীর্য্যার্জুন
তিন লোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগুন।

পৃথিবীর রাজা লক্ষ্মী জিনি বাহুবলে
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে।
ভ্রাতৃ সহ করিবেক তিন অশ্বমেধ
ভৃগুরাম সদৃশ হইবে ধনুর্ব্বেদ।
অনলেতে দিব্য অস্ত্র দিব্য যন্ত্র যতে
এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে।
পিতৃ লোক উদ্ধারিবে এই পুত্রবর
খাণ্ডব দহিবে এ তুষিবে বৈশ্বানর।
এতেক আকাশ বাণি হৈল শূন্য হৈতে
অমর কিন্নর সব আইল দেখিতে।
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন।
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর।

একাদশ ঋষি ঊনপঞ্চাশ পবন
অশ্বিনী কুমার আর বিশ্বাবসুগন ॥
যক্ষ রাজা প্রজাপতি আইল দেখিতে
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্য গীতে ॥
দেবগন ঋষিগন করিয়া কল্যান
নিবর্ত্তিয়া সভে গেল আপনার স্থান ॥
হরসিত হৈল পাণ্ডু ভোজের নন্দিনী
সুরগুন পাসরিল পুত্রগুন শুনি ॥
তবে কত দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া
কুন্তি প্রতি বলে রাজা একান্তে ভাবিয়া ॥
পুত্রের আকাঙ্খা মোর তৃপ্ত নাহি হয়
পুনঃ কপি কহিতে তোমার যোগ্য নয় ॥
চতুর্থ পুরুষে নারী বলিয়ে স্বৈরিনি
পঞ্চম পুরুষ হৈলে বেশ্যামধ্যে গনি ॥

তেকারনে তোমারে কহিতে না যোয়ায়
পুত্র আকাঙ্খা পুন হয় না দেখি উপায়॥
হেন মতে কন্তি সহ কথন কথনে
পুত্র চিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

এক দিন পাণ্ডু রাজা একান্ত দেখিয়া
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া।
কুরুবংশে তিন বধূ আছয়ে সম্প্রতি
ইতি মধ্যে দুই জন হৈল পুত্রবতী।
গান্ধারির শুনিলাম শতেক নন্দন
পুতাকে কুন্তির পুত্র দেখি তিন জন।

অভাগিনী আমি ইথে হইলাম বঞ্চিত
তোমারে নাহিক মান কর্ম্মের লিখিত।
দয়া করি কুন্তি যদি অনুগ্রহ করে
মন্ত্র বলে জপি পুত্র লব দেববরে।
সহজে সতিনী কুন্তি কি বলিতে পারি
দেয়বা না দেয় আমি চিন্তে ভয় করি।
আপনি বলহ যদি কুন্তিরে এ কথা
তোমার বচন নাহি করিবে অন্যথা।
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নরবর
মোর চিত্তে এই কথা যাগে নিরন্তর।
তোমারে প্রকাশ আমি তেই নাহি করি
শুন কি না শুন তুমি নহ ঈর্ষানারী।
এখনে আপনে তুমি কহিলে আমারে
তোমার কারনে আমি কহিব কুন্তিরে।

আমা বাক্য কুন্তি কভু না করিব আন
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা গেল কুন্তি স্থান।
একান্তে পাইয়া কুন্তি বলে নরপতি
মোর কুলশ্রেয় হেতু কহি শুন সতী।
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্রত্ব যজ্ঞ করে
যশের কারনে আর শাস্ত্র অনুসারে।
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগন
তথাপিহ করে তারা দ্বিজের সেবন।
তেকারনে কুন্তি আমি কহিয়ে তোমারে
মাদ্রীরে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে।
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায়
তার পুত্র হইলে হব এ পুত্র সহায়।
এতেক শুনিয়া কুন্তি কহিল রাজায়
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়।

মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তি পাণ্ডু প্রীয়া
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্ন হইয়া।
একবার দিতে রাণী বলেন বচন
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন।
একবার বিনা কুন্তি না দিবেক আর
কিমতে উপায়ে হবে অধিক কুমার।
হৃদয়ে ভাবিয়া মাদ্রী যুক্তি কৈল সার
দেব মধ্যে যোগ্য হয় অশ্বিনীকুমার।
অশ্বিনীকুমারে দেবী করিল স্মরণ
মন্ত্রের প্রভাবে দেব আইল ততক্ষণ।
তাহার ঔরসে জন্ম হইল সঙ্কার
প্রসবিল মাদ্রিদেবী যুগল কুমার।
জন্ম মাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে
রূপে গুণে শোভা দোঁহে করিবেক নরে।

হেন মতে ক্রমে২ পঞ্চ পুত্র হৈল
পর্ব্বত নিবাসী ঋষি আসি নাম দিল।
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হইল ভীম বীর।
তৃতীয়ে অর্জ্জুন নাম থুইল ঋষিগন
চতুর্থে নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন।
সহদেব নাম থুইল পঞ্চম কুমার
দিনে২ বাড়ে যেন দেব অবতার।
সিংহ গ্রীব সিংহ চক্ষু মাজা সিংহ সম
মহা বীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের ভরম।
পঞ্চ গোটা চক্ষু যেন দেখিতে সুন্দর
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর।
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অন্তর
হরষিত কুন্তি মাদ্রী দেখিয়া কুমার।

পুত্র সঙ্গ তিন জন তিলেক না ছাড়ে
ক্ষনেক না করে রাজা নয়নের আড়ে।
হেন মতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন
এক দিন স্তুতি প্রতি বলেন রাজন।
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতরে
সব সুখে বঞ্চিত পুত্রহীন নরে।
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জনে
পুত্র বিনা সংসারেতে সব অকারনে।
এই কালে সুখদায় লোকেতে গৌরব
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব।
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রের পিতা
তেকারনে কহি শুন ভোজের দুহিতা।
পুনরপি যত্ন দেহ যদু নন্দিনীরে
বহু পুত্রে বহু সুখ কহিল তোমারে।

শুনিয়া বলেন কুন্তি যুড়ি দুই কর
আর না করিবে আজ্ঞা এমত উত্তর।
পরম কপটি মাদ্রী দেখহ আপনে
এক বার মন্ত্র পাইয়া আমার সদনে।
তাহাতে করিল যুগল নন্দনে
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সেকারনে।
কৃতাঞ্জলি করি আমি মাগিয়ে তোমারে
মাদ্রীর কারনে আর না কহিও মোরে।
নিঃশব্দ হইল পাণ্ডু কুন্তির বচনে
আর পুত্র হেতু রাজা ক্ষমা দিল মনে।
পাণ্ডবের জন্ম কথা অপূর্ব্ব কথন
সবাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেই জন।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়।

নানা সুখে বৈসে রাজা পুত্রের সহিত
ঋতুকালে বসন্ত হইল উপনিত।
বসন্ত কালেতে বন হইল শোভিত
নানা বৃক্ষগন সব হইল পুষ্পিত।
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর
পারি ভদ্র কেতকী করবীর পুষ্পবর।
হৃদয়ে আনন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমন।
কুন্তি সহ পুত্রগন রাখিয়া মন্দিরে
মাদ্রী সহ ফির রাজা অরন্য ভিতরে।
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তি নাহি জানে
গহন কানন মধ্যে ফিরে দুই জনে।
একেতে একান্ত ভার্য্যা বসন্ত পবন
চিরদিন বেহারিতে পীড়িত মদন।

মদনের শরে হৈল অবস রাজন
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরক্ষণ।
বদন বিকচ পদ্ম পয়োধির জিনি
শ্রবণে পরসে পত্র পঙ্কজ নয়নী।
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর
বিপুল নিতম্ব ভারে গমন মন্থর।
কমল গভীর ভাষে বরিষয়ে সুধা
দেখিয়া পাণ্ডুর পীড়িল রতি ক্ষুধা।
মদনে আবৃত রাজা হৈল অচেতন
বিস্মৃত হইল রাজা মুনির বচন।
নিবৃত্তি হইতে শক্তি নহিল রাজার
বলেতে ধরিয়া মাদ্রী করিল শৃঙ্গার।
নিবৃত্ত২ ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি।

হাত পা আছাড়ে ছটপট করে
বহু শক্তি করি মাদ্রী বৃক্ষ চাপি ধরে।
মৃগঋষি শাপ প্রভু নাহি তব মনে
ক্ষনেকে প্রমাদ হবে না জান কারনে।
কামেতে পীড়িত পাণ্ডু হইল বিভোল
কাম রসে রাজা না শুনিল মাদ্রী বোল।
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে।
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সংহতি
ঋষি শাপে মৃত্যু আসি হইল উপনিতি।
শরীর তেজিল পাণ্ডু দেখিল সুন্দরী
ক্রন্দন করয়ে মাদ্রী হাহাকার করি।
এথাতে ভোজের কন্যা উচাটিত মন
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন।

হইল অনেক বেলি যাব কোথা কারে
পুত্র সহ গেল কুন্তি চাহিতে রাজারে।
কত দূর যাইতে শুনিয়ে উচ্চ ধ্বনি
হাহাকার শব্দে ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
শব্দ অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি
দেখিল কাঁদয়ে মাদ্রী কোলে নরপতি।
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হইল আচম্বিতে
মূর্চ্ছিত হইয়া কুন্তি পড়িল ভূমিতে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে ক্রন্দন
কাঁন্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলয়ে বচন।
কি কর্ম্ম করিল মাদ্রী হৈল স্বামী বধি
এই হেতু তোমারে জোগায় নিরবধি।
কেনে একা আইলে তুমি রাজার সঙ্গতি
কি কারণে নিবৃত্ত না কৈলে নরপতি।

যদিবা আইলা সঙ্গে আনিতা নন্দন
তবে কেনে নরপতি হইব নিধন।
মৃগাক্ষষি শাপ তোর নহিল স্মরণে
সকল তেজিয়া বনে বঞ্চয় কারণে।
অনিমিষে থাক তুমি রাজার রক্ষণে
সঙ্গে আনিয়াছ তুমি জানিব কেমনে।
আপনা খাইয়া মোর হেন হৈল গতি
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংগতি।
মাদ্রী বলে কুন্তি মোরে নিন্দ অকারণ
অনেক প্রকারে আমি করিলাম বারণ।
দৈবে যাহা করে খণ্ডে কাহার শকতি
না রাখিল আমা বাক্য ভ্রম হৈল মতি।
কুন্তি বলে ভাবি কর্ম্ম না যায় খণ্ডন
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন।

পঞ্চপুত্রে পালন করিহ ভাল মতে
অনুমৃতা যাই আমি রাজার সহিতে।
মাদ্রী বলে হেন তুমি না বলিহ মোরে
তিলেক না জীয়ে আমি না দেখি রাজারে।
তোমার বিলম্বে এতক্ষন আছে প্রাণ
এখনি শরীর তেজি যাব প্রভুস্থান।
আমার যৌবনে প্রভু তৃপ্তি নাহি হয়
আমা সনে রমনে যাহার হৈল ক্ষয়।
তাহার সংগতি আমি ছাড়িব কেমনে
পাণ্ডু স্বামী তেজি দেহ রাখিব কেমনে।
তোমারেত করি আমি এক নিবেদন
বিদায় মাগিয়ে আমি তোমার সদন।

পুনঃপুনঃ করিয়া করিয়ে পরিহার
যত্নতে পালিবে মোর দুইটি কুমার ।
ইহা বই তোমারে কহিতে নারি কিছু
বিচ্ছেদ না করিহ আমার দুই শিশু ।
পিতৃ মাতৃ বিনে পুত্র সহজে অনাথ
তুমি সর্ব্ব বন্ধু যেন তুমি তাত মাত ।
এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল
নিবিড় করিয়া সভে আলিঙ্গন কৈল ।
আলিঙ্গন করি মাদ্রী তেজিল জীবন
শুনি শত শৃঙ্গবাসী আইল সেই স্থান ।
ঋষিগন মিলি তবে করিল বিচার
পুত্র সহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার ।
এখনে শরীর ত্যাগ করিল রাজন
অনাথ হইল কুন্তি শিশু পুত্রগন ।

স্বাজ পুত্রগান স্থিতি না সোভে কাননে
দেশেরে লইয়া রাখ পাণ্ডু পুত্রগানে।
তবে সভাকার বিস্ময় হয় হেন বাসি
এতেক বিচার কৈল শত শৃঙ্গবাসী।
মৃতই শব কান্দে লইল চারগান
পুত্র সহ কুন্তি লৈয়া যায় ঋষিগান।
অল্প দিনে পাইল কুরু জঙ্গলনগর,
প্রবেশ হইল সভে নগর ভিতর।
রাজ অন্তঃপুরেতে হইল সমাচার
কুন্তি সহ আইল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লিক বিদুর
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত বৈসে অন্তঃপুর।
সত্যবতী সহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধনারী।

ঋষিগণে নমস্কারি দিলেন আসন
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে আছিল পাণ্ডুরাজে
ব্রহ্মচর্য্য করিতে ছিলে ঋষির সমাজে।
দেববরে পঞ্চপুত্র প্রাপ্তি তার হৈল
কালেতে গ্রাসিত অঙ্কি মদ্র সুতা যৈল।
এই কুন্তি সহ দেখ পুত্র পঞ্চজনে
এই পাণ্ডু মাদ্রী দেখ মৃত দুই জনে।
যেমত বিচার আইসে করহ বিধান
এত বলি মুনিগণ হৈলে অন্তর্দ্ধান।
এত শুনি রোদন করেন সর্ব্বজন
হাহাকার শব্দ মুখে গদ্গদ বচন।
সত্যবতী আই কাঁদে কৌশল্যাজননী
ভীষ্ম বিদুর কাঁদে অন্ধ নৃপমনি।

নগরের লোক সব করয়ে ক্রন্দন
বাল বৃদ্ধ তরুনী কাঁদয়ে সর্ব্বজন।
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুর ডাকিয়া
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া।
যেন রাজ বিধান আছয়ে পুর্ব্বাপর
শুনিয়ে বিদুর তবে হইলা সত্তর।
দুই শব কাঁদে করি লয়ে ক্ষত্রিগনে
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ বিধানে।
ওপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীতে
শত২ চামর ঢুলায় চারি ভীতে।
অগৌর চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর
কলসে২ ঘৃত থুইল থরেথর।
মন্ত্রপড়ি দ্বিজগন জ্বালিল অগিনি
অগ্নিহোত্রে দগ্ধ হৈল পাণ্ডু নৃপমনি।

পঞ্চভাই লৈল শিশু ক্ষত্রির বিধান
দ্বাদশ দিবসে কৈল অগ্নি শান্তি দান।
স্বর্ন দান ভূমি দান কৈল গাবী দান
কাঞ্চন রতন দান বিবিধ বিধান।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুন্যবান।

তবে কত দিনেতে আইল ব্যাস মুনি
একান্তে কহেন মুনি আনিয়া জননী।
অবধানে শুন মাতা আমার বচন
ধর্ম্ম কাল গেল হৈল পাপ উপাসন।
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার
কপট হইবে বড় হিংসা অহঙ্কার।

ইহা সভাকার পাপে মজিবে সকল
পৃথিবী হরিবে শস্য মেঘে অল্পজল ।
ধর্ম্ম লুপ্ত হইবেক হত যজ্ঞবর
আত্মং হিংসা সভে হইবে সংহার ।
ধৃতরাষ্ট্র কপটে হইব কুলক্ষয়
ধর্ম্ম তেজি নর সব অধর্ম্ম আশ্রয় ।
তেকারনে মাতা আমি কহিয়ে তোমায়
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না জোয়ায় ।
গৃহ তেজি জননী চলহ তপোবন
সংসার তেজিয়া মাতা তপে দেহমন ।
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তিত বিধান ।
দুই বধূ ডাকিয়ে আনিল নিজপার্শ
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস ।

তোমার নন্দন বধূ করিবে দুনীত
কপট হিংসক হবে বঞ্চলয় নিত।
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে
এ সব শুনিয়ে আমি কহিল তোমারে।
তেকারনে এই আমি যাই তপবনে
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে।
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সঙ্গতি
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন সতী।
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধ নারীগণ
সত্যবতী সহ সভে গেল তপবন।
ফল মূলাহারি হৈয়া তপ আচরিল
যোগে মন দিয়ে সভে শরীর তেজিল।
মহাভারতের কথা অমৃত প্রস্তাবে
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।

মুনি বলে নরপতি শুন তদন্তরে
পুত্র সহ কুন্তিদেবী রহি অন্তপুরে।
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চস্তর শত
বেদ শাস্ত্রে অধ্যয়নে সভে পারগত।
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে
ক্রীড়ায় ওস্তম সভে সদা ক্রীড়া করে।
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদরে
সভারে অধিক বলে বীর বৃকোদরে।
ধাইতে পবন সম সিংহ সম লাফে
আস্ফালনে গজের সম মেঘ সম ডাকে।
যেইদিগ দিয়া ভীম বেগে যায় চলি
দশবিশ ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি।
কোটী সব সহদর ধীরে একবারে
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকরে।

কত দূর পড়ে সভে অচেতন হৈয়া
পিষ্ঠে গায় নাশিকায় রক্ত যায় বৈয়া।
দুই হস্তে ধিরে বীর সভাকার কর
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর।
প্রাণযায়২ পরিত্রাহি ডাকে
মৃতকল্প দেখিয়া ভবেসে ভীম রাখে।
জল মধ্যে ক্রীড়া যবে করে ভ্রাতৃগন
একবারে ধিরে ভীম দশদশজন।
জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কাঁখে
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণ মাত্র রাখে।
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে
জলেতে দেখিলে ভীমে সভে থাকে তটে।
ফল হেতু ওঠে সভে বৃক্ষের উপরে
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরনে প্রহারে।

চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থরথর
ফল সহ ভূমে পড়ে সব সহোদর।
বালক কালেতে ভীম মহা পরাক্রম
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম।।
দুর্য্যোধন দেখি হইল পরম চিন্তিত
বালক কালেতে বল বীরে অপ্রমিত।
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল
ইহার জীবনে মোর না দেখি কুশল।
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার
ভীমরে মারিব হেন যুক্তি কৈল সার।
ভীমে মারি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয়া
তবেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া।
বালক কালেতে কৈল এমত বিচার
যে কালে না জানে লোক হিংসা অহঙ্কার।

তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন
গঙ্গাতীরে আছে যথা গহন কানন।
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ
উত্তম রমন ঘর কর স্থানে স্থান।
ভক্ষ ভোজ্য পেয় লেহ্য শকটে পুরিয়া
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া।
আজ্ঞা মাত্র কৈল সব অনুচরগন
সব ভ্রাতৃগনেরে ডাকিল দুর্য্যোধন।
আজি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে
জল ক্রীড়া করিব পরম কুতুহলে।
উত্তম বিহার স্থান কৈল গঙ্গাতীরে
ভক্ষ ভোজ্য আছে সব প্রযান কুটিরে।
শুনিয়া সম্মত তবে হৈল যুধিষ্ঠিরে,
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীরে।

অষ্টোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া
রথ গজ অশ্ব জানে আরোহন হৈয়া।
পুয়ান কুট্টিরে যথা কৈল দুর্জোধন
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন।
অনুচরগন সব থুইয়া বাহিরে
সব সহোদর গেল আপন কুটিরে।
একত্র হইয়া সভে বসিল আসনে
নানা দ্রব্য ওপহার করেন ভক্ষনে।
ওপহার পুরি করে অঞ্জুলি অঞ্জুলি
এক জন মুখে দেয় আর জল তুলি।
হেন কালে করে কুরু পতি দুর্জোধনে
কালকুট দিল দুষ্ট ভীমের বদনে।
পুনঃ পুনঃ তথিপর দিল ওপহার
ভক্ষনে সন্তোষ ভীম আনন্দ অপার।

কালকূট বিষ যদি খাইল বৃকোদর
দুর্জোধন হৈল বড় হরিষ অন্তর।
তবে সব সহোদর গেল গঙ্গাজলে
জল ক্রীড়া আরম্ভিল মহা কুতুহলে।
কেহ ওঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল
ক্রীড়ায় হইল হীন ভীম মহাবল।
জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হৈল সর্ব্বজন
পুনঃ পুষ্পান কুটিরেতে করিল গমন।
দিব্য বস্ত্র পিন্ধন ভূষন অলঙ্কার
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার।
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন
জলক্রীড়া শ্রমে নিদ্রা হৈল সর্ব্বজন।
বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন
সভে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্জোধন।

অচেতন দুর্য্যোধন দেখি কুরুপতি
হস্ত পদ বন্ধন করিল শীঘ্র গতি।
ধরিয়া ফেলিল গঙ্গা অগাধ সলিলে
নাহিক শরীরে জ্ঞান জারিল গরলে।
ভাসিয়া চলিল বীর জল খর স্রোতে
নাগের আলয় গিয়া হৈল উপনিতে।
বিপুল শরীর দেখি বেড়িল নাগগন
ক্রোধে চতুর্দ্দিগে সভে করেন দংশন।
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে।
অবহেলে ছিণ্ডে কর পদের বন্ধনে
মুষ্টি ঘাতে প্রহারে যতেক নাগগন।
ভীমের মুষ্টির ঘাত বজ্রের সমান
পালায় সকল নাগ লইয়া পরান।

বাসুকীর আগে গিয়া কৈল নিবেদন
নাগকুল হিংসিল মনুষ্য এক জন ॥
মনুষ্যের আচরন না দেখি তাহার
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর অবতার ।
বন্ধনেতে ছিল এথা আইল ভাসিয়া
ক্রোধে সব নাগগান ফেলিল হিংসিয়া ॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে পাইল চেতন
সভে পালাইল শুনি তাহার গর্জ্জন ॥
শুনিয়া বাসুকী নাগ চলিল ত্বরিত
পাছেং যত নাগ চলিল সহিত ।
ভীম পরাক্রমে বীর আছে সেইখানে
দিব্য চক্ষু বাসুকী দেখিল ততক্ষনে ।
পবন ঔরসে জন্ম কুন্তির নন্দন
মধুর বচনে ভীমে কৈল সম্ভাসন ।

আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর
কি করিব প্রীতি তোর যে কর ওত্তর ॥
ধন রত্ন লেহ তুমি যেই ইচ্ছা মনে
এত শুনি বলেন যতেক নাগগণে ।
তোমার এ বন্ধু যদি পরম কুমার
ভক্ষ ভোজ্য দিয়া সন্তোষ করহ ইহার ॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন
ইহার পরম প্রীত পাইলে ভক্ষন ।
এত শুনি ফনিরাজ লৈয়া বৃকোদর
গৃহে লৈয়া বসাইল পালঙ্গ ওপর ।
নাগের আলয়ে তাঁকে সুধা কুণ্ডগণ
ভীমে বলে কর পান যত লয় মন ।

সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ডপানে
যত ইচ্ছা তত পিয় নাহি নিবারনে ৷
একে পরিশ্রম আর পরিশ্রম ক্ষুধা
তাহে লোভে অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ড সুধা ৷
একে২ অষ্ট গোটা কুণ্ড পান কৈল
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল ৷
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন
তথা নিদ্রা অবসানে কুরুপুত্রগন ৷
গৃহেতে যাইব হেন করিব বিচার
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার ৷
ভ্রাতৃগনে ডাকিয়া বলিল যুধিষ্ঠির
সঙ্গে আছে নাহি দেখি কেবল ভীম বীর ৷
মল হেতু ভীম কিবা গিয়াছেন বনে
গঙ্গা জলে গেল কিবা বিহার কারনে ৷

ভীমের উদ্দিশ ভাই কর সর্ব্বজন
চতুর্দ্দিগে ভ্রাতৃগন গেল ততক্ষন।
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্য ভাগে
ভায়ং বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিগে।
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগন
ভীমে না পাইল বলি বলে সর্ব্বজন।
শুনি যুধিষ্ঠির হৈল বিরস বদন
কোথা রহিল গেল ভীম না জানি কারন।
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এইখানে
কেহ বলে আগে ঘর করিল গমনে।
অসন্তোষ যুধিষ্ঠির চলিল সত্তর
গৃহে গিয়া জননিরে দেখে একেশ্বর।
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের কোঙর
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর।

গৃহের মধ্যেতে না দেখিয়ে কিকারনে
কিবা কোথা পাঠাইল বুঝি অনুমানে।
ভীমে না দেখিয়ে মোর স্থির নহে মতি
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্র গতি।
জল স্থল দেখিলাম কানন নগর
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর।
বিরস বদন শুনি হৈলা রাজসুতা
কুন্তি বলেন ভীম না আইসেন এথা।
কোথাকারে ভীম তবে করিলা গমনে
শীঘ্র গিয়ে ঙকটিয়ে আন পুত্রগনে।
আইল বিদুর তবে কুন্তির আদেশে
বিদুরে কহেন কুন্তি গদ২ ভাসে।
ভাই সহ গেলা ভীম ক্রীড়ার কারনে
সভে আইল্ল বৃকোদর না আইল কেনে।

দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে
ক্রুরমতি নির্লজ্জ নির্দ্দয় কলেবরে।
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া বিপাক
হৃদয় অস্থির চিন্তা মোর হৈল তাপ।
বিদুর কহিল কুন্তি এ কথা না কহ
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার
ছিদ্র কথা শুনিলে করিব অবিচার।
এত শুনি কুন্তি দেবী করেন ক্রন্দন
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারি জন।
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ
অধোমুখে কাঁদে তবে করিয়া বিলাপ।
ক্রোনেকে চিন্তিয়া তবে কহিলা বিদুর
না কর ক্রন্দন সভে শোক কর দূর।

ব্যাসের বচন তুমি পাসরিলা কেনে
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজনে।
ব্যাসের বচন কুন্তি কভু মিথ্যা নহে
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয়ে।
এত বলি পুরোহিত গেল নিজ ঘরে
শোকাকুলমতি স্নেহ চারি সহোদরে।
তথা সুধাপানে নিদ্রা বীর বৃকোদর
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর।
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ
আপন আলয় তুমি করহ গমন।
ভাই সব শোকাকুল কাঁদয়ে জননী
অষ্টদিন হৈল কেহ বার্ত্তা নাহি জানি।
এত বলি নাগগণ নানা রত্ন দিয়া
স্কন্ধে করি পুয়ান কুটিরে থুইল লৈয়া।

তথা হৈতে চলে বীর মত্ত গজপতি
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি।
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে
তিন ভাই আলিঙ্গিয়ে চুম্ব দিল শিরে।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদর
হরিষে চক্ষুর জল বহে অনিবার।
জিজ্ঞাসিল কোথা ভাই এত দিন ছিলা
আমা সভা পরিহরি কেমনে রহিলা।
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ
যেনমতে দুর্যোধন করিল বন্ধন।
সন্দেষ বলিয়া বিষ দিল মোর মুখে
গঙ্গাজলে ভাসিয়ে গেলাম নাগলোকে।
নাগের দংশনে পুন পাইল চেতন
স্বীয় বাশকী খাইতে দিল নানা রত্ন।

এত বলি রত্ন যত দিল মাতৃ স্থানে
চমকিত যুধিষ্ঠির শুনি বিবরণে।
তবে যুধিষ্ঠির বলে ভাই চারিজনে
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে।
দুর্য্যোধন দুষ্টকে হনা যাবে বিশ্বাস
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশে।
হেনমতে বিচার করিল পঞ্চজন
সেই হৈতে বাদ্য ক্রীড়া করিল বর্জ্জন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

তবে কত দিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন
অস্ত্র শিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ।

সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান ঋষি পুত্র হস্তিনাতে ধাম।
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব।
জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর
ক্ষত্রি ধর্ম্ম হৈল কেন ব্রাহ্মণ কোঙর।
মুনি বলে নৃপতি করহ অবধান
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান।
শরদ্বান নাম হইল শর সহ জন্ম
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল তেজি দ্বিজ কর্ম্ম।
বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন
তপোবন মধ্যে তপ করে অনেক্ষণ।
তার তপ দেখি ভয় হইল শতক্রতু
উপায় সৃজিল ইন্দ্র তপ ভঙ্গ হেতু।

জানপদী দেবকন্যা দিল পাঠাইয়া
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া।
কন্যা দেখি শরদ্বান হত হৈল ধৈর্য্য
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হইল বীর্য্য।
স্খলিত হইতে মুনি হইল চেতন
সেবন তেজিয়া মুনি গেল অন্য বন।
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে
দুই ঠাঞি হইয়া পড়িল সেই স্থলে।
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নহে
এক গুটি কন্যা হইল একটি তনয়ে।
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে
ভ্রমিতে২ গেল সেই তপোবনে।
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে
আস্তেব্যাস্তে জানাইল রাজার গোচরে।

শুনিয়া নৃপতি তথা চলিল সত্তর
দেখিয়ে রোদন করে কুমারী কোঁঙর।
ধনুঃশর আজয়ে আজয়ে কৃষ্ণ চর্ম্ম
অনুমানে জানিলেন ঋষির আশ্রম।
গৃহে আনি দুই শিশু করিল পালন
কত দিনে আইলা শরদ্বান তপোধন।
শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়
কৃপায় পুষিলা মোর তনয়া তনয়।
তেকারনে নাম আমি দিল দোঁহাকারে
কৃপ কৃপী বলি যেন ঘোষয়ে সংসারে।
তবে শরদ্বান মুনি আপন নন্দনে
নানা অস্ত্র বিদ্যা শিখাইল দিনে২।
এত ভাবি দ্রোণাচার্য্যে কৈল সমর্পণ
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করাইল আপন।

ধনুর্ব্বেদে কৃপ সম নাহিক মানুষে
অল্প কালে আচার্য্য বলিয়ে লোক ঘোষে।
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ বিষ্ণুবংশে
আর যত রাজাগন বৈসে দেশে দেশে।
সভে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা কৈল কৃপ স্থানে
কৃপগুরু বলি নাম থুইল ভুবনে।
তবে ভীষ্ম মহাবীর সচিন্তিত মনে
বিশেষ কেমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগনে।
এত ভাবি দ্রোনাচার্য্যে কৈল সমর্পন
দ্রোনাচার্য্য সর্ব্বাস্ত্র করাইল আপন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুন্যবান।

রাজা বলে মুনিবর কর অবধান
কার পুত্র দ্রোনাচার্য্য কোথা তার ধাম।
ধনুর্ব্বেদে শিক্ষা তারে কৈল কোন জনে
কুরুদেশে গুরু হৈলা আইলা কিকারনে।
ব্যাস শিষ্য বৈসম্পায়ন সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞাতা
কহিতে লাগিলা মুনি দ্রোনাচার্য্য কথা।
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে
একদিন মহামুনি স্নানে গঙ্গাজলে।
অন্তরিক্ষে চলে যায় ঘৃতাচী অপ্সরা
পরম সুন্দরী হয় অপ্সরিতে বরা।
দক্ষিন পবনেতার উড়িল বসন
মুনিরাজে অঙ্গ তার হৈল দরশন।
দেখিয়ে উদ্বেগ চিত্তো হৈলা মুনিবর
রতিপতি পঞ্চশরে হৈলা জরজর।

হেন জন নাহি জানি না মোহে কামিনী
স্খলিত হইল রেত চিন্তে বরমুনি।
অন্যথে দেখিল দ্রোণী রাখিল তাহাতে
দ্রোণী মধ্যে পুত্র জন্ম হৈল আচম্বিতে॥
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান
পুত্র লৈয়া গেল মুনি আপনার স্থান।
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র দ্রোন নাম থুইল
বেদ বিদ্যা সর্ব্ব শাস্ত্র শিক্ষা করাইল।
পৃশস্ত নামেতে রাজা পঞ্চাল ঈশ্বর
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাহার কোঙর।
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম সদা যায়
সমান বয়েস দ্রোন সহিত খেলায়।
এক ঠাঞী দুই জন করেন পঠন
ক্রীড়া করে এক ঠাঞী ভোজন শয়ন।

তিলেক নারহে দোঁহে নহিলে সে দেখা।
তবে দোঁহে বাস করি দোঁহে হৈল সখা॥
তবে কত দিনে রাজা পৃশন্ত মরিল
পঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল॥
স্বর্গ বাস গেল ভরদ্বাজ তপোধন
তপস্যা করিতে দ্রোণ গেল তপোবন।
কত দিনে দ্রোনাচার্য্য পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া
কৃপাচার্য্য ভগ্নী কৃপী বিভা কৈল গিয়া।
পরম সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুরতা
যজ্ঞ হোমে সতী নিষ্ঠা তপে পতিব্রতা।
যজ্ঞ তপ ফলে তার হইল নন্দন
জন্ম মাত্রে করিলেক অশ্বের গর্জ্জন।
হেন কালে আচম্বিতে হৈল শূন্য বাণী
জন্ম মাত্র এই পুত্র কৈল অশ্বধ্বনি।

অশ্বথাম্যা নাম পুত্র থুইল তেকারনে
দীর্ঘ জীবি হবেক আর পূর্ন সব গুনে।
পুত্র দেখি দ্রোনাচার্য্য অনন্দিত মন।
নানা বেদ বিদ্যা তারে কৈল অধ্যায়ন।
তবে কত দিনে দ্রোন লোক মুখে শুনি
যমদগ্নি সুত ভৃগু রামের কাহিনি।
নানা রত্ন ধন রাম বিপ্রে দিছে দান
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান।
মহেন্দ্র পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়
তথা কারে গেল ভরদ্বাজের তনয়।
দ্রোনে দেখি জিজ্ঞাসিল ভৃগুর নন্দন
কোথা হইতে আইলে দ্বিজ কোন প্রয়োজন।
দ্রোন বলে অঙ্গিরার বংশে ভরদ্বাজ
তাহার নন্দন আমি নাম দ্রোনাচার্য্য

বহু দান কর তুমি শুনি লোক মুখে
বার্ত্তা পাইয়া আইলাম দরিদ্র ভিক্ষুকে ।
পূর্ণ করি ধন মোরে দিবে ভৃগুরাম
সকল কুটুম্বে যেন পূরে মনস্কাম ।
এত শুনি বলে যমদগ্নির নন্দন
সব ধন দিয়া আমি যাই সেই বন ।
হেন কালে আইলা তুমি ব্রাহ্মণ কুমার
কোন দ্রব্য দিয়া বোদ্ধি করিব তোমার ।
পৃথিবীর মধ্যে মোর নাহি অধিকার
কশ্যপেরে দান কৈল সকল সংসার ।
কেবল আছয়ে প্রাণ ধনুঃশর দ্রোণ
যাহা ইচ্ছা মোর স্থানে মাগি লেহ ধন ।

দ্রোণাচার্য্য বলে মোরে দেহ ধনুঃশর
মন্ত্র সহ অস্ত্র দিল ভৃগুর কুমার।
ধনুর্ব্বেদে নিপুন হইল দ্রোণাচার্য্য
তবে কত দিনে গেল দ্রুপদের রাজ্য।
অত্যন্ত দারিদ্র দ্রোণ না মাগে এই তরে
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে।
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্র ভঞ্জন।
এত ভাবি গেল দ্রোণ পঞ্চালনগর
উত্তরিল যথায় দ্রুপদ নরবর।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটি মাত্র ঢাকে
সকল শরীর শীর্ণ সদাকাল দুঃখে।
রাজারে বলিল আজি চিরকালে দেখা
অবধান কর রায় হই আমি সখা।

এত শুনি নরপতি কটাক্ষতেচায়
নয়ন লোহিতবর্ণ ক্রোধে কম্প কায়।
তোমার ব্রাহ্মণ তুমি দারিদ্র ভিক্ষুক
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবে মূর্খক।
আমি মহারাজা হই পঞ্চাল ঈশ্বরে
কোন লাজে সখা বল সভার ভিতরে।
ধনিরে নির্দ্ধনী সখা কভু নাহি লোকে
কভু সখা নাহি হয় সুর নরলোকে।
কোথা সখা হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে
সমানে সমানে সখা যায় অতি সুখে।
সমান অসমান সখা নাহি হয় সুখে
সমানে সমানে দ্বন্দ নাহি হয় দুঃখে।
কোথা হইতে আইলা তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণে
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে।

এতেক শুনিয়া তাঁর সিন্ধুর অন্তর
অভিমানে দ্রোণের কাঁপয়ে কলেবর।
ক্রোধে সর্প শ্বাস যেন ছাড়য়ে সঘনে
মুহূর্ত্তেকে স্তব্ধ হৈয়া দাণ্ডাইল দ্রোণে।
পুনরপি নাহি চাহি রাজার বদন
না বলিয়া কারে কিছু করিল গমন।
তথা হৈতে গেল দ্রোণ হস্তীনা নগর
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর।
দারা পুত্র সহ দ্রোণ রহিল তথায়
হেন মতে গুপ্ত বেসে কত দিন যায়।
মহাভারতের কথা অমৃতার্ণ লবে
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।

এক দিন তথা যত কুরু পুত্রগণ
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন ।
এক গোটা লোহাবাটী ভূমিতে ফেলিয়া
হাতে দণ্ড ধরি তাহা লৈয়া যায় তাড়িয়া ।
হেন লোহ বাটী তবে দৈব নির্ব্বন্ধনে
নিরোদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে ।
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার
তুলিবারে যত্ন সভে করিল অপার ।
অনেক উপায় কৈল নহিল বাহির
হইল পরম ক্লেশ ঘামিল শরীর ।
লজ্জিত হইল সভে মলিন বদন
হেন কালে আইল ভরদ্বাতের নন্দন ।
শুক্লকেশ শুক্ল বস্ত্র কাঁন্ধেতে উত্তরি
শ্যামল তোঁহার বর্ণ গতি মত্ত করি ।

শিশুগণ দেখি দ্রোণ বিরস বদন
জিজ্ঞাসিল মন দুঃখে কিসের কারণ।
এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার
ধিক ক্ষত্রি কুলে জন্ম আমা সভাকার।
ধিক প্রাণ ধিক ধনু ধিক অধ্যায়ন
বাটী উদ্ধারিতে শক্ত নহিল কোন জন।
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে
পড়িয়াছে লোহবাটী পাই দেখিবারে।
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য বলিল হাসিয়া
কূপে হইতে বাটী যদি দিয়ে উদ্ধারিয়া।
এই ইশিকার তেজে করিব উদ্ধার
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার।
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন
দ্রোণাচার্য্যে বলে তবে বুঝিয়া কারণ।

কূপে হইতে বাটী পার করিতে উদ্ধার
কি দ্রব্য ভোজনে তবে সকলি তোমার ॥
কৃপাচার্য্য সমেত ভুঞ্জহ নানা সুখ
এত শুনে দ্বিজবর ভোজনে কি দুঃখ ।
দ্রোণাচার্য্য বলে সভে দেখহ কৌতুকে
এইত অঙ্গুরি আমি ফেলিল যে কূপে ।
অঙ্গুরি তুলিব আর উদ্ধারিব বাটী
এত বলি আনিল ইশিকা কতগুটি ।
মন্ত্র পড়ি দ্রোণাচার্য্য ইশিকা মারিল
মন্ত্রতেজে লোহবাটী সকল ভেদিল ।
পুনঃপুনঃ তথিপর মারিল অপার
ইশিকা ইশিকা যুড়ি কৈল দীর্ঘাকার ।
ইশিকার মূল তবে ধরি দ্রোণ করে
আকাশে তুলিল বাটী উঠিল উপরে ॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া তবে হইল বিস্ময়
তবে ধনুর্ব্বাণ লইয়া দ্রোণ মহাশয়।
মন্ত্র পড়ি অঙ্গুরি উপরে বাণ মারে
শর সহ অঙ্গুরী উঠিল আসি করে।
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখি সকল কুমার
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে করি পরিহার।
কোথা হইতে আইলা দ্বিজ কোথায় নিবাস
এথাকারে আইলা দ্বিজ কিসের প্রকাশ।
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম লোকে অনুপায়
কেহ শুনি দ্বিজবর কি তোমার নাম।
আজ্ঞা কর দ্বিজবর যেই লয় মন
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন।
দ্রোণ বলে শুন সবে আমার উত্তর
মোর সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর।

রূপে গুণে আমার কহিবা তাঁর স্থান
আপনি জানিয়া ভীষ্ম করিব সম্মান ॥
এত শুনি শীঘ্র গতি ঘতেক কুমার
পিতামহ আগে কহে সব সমাচার ॥
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ণ বীরে
তাহার যতেক গুণ বিদিত সংসারে ॥
যত্ন করি জিজ্ঞাসিল নাম না কহিল
তোমারে জানাইতে আমা সভা পাঠাইল ॥
এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিল হৃদয়
জানিল এ শক্তি বিদ্যা অন্য কেহ নয় ।
দ্রোনাচার্য্য বিনা অন্য কেহ নাহি জানে
নিশ্চয় আইল দ্রোন জানিল বিধানে ।
কুরুবংশ যোগ্য গুরু পাইল এত দিনে
দ্রোণ অনুসারে ভীষ্ম চলিল আপনে ॥

দ্রোন দেখি প্রনামিল গান্ধার নন্দন
আশীর্বাদ দিয়া তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভীষ্ম বলে কহ দ্রোন আপন কুশলে
বড় ভাগ্য দেখি তোমায় কুরুবংশ কুলে।
এতেক শুনিয়া ভরদ্বাজের নন্দন
কহিতে লাগিল যত আপন কথন।
তপোবনে থাকি বহু কৈল তপ ক্লেশ
ফল মূলাহারী হৈয়া জটা বল্কবেশ।
বংশ হেতু কত দিন পিতৃ আজ্ঞা পায়ে
গৌতমী কৃপের ভগ্নী কৈল আমি বিয়া।
তার গর্ভে জন্ম হইল একই কুমার
অশ্বত্থামা নাম দিল সকল অমর।
কত দিনে ক্রীড়া কাল হইল কুমার
শিষ্যগন সঙ্গে সদা করয়ে বিহার।

আচম্বিতে এক দিন আইল ধাইয়া
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া২ ।
গাবী দুগ্ধপান করে সকল বালক
সেই মত দুগ্ধ মোরে দেহত জনক ।
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন
দুগ্ধ হেতু করিলাম বহু পর্য্যটন ।
গাবীর কারনে বহু নগর ভ্রমিল
সত্যশীল ধার্ম্মিক কোথায় না দেখিল ।
ভিক্ষা না করিল আমি নির্লজ্জের স্থানে
না পাইয়া গাবী গৃহে করিল গমনে ।
পুনরপি কান্দে শিশু দুগ্ধের কারন
দেখিয়া হইল বড় ব্যাকুলিত মন ।
সহজে দারিদ্র গৃহ দুগ্ধ পাব কোথা
ক্রন্দন নিবর্ত্ত হেতু ভাবে তার মাতা ।

পিঠালি গুলিয়া জলে দুগ্ধ বলি দিল
আনন্দিত হইয়া শিশু তাহা পান কৈল।
বালকের মধ্যে তবে ওত্তরিল গিয়া
এই দেখ আইলাম দুগ্ধ অন্ন খায়ে।
সকল বালকগন নৃত্য করে রঙ্গে
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিল শিশু সঙ্গে।
দুগ্ধপানে নাচে শিশু সবে বলবান
হেন শিশু নৃত্য শক্তি নহিল সমান
সকল বালকগন ওপহাস কৈল
পুনরপি আমি পুত্র আমারে কহিল।
পুত্রের শুনিয়া কথা চিত্তে হইল তাপ
জননী শুনিয়া বহু করিল বিলাপ।
ধিক নাম ক্রীড়া মোর ধিক নাম দ্রোন
পৃথিবীতে গৃহবাসী বৃথা ধনহীন।

এতেক ভাবিয়া পূর্ব্ব হইল স্মরণ
বালক কালেতে সখা প্রশান্ত নন্দন ৷
অত্যান্ত পীরিতি হইল তাহার সংহতি
পঞ্চাল গেলাম ভাবি পূর্ব্বের পীরিতি ৷
সখা বলি সম্ভাষ করিল দ্রুপদেরে
দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল আমারে
কোথাকার দরিদ্র তুমি আমি নৃপমনি
তোর সঙ্গে সখা কবে আমি নাহি জানি ৷
পুনঃ২ কত বল নিষ্ঠুর বচন
সেবকে বলিল দেহ একটি ভোজন ৷
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়ে তাহার
ক্ষনেক বিলম্ব তথা না করিল আর ৷
ভেদিলেক মর্ম্ম মোর তাহার বচনে
প্রতিজ্ঞা করিল আমি তথির কারণে ৷

এইত প্রতিজ্ঞা আমি করি নিজ চিত্তে
নিকটে করিব তাহা তোমার মন্ত্রাতে ।
তেকারণে আইলাম হস্তিনানগর
কি করিব প্রীতে তাহা কহ নৃপবর ।
ভীষ্ম বলে বড় ভাগ্য আছয়ে আমার
তেকারণে এথায় করিলা আগুসার ।
এই কুরুজাঙ্গল কৌরব অধিকার
রাজ্য অর্থ পরিবার জন আপনার ।
পৌত্রগন সমর্পিয়ে দিল হাতেং
পাণ্ডব কৌরব পঞ্চোত্তর শত পুত্রে ।
পৌত্রগন দিল এই তব বিদ্যমানে
কৃপা করি সভাকারে দিল দিব্য জ্ঞানে ।
এত বলি ভীষ্ম তারে পুজি বহুতর
রহিবারে দিল দিব্য রত্নময় ঘর ।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

তবে দ্রোণাচার্য্য সব কুমারে লইয়া
কহিতে লাগিলে সব একান্তে বসিয়া॥
অস্ত্রবিদ্যা সভার করিব অধ্যায়ন
শিক্ষা কৈলে মোর বাক্য করিবে পালন॥
মোর যেবা বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য
সত্য কর তুমি সব করিবে অবশ্য॥
দ্রোণের বচন শুনি যতেক কৌরব
নিঃশব্দ হৈলা সভে না কৈলা উত্তর॥
অর্জ্জুন বলিল মোর সত্য অঙ্গীকার
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার॥

অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ অন্তর
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক উপর।
একান্তে বলিলা দ্রোণ করি অঙ্গীকার
শিষ্য না করিব কেহ সদৃশ তোমার।
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়ে শিষ্যগণ
অহর্নিশি নানা অস্ত্র কৈল অধ্যয়ন।
অস্ত্র শিক্ষা করে কুরু পাণ্ডব কুমার
রাজ্যে২ গেল দ্রোণ গুরু সমাচার।
যত রাজ পুত্রগণ শিক্ষার কারণ
হস্তীনানগর মধ্যে করিলে গমন।
ঋষিবংশ যদুবংশ অনুভোম আদি
আর যত রাজাগণ সাগর অবধি।
কর্ণ মহাবীর অধি রথের নন্দন
সদাকাল দুর্য্যোধনে অনুগত মন।

সেহ অস্ত্র শিক্ষা করে দ্রোন গুরু স্থানে
হেন মতে বহু শিষ্য করে অধ্যায়নে।
অহর্নিশী শিষ্যগন থাকে নিরন্তরে
বিশেষে পড়াইতে পুত্রে না পায় অবসরে।
কপট করিয়ে দ্রোন শিষ্যগনে বলে
গঙ্গাজল আনিগিয়ে ভরি কমুণ্ডলে।
কমুণ্ডল লয়ে যত রাজপুত্রগন
জল আনিবারে সভে করিল গমন।
একান্তে পাইয়ে দ্রোন পুত্রে শিক্ষা করে
এসব বৃত্তান্ত জ্ঞাত হৈলা পার্থবীরে।
বরুন নাম্যেতে অস্ত্র ধনুকে সাধিয়ে
কমুণ্ডল দিল লৈয়া জলেতে পুরিয়ে।

জল আনিবারে যায় সব শিষ্যগণ
অশ্বত্থামা সহ পার্থ করে অধ্যয়ন।
অহর্নিশী পার্থের নাহিক অবসর
নাহি নিদ্রা শুয় সদা হাতে ধনুশর।
নিরবধি গুরুপদে করয়ে সেবন
কৃতাঞ্জুলি সদা স্তুতি বিনয় বচন।
পার্থের শিলতা দেখি দ্রোন বড় প্রীত
বিশ্ব বিদ্যা অর্জুনেরে দিলা অপ্রমিত।
তবে এক দিন তথা দ্রোন গুরু স্থানে
আইল নিশাদ এক শিক্ষার কারনে।
হিরন্যধনুর পুত্র একলব্য নাম
দ্রোনের চরনে আসি করিল প্রনাম।
জোড়হাত করি বলে বিনয় বচন
অস্ত্র শিক্ষাহেতু আইলাম তোমার সদন।

দ্রোনাচার্য্য বলে তুমিঃ হইস নিচ জাতি
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।
অনেক বিনয় বলে বিসাদ নন্দন
তথাপি তাহারে না করাইল অধ্যায়ন।
দ্রোনাচার্য্য মুখে তবে নিষ্ঠুর শুনিল
দণ্ডবত করিয়ে অরন্যে প্রবেশিল।
নিশাদের বেস তেজি হৈলা ব্রহ্মচারী
জটা বল্ক পরিধান ফল মূলাহারী।
মৃত্তিকার দ্রোন এক করিয়ে রচন
নানা পুষ্প দিয়ে তার করয়ে পুজন।
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুশর
সর্ব্বযন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর।
তবে কত দিনে তবে কৌরব নন্দন
সেই বন গেলা সবে মৃগয়া কারণ।

কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্ববরে
সঙ্গেতে চলিল শতং পরিবারে ।
মৃগয়া সিলেতে শুনি লইয়ে সং-হতি
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি ।
মৃগয়া করনে যত রাজার কোঙর
হেন কালেতে এক পাণ্ডব অনুচর ।
সঙ্গেতে করিয়ে শ্বান জায় পাছে২
উত্তরিলা যথায় নিশাদ পুত্র আছে ।
মৃত্তিকা পথলি আগে করি জোড়কর
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুশর ।
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়ে ব্রহ্মচারী
চারিভিতে বলে তাহা প্রদক্ষিণ করি ।
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিল ধেয়ান
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মাইল সপ্তবান ।

না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা
অলক্ষিতে কুক্কুরের বন্ধিলেক রা।
নিঃশব্দ হইল শ্বান মুখে সপ্তশর
কতক্ষণে গেল সব কুমার গোচর।
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়ে
জিজ্ঞাসিলে অনুচরে বিস্ময় হইয়ে।
এহেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি
বহুবিদ্যা পাইনু হেন বিদ্যা নাহি জানি।
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণে
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন জনে।
অনুচর লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী
দেখিল বসিয়া আছে ধনুশর ধরি।
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন মহাজন
কার স্থানে অস্ত্র বিদ্যা কৈলা অধ্যায়ন।

ব্রহ্মচারী বলে মোর একলব্য নাম
অস্ত্র শিক্ষা করি আমি দ্রোণ গুরু ধাম।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যতেক কুমার
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা হইল অপার।
মৃগায়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ
দ্রোণ স্থানে গিয়া কৈল সব নিবেদন।
কর জোড়ে পার্থ কহে বিরস বদনে
আমারে নিগ্রহ যত জানিল এখনে।
পূর্ব্বে মোরে কোল দিয়া কৈল অঙ্গিকার
তোর সম পৃথ্বীয়ে শিষ্য নাহিক আমার।
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে
এখনে কপট প্রভু করিলে আমারে।
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে
হেন বিদ্যা শিক্ষাইলে নিষাদ কুমারে।

অর্জুনের বোলে দ্রোন হইল বিস্ময়
ক্ষনেকে নিঃশব্দ হৈয়া চিন্তিল হৃদয়।
অর্জুনে বলিল সেই আছে কোন স্থানে
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে।
দ্রোন ধনঞ্জয়ে তথা করিল গমন
দ্রোন দেখি আস্তে ব্যস্তে নিশাদ নন্দন।
দুরে থাকি ভূমে লুটি দণ্ডবত কৈল
করজোড় করিয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল।
মধুর কমল বলে মধুর বচন
আজ্ঞা কর গুরু গোঁসাঞী কোন প্রয়োজন।
দ্রোন বলে শিষ্য যদি হইস আমার
গুরুর দক্ষিনা দেহ নিশাদ কুমার।
এক ভৃত্য বলে প্রভু আমা ভাগ্য বসে
কৃপা করি আপনি আইল এই দেশে।

এ দিব্য সে দিব্য কর নাহিক বিচার
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরুর অধিকার।
যে কিছু মাগিবে প্রভু সকল তোমার
আজ্ঞা কর গোঁসাঞী করিনু অঙ্গিকার।
দ্রোন বলে মোরে যদি সন্তোষ করিবে
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটী দিবে।
তত্ক্ষনে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটি দিল
গুরুর বচন শুনি বিলম্ব না কৈল।
সন্তোষ হইল দ্রোনবীর বীরকুয়
অর্জুন জানিল গুরু আমারে সদয়।
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুই জনে
প্রসংশা করিয়া দেশে করিল গমনে।
তবে কত দিনে দ্রোন বিদ্যা পরক্ষিতে
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষ রাখিল বৃক্ষেতে।

একে২ ডাকিল সকল শিষ্যগন
আগে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন ।
ধনুশর দিলা দ্রোন যুধিষ্ঠির করে
ভাশ দেখাইয়ে দিল বৃক্ষের ওপরে ।
আমা মুখে যেইক্ষনে হইবে বাহির
নিঃশব্দ করিতে কাটি পার পক্ষিশির ।
এত শুনি শর যুড়ি পাণ্ডু নরপতি
ক্ষনেকে ডাকিয়া বলে দ্রোন মহামতি ।
ডাকিয়া বলিল কহ কুন্তির কুমার
কোন২ জনে তুমি পাও দেখিবার ।
ধর্ম্ম বলে ভাশ দেখি বৃক্ষের ওপরে
ভূমিতলে দেখি যত আছে সহোদরে ।
এত শুনি দ্রোন তারে অনেক নিন্দিয়া
ছাড়২ বলি ধনু লইল কাড়িয়া ।

দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর
একে২ সভারে দিলেন ধনুশর।
যেই রূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন
সেই মত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ।
সভাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোনবীর
ধনু লৈয়া ঢেকাযারে করিল বাহির।
ধনুশর দিল গুরু অর্জ্জুনের হাতে
ভাশ দেখাইয়া দিল বৃক্ষের অগ্রেতে।
নির্গত হইবে যদি মোর মুখে বানী
নিঃশব্দ করিতে পার পক্ষশির হানি।
গুরু বাক্য পার্থবীর টানে ধনর্গুন
পক্ষ এক দৃষ্টি করি রহিল অর্জ্জুন।
কতক্ষন থাকি দ্রোন বলিল বচনে
কোন২ জন তুমি দেখহ নয়নে।

অর্জুন বলিল আমি অন্য নাহি দেখি
বৃক্ষ মধ্যে সভে দেখিবারে পাই পাক্ষি।
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুন বলেন বচন
কি রূপ ভাশের অঙ্গ কহ মোর স্থান।
অর্জুন বলিল আর ভাশ নাহি দেখি
কেবল দেখিয়ে মুণ্ড সহ দুই আক্ষি।
দ্রোণ বলে মোর অস্ত্রে কাট পক্ষশির
নিস্কুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর।
দ্রোণাচার্য্য দেখি হইল হরষিত মন
আলিঙ্গিয়া পুনঃপুনঃ করিল চুম্বন।
পুসংশিলা দ্রোণাচার্য্য অর্জুনে বিস্তর
দেখি চমৎকার হইল সকল কোঙর।
তবে এক দিন দ্রোণ গেলা গঙ্গা স্নানে
সঙ্গেতে করিয়া নিল সব শিষ্যগণে।

জলে স্নান করে গুরু শিষ্যগন তটে
আচম্বিতে ধরিল গ্রাহ দশন বিকটে।
মুক্ত হইবার শক্তি ধরয়ে আপনে
ডাক দিয়া বলিল সকল শিষ্যগনে।
কুম্ভির ধরিয়া মোরে লইয়া যায় জলে
এই ডুবাইল মোরে রাখিহ পারিলে।
দ্রোনের বচনে সভে হইল চমৎকার
অস্তে ব্যাস্তে লইয়া যায় অস্ত্র যে যাহার।
দ্রোনের মুখেতে তবে নাহি সরে বানী
অলক্ষিতে পঞ্চবান মারিল ফাল্গুনি।
খণ্ড২ করিল কুম্ভির কলেবর
মরিল কুম্ভির ভাসে জলের উপর।
জল হইতে উঠি দ্রোন ধরিল অর্জুনে
আলিঙ্গন দিয়া শির করিল চুম্বনে।

তুষ্ট হইয়া অস্ত্র দিল নাম ব্রহ্মশির
অস্ত্র দিয়া বলে তবে দ্রোণ মহাবীর।
এই অস্ত্র প্রহারিবে দেবতা রাক্ষসে
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবে মানুষে।
গুরুর দেখিয়ে এত অর্জুনে সম্মান
ক্রোধে দুর্য্যোধন চিত্ত মরণ সমান।
হেন মতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে
ক্রমে২ নানা বিদ্যা কৈল অধ্যয়নে।
যুধিষ্ঠির হৈলা দৃঢ় রথ আরহনে
গদায় কুশল হৈলে ভীম দুর্য্যোধনে।
তুরঙ্গে নকুল হৈলে সহদেব কুন্ত
হেন মতে হৈলে সব এক বিদ্যাবন্ত।
ইন্দ্রের নন্দন ইন্দ্র অনুজ সমান
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইলে বাখান।

রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাষ
ধনু খড়্গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান ॥

সর্ব্বশিষ্যগন যবে হইল প্রখর
দ্রোনাচার্য্য গেলা যথা অন্ধ নৃপবর।
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রিগনে
সভা মধ্যে কহে ভরদ্বাজের নন্দনে।
বিদ্যায় পারগ হৈলে সকল কুমার
সাক্ষাতে পরিক্ষা কর বিদ্যা সভাকার।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন
বিদুরে ডাকিয়ে আজ্ঞা কৈল ততক্ষন।

রঙ্গভুমি সর্ব্বাদি করহ শীঘ্রগতি
যেই রূপে আচার্য্য কহেন মহামতি।
রাজআজ্ঞা পাইয়ে বিদুর ততক্ষনে
আদেশ করিল যত অনুচরগনে।
একখান পুস্পক্ষেত্র চৌদিগে শোসর
রঙ্গভুমি বিরচিল তাহার ভিতর।
চতুর্দ্দিগে নির্ম্মাইল শুভ্র গৃহগন
নানা রত্নে গৃহ সব করিল মগুন।
রাজাগন বসিবারে তথির উপর
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা থুইল বিস্তর।
রাজনারীগন হেতু কৈল ভিন্নস্থল
জলহেতু মঞ্চ করিল বহুতর।
হেনমতে রঙ্গভুমি করিয়ে নির্ম্মান
বিদুর জানাইল গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র স্থান।

শুভদিন করিয়ে চলিল সর্ব্বজন
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট গান্ধারি নন্দন ।
বাহ্লিক চলিলা সহ পুত্র সোমদত্ত
আর যত রাজাগন আইলে শতং ।
গান্ধারী সুবল সুতা কুন্তিআদি করি
তাহার সহিত যত অন্তপুর নারী ।
রথ গজ অশ্বপিঠে মঞ্চের উপরে
লক্ষপুর করিয়ে রহিলে দেখিবারে ।
নানা বাদ্যবাজে শব্দে কর্ণে লাগে তালি
পুলয়কালেতে যেন সিন্ধুর সকলি ।
হেনকালে আইলা আচার্য্য মহাশয়
তারা মধ্যে হৈল যেন চন্দ্রের উদয় ।
শুক্লবাশ শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প মালে
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে ।

পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইলে সভামাঝে
আজ্ঞা কৈল আসিবারে পাণ্ডুর অঙ্গজে ॥
সভা মধ্যে প্রবেশ হইলে যুধিষ্ঠির
বিকচ পঙ্কজ মুখ নির্ম্মল শরীর ॥
টঙ্কারীয়েধনুর্গুণ সন্দি দিব্য শর
মহা শব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করিল সৃজন
বায়ব্য অনলাদি বহু অস্ত্রগণ ॥
ধন্য২ করি সভে করিল বাখান
সভে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে রহাইয়ে গুরু দ্রোণ
আজ্ঞা কৈল আসিবারে ভীম দুর্য্যোধন ॥

গদা হাতে করিয়ে আইলে দুই বীর
মল্লবেশ রঙ্গমাটি ভূষিত শরীর ।
মাথায় মুকুট পরিধান বীর ধড়া
দুইভীতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া ।
গদা হাতে করি দোহে করিয়ে মণ্ডলি
দোঁহার হুঙ্কার শব্দ কর্ণে লাগে তালি ।
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে যড়াঘড়ি
চরণে২ মুণ্ডে২ তাড়াতাড়ি ।
দোঁহার দেখিয়ে কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর
অন্যঅন্যে বোলাবুলি সভার ভিতর ।
কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর
কেহ বলে ভীম হৈতে শ্রেষ্ঠ কুরুবর ।
হেন মতে দুই পক্ষ হইল সভায়
ওঠিল প্রলয় শব্দ কথায়২ ।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ যাত্রা
তিন জনে বিদুরে কহেন সব কথা ।
লোকের বুঝিয়ে শব্দ আচার্য্য আনিল
ভীম দুর্য্যোধনে রহাইতে আজ্ঞা দিল ।
মধ্যে গিয়ে দাঁড়াইল গুরুর নন্দন
নিবৃত্তি করিলা দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন ।
তবে আজ্ঞা হৈল গুরু অর্জ্জুনে আসিতে ।
আইলেন অর্জ্জুন বীর ধনুর্শর হাতে ।
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ
পূর্ণ শশধর মুখ রাজীব লোচন ।
দেখিয়ে মোহিত হৈলা যত সভাজন
কেহ বলে আইল এই কুন্তির নন্দন ।
কেহ বলে পাণ্ডু পুত্র পাণ্ডব মধ্যম
কেহ বলে কুরু শ্রেষ্ঠ রিপুগণ যম

ধর্ম্মাধর্ম্ম শীল সাধু সর্ব্ব লোকে বলে
ইহা সম বীর্য্যবান নাহি ভূমণ্ডলে।
এই মত বোলাবুলি সভাতেং
ধন্যং বলি শব্দ হৈল অচম্বিতে।
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে জিজ্ঞাশিল
কি হেতু এমত শব্দ সভা মধ্যে হৈল।
বিদুর বলেন রাজা আইলা অর্জুন
লোকেতে বোলাবুলি প্রসংশে তার গুন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রসংসিলাত বিস্তর
কুরুবংশে ভাগ্য মোর এমত কুমার।
ধন্য কুন্তি এমত পুত্র গর্ব্ভে জন্মাইল
যাহার মহিমা যশ সভাতে পুরিল।
কুন্তিদেবী শুনি আনন্দিত হৈলে মন
স্তনযুগে শ্রবে দুগ্ধ সজল নয়ন।

তবে পার্থ মহাবীর সভা মধ্যে গিয়ে।
সন্ধাতে পূরিল শব্দ ধনু টঙ্কারিয়ে॥
মারিলে অনল অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি পরশিল গিয়া গগন মণ্ডল॥
দেখিয়ে সকল লোক হৈল মহাভয়।
চতুর্দ্দিগে দেখে সব হইল অগ্নিময়॥
যুড়িয়া বরুন বাণ কুন্তির নন্দন।
নিবৃত্তিল অগ্নি বৃষ্টি বরিষে গগন॥
বায়ু অস্ত্রে নিবারিল জল বরিষণ।
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু কৈল নিবারণ॥
সাধিয়ে পর্ব্বত অস্ত্রে কৈল গিরিবর।
পর্ব্বত করিল চুর্ন মারি বজ্রশর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মান করিল ভূমণ্ডল
সিন্ধু অস্ত্রে পূর্ন কৈল জলেতে সকল॥

অন্তর্দ্ধ্যান অস্ত্র করি বীর হৈলা লুকি
কোথায় আছয়ে পার্থ কেহ নাহি দেখি ॥
কভু রথে যায় বীর কভু ভূমি পরে
বাদিয়ার বাজি যেন নানা বিদ্যা করে ॥
হেন মতে বহু বিদ্যা কৈল ধনঞ্জয়
ধন্য২ বলি শব্দ হৈল সভাময় ।
নিবৃত্তিয়া সব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন
বাহুস্ফোট কৈল যেন বজ্রের নিস্বন ।
সেই শব্দে সভায় কর্ণেতে লাগে তালি
গুরু আগে দাঁড়াইল করি কৃতাঞ্জলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃতার্ণবে
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে ॥

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান
রণভূমি মধ্যে কর্ণ করিল পয়ান ।
সাত কৌস্তুভ স্বর্ণ যিনি অঙ্গের বরণ
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ নয়ন ।
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দীপ্ত দিনকর
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর ।
দুইদিগে দুই তুন বান্ধে বীরে ধনু
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু ।
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে
বালকের ক্রীড়া প্রায় লাগে লোক মনে ।
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবে না জানি নির্ণয়
অচম্বিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয় ।

দেখিবারতরে লোক করে হুড়াহুড়ি
ঠেলাঠেলি একের ওপরে আর পড়ি।
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্যের নন্দন
অর্জুনে চাহিয়ে বলে করিয়ে গর্জ্জন।
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর।
মোর বিদ্যা দেখি তুমি হইবে বিস্ময়
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়।
এত শুনি সর্ব্বলোক বিস্ময় বদন
দুর্য্যোধন শুনি হৈলে আনন্দিত মন।
বিরস বদন হৈলে বীর ধনঞ্জয়
এত শুনি আজ্ঞা দিল দ্রোণ মহাশয়।
কোন বিদ্যা জানিস সভার আগে কহ
শুনি কর্ণ মহাবীর হইলা সন্দেহ।

করিল বিবিধ অস্ত্র লোকে অগোচর
যত কিছু করেছিল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দেখিয়া যতেক লোক বিস্ময় জন্মিল
দুর্য্যোধন দেখি চিত্তে মহাহৃষ্ট হৈল।
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন।
ধন্য২ বীর তুমি ছিলা কোন দেশে
এথাকারে আইলা তুমি মোর ভাগ্যবসে।
ক্ষিতি মধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার
আজি হৈতে দিল আমি সকল তোমার।
কর্ণ বলে সত্য আমি কৈল অঙ্গিকার
আজি হৈতে দাস আমি হৈলাম তোমার।
কেবল আছয়ে মোর এক নিবেদন
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ।

এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পয়ে শরীর।
অর্জুনে বলিল তোরে কে ডাকিল এথা
কেবা বলে তোমারে সভাতে কহ কথা।
অনাহুত করি দ্বন্দ্ব আসিস সভায়
ইহার উচিত ফল পাবি মোর ঠাঁয়।
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচনে
আপনি যাইসে যেই বিনা অহ্বানে।
ঘোর নরকেতে গতি পাপির হেন জনে
সেই গতি মোর ঠাঞি পাইবে এখনে।
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর
সভাতে সকল লোক যিনি অস্ত্রবীর।
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা।

হীনলোক প্রায় কেন দুষ্ঠ গালাগালি
অস্ত্রেং দ্বন্দ কর তবে জানি বলী।
মোর সঙ্গে রনে জিন তবে জান বীর
দ্রোন গুরু আগেতে কাটিব তোর শির।
এতেক শুনিয়া দ্রোনের কম্পয়ে নয়ন
আজ্ঞা দিল অর্জুনের কর গিয়া রন।
এত শুনি সুসজ্জ হইল বনঞ্জয়
বনুর্গুন টংকারিয়া করে আস্ফালয়।
সাপক্ষ হইল পিছে চারি সহোদর
কৃপাচার্য্য দ্রোনাচার্য্য গঙ্গার কুমার।
আগু হইল কর্নবীর হাতে বনুশর
সাপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর।
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষং
কেহ পাণ্ডবের প্রতি কেহ কুরু পক্ষ।

পুত্রস্নেহে গগনে আইল পুরন্দর
অর্জুনে করিল ছায়া যত জলধর ।
কর্ণভিতে যত তাপ বাড়িল তপন
সুসজ্জ হইল সভে করিবারে রন ।
সকুন্তল বীর কর্ণ দেখি বিদ্যমানে
কুন্তিদেবী জানিলেন আপন নন্দনে ।
স্বপুত্রের বিবাদ দেখিয়া কুন্তিদেবী
ঘন ঘন মুর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি ।
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া
সবর্ব লোক শুনে কহে কুন্তিরে চাহিয়া ।
এই পার্থবীর হয় পৃথার নন্দন
কুরু মহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন ।
তোমার সহিত আজি করিবে সমর
তুমি কহ কোন বংশ কাহার কুমার ।

জাত হৈলে দোঁহাকারে করাইব রণ
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন।
রাজপুত্র ইত্যাদি লোকেতে যুদ্ধ নহে
নাহি অভিমান সমজয় পরাজয়ে।
কৃপের এতেক কর্ণ শুনিয়া বচন
হেট মুণ্ড হৈল বীর বিরস বদন।
না দিল ওত্তর কিছু কর্ণ মহাবল
বৃষ্টি হৈলে ছন্ন যেন কমলের দল।
কৃপেরে চাহিয়ে বলে রাজা দুর্য্যোধন
ত্রিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন।
সহজে বংশজ আর লোকে যারে পূজে
সভা হৈতে যেই জন সুরবন্ত তেজে।
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেক রণ
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন।

অঙ্গ দেশে কর্ণে আজি কৈল দণ্ডধর
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর।
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে
বসাইল কর্ণ বীরে কনক আসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র রতনে মণ্ডিত
রাজাগণে চামর ঢুলায় চারি ভীত।
কনক অঙ্গুলি সব ফেলিল নিছিয়া
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ চাহে বিস্ময় হইয়া।
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন
দুর্য্যোধনে চাহি বলে হৈয়া হৃষ্ট মন।
অঙ্গ দেশে তুমি মোরে দিলা অধিকার
আজ্ঞা কর প্রিয় কিবা করিব তোমার।
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন
তোমার সহিতে সখ্য হইবারে মন।

অচল পিরিতি ইচ্ছা তোমার সহিত
এই মোর বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি যিত।
কর্ন বলে সখা মোর সুদৃঢ় বচন
পরম পীরিতি দোঁহে কৈল আলিঙ্গন।
হেন কালে অধিরথ যাজিতে সারথী
লোক মুখে শুনি পুত্র হৈল নরপতি।
বয়েসে অত্যন্ত সেই চলে অষ্টি ভরে
থরিতে পড়িতে বুড়া ধায় দেখিবারে।
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ
সভা মধ্যে প্রবেশ হইল অধিরথ।
অধিরথ দেখি কর্ন অস্তে ব্যস্তে উঠি
প্রনাম করিল শির ভূমি তলে লুটি।
কর্ন প্রনমিল অধিরথের চরন
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব সভা জন।

পাণ্ডব জানিল কর্ণ সূতের নন্দন
এতক্ষণ নাহি জানি এত বিবরণ।
অর্জুন সহিত রণ তুমি যোগ্য যন্ত
এখনে সে জানিলাম তব আদিঅন্ত।
সভাতে সদ্বয় কার্য্য কর জাতি মত
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি চালাগিয়া রথ।
আরে নরাধম তোর কে মত যোগ্যতা
অঙ্গদেশে রাজা হও অদ্ভুত কথা।
যজ্ঞের নিকটে যদি শুনি কভু যায়
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায়।
ভীম মুখে শুনি কর্ণ কাঁপয়ে অধীর
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিন কর।
এত শুনি মহাক্রোধ হৈল দুর্য্যোধন
আগু হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন।

আমি মৈত্র কৈনু কর্ণে সভার ভিতর
এ কথা কহিতে যোগ্য তোরে বৃকোদর ॥
জ্যেষ্ঠ বলি ক্ষাত্র মধ্যে বলিষ্ঠ যে জন
সুরবন্ত নদীরন্ত পায় কোন জন ॥
জল হৈতে শীতল নাহিক ত্রিভুবনে
তাহাতে জন্মিল অগ্নি দহে ত্রিভুবনে ॥
দধিচির হাড়েতে বর হৈল জন্ম
দ্বিতীয় দনুজ দলে করে সুরকর্ম্ম ॥
কার্ত্তিকের জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ সে আগুনে ॥
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সভাকার ॥

বিপ্র হৈতে ক্ষেত্রি জন্ম সর্ব্বকাল জানি
ক্ষেত্র হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ।
কলসে জন্মিল দ্রোন কৃপের বলে
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র কেবা নাহি জানে ।
তোমা সভার জনম জানিয়ে ভাল মতে
তুমি নিন্দা কর মৈত্রে আমার অগ্রেতে ।
কর্ন্নেরে কেমত বলি লয় তোর মনে
ক্ষিতি মধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষনে ।
সুগিণ্ডল কবচ যাহার কলেবর
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর ।
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ন্ন সম দিবাকরে
ব্যাঘ্র কভু জন্ম হয় মৃগীর ওদরে ।
সকল পৃথিবী সোভে কর্ন্নে অধিকার
কর্ন্ন রাজা হৈতে অঙ্গদেশ কোন ছার ।

কর্ণ বাহু বির্য্যে সভে করিবেক পুজা
আমা সহ অনুগত হবে সর্ব্ব রাজা।
এতেক কহিল সভা মধ্যে দুর্য্যোধন
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন।
কেহ বলে ভেদাভেদ হইল ভ্রাতৃগন
কেহ বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারন।
কেহ বলে কুরুকুল আজি হৈল অস্ত
কেহ বলে ক্ষত্রিকুল মজিল সমস্ত।
অস্ত গেল দিনকর রজনি প্রবেশ
রাজাগন চলি গেল যার যেই দেশ।
কর্ণ হস্তে ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন
যোগান চলিল ভাই একশত জন।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলিল নিজ স্থান
পরিবার সহ গৃহে গেল বিজবান।

হরষিত কুন্তিদেবী জানিয়া কারণ
অঙ্গদেশে রাজা হৈল তাহার নন্দন।
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয়
অনুবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয়।
তেজিল অর্জ্জুন ভয় কর্ণেরে পাইয়া
যুধিষ্ঠির ভয় হৈল কর্ণেরে দেখিয়া।
কর্ণ সম বীর নাহি আর যে সংসারে
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের শরীরে।
আদি পর্ব্ব ভারত ব্যাসে বিরচিত
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গিত।

কত দিনে দ্রোণ সব শিষ্যগণ স্থানে
দক্ষিণা আমারে দেহ বলে সর্ব্ব জনে।

দ্রোনাচার্য্য বলে শুন বীর্য্য দুর্য্যোধন
রত্নআদি ধনে মোর নাহি প্রয়োজন।
পঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ নৃপবরে
রন মধ্যে ধরিয়া আনিয়া দেহ মোরে।
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তির নন্দন
পূর্ব্বে সত্য করিল না করিতে অধ্যায়ন।
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন
আমার দক্ষিনা এই শুন শিষ্যগন।
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন
সৈন্যগন সাজিতে বলিল ততক্ষন।
রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল
সাজং বলি ধ্বনি হইল তমুল।
সৈন্যগন সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয় হৃদয়।

জোড়হাতে যুধিষ্ঠিরে কৈল নিবেদন
ভৃত্যি তথাকারে যাবা কিসের কারন ।
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধিন
মোর অন্তে পাঠাইহ কোন২ জন ।
এতেক বলিয়া পার্থ হইল সত্তর
ক্ষনেক প্রবেশ কৈল পঞ্চাল নগর ।
দ্রুপদ পাইল অর্জুনের সমাচার
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার ।
চিন্তিত দ্রুপদ চিত্ত না জানি কারন
অর্জুন আইল হেথা কোন প্রয়োজন ।
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জুন গোচর
মন্ত্রী বলে অর্জুনে করিয়া জোড়কর ।
কহ কুরুবর আইলা কোন প্রয়োজন
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন।

রাজার মন্দিরে চল লহ রাজ পূজা
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা ।
অর্জ্জুন বলিল সব পাইল বেহার
রাজারে জানাহ এই সংবাদ আমার ।
অতীথের যত পূজা সব পাইল আমি
কেবল আমারে আজি যুদ্ধ দেহ তুমি ।
স্বসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামে স্থলে
নহিলে অরিষ্ট বড় হইবে পশ্চাতে ।
কহিলেক মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর ।
ক্ষত্রি হইয়া হেন বাক্য সহে কার প্রাণে
চতুরঙ্গ দলে বাহির আইল ততক্ষণে ।
অশ্ব গজ রথ পদাতি না যায় গণন
স্বসৈন্যে বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দন ।

বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্কি হৃদয়
নানা অস্ত্র বরিষন করে সৈন্যচয়।
অস্ত্র বরিষন দেখি ওঠিল অর্জুন
আকর্ন পুরিয়া টঙ্কারিল ধনুর্গুন।
দ্রোনের চরন সেবি এড়ে দিব্য শর
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর।
আষাঢ় শ্রাবনে যেন নবজলধর
বিষ্টি ধারা পড়ে যেন সৈন্যের উপর।
রথি কাটাগেল যদি পলায় সারথি
দশন কাটিল পলাইয়ে যায় হাতি।
পলায় তুরঙ্গ কাটাগেল আসোয়ার
পদাতি পলায় হাত কাটাগেল যার।
পলাইল যত জন পাইল সে প্রান
আর যত সৈন্য রনে পাইল সমাধান।

হত সৈন্য হইল পলায় নরপতি
পাছু থাকি ডাকি বলে পার্থ মহামতি।
নির্ভয় হইয়ে রাজা রাহত দ্রুপদ
আমার সদনে তোর নাহিক আপদ।
প্রাণ ভয় পাইয়ে যেই ভঙ্গদেয় রণে
নিশ্চয় লইব ধরি না যায় মণ্ডনে।
রাহড়িনা নরপতি অর্জুন বচনে
হইল দারুন যুদ্ধ দ্রুপদ অর্জুনে।
মন্ত্র পড়ি দিব্য অস্ত্র এড়িলা অর্জুন
ততক্ষনে কাটিলা সহিত ধনুর্গুন।
ধনু কাটাগেল রাজা দ্রুপদ চিন্তিতে
রথে চড়ি রাজার ধরিল দুই হাতে।
নিজ রথে চড়াইয়ে করিল গমন
হেন কালে পার্থ ভেট রাজা দুর্যোধন।

চতুরঙ্গ দলে আইসে কৌরব ঈশ্বর
দ্রুপদ দেখিল পার্থ রথের উপর ।
দুর্যোধন বলে পার্থ নহিলে শোভন
গুরু আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন ।
এত বলি আপনে উঠিল দুর্যোধন
হস্তপদ দ্রুপদের করিলে বন্ধন ।
রথে চালাইয়ে লৈল করে কেশ ধরি
সেইমতে উত্তরিলা দ্রোন বরাবরি ।
ফেলাইলে দ্রুপদেরে দ্রোনের চরনে
দ্রুপদ দেখিয়ে দ্রোন বলিলে বচনে ।
হেরে দ্রুপদ তোর সৈন্য গেল কোথা
কোথা তোর পুত্রগন নবদণ্ড ছাতা ।
পুনরপি হাসিয়া বলিলে গুরু দ্রোন
স্থির হও ভয় নাই আমার সদন ।

জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণে মাত্র ক্রোধি
বিশেষ বালক সখা চিত্তে গুণরোধি।
পূর্ব্বের বচন সখা হয় স্মরণ
সেবকে বলি না দিতে একটি ভোজন।
এখনেতে সমান হইল দুইজন
এবে সখা বলিবে কি আমারে রাজন।
পূর্ব্বে বাল্যকালে তুমি কৈলে অঙ্গিকার
আমি রাজা হৈলে তোমা অর্দ্ধ অধিকার।
পালিতে নারিলে তুমি আপন বচন
এবে সব রাজা হইল আমার শাসন।
তুমি না পালিলে আমি চাহি পালিবারে
পঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে।
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কর অধিকার
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার।

অদ্ধঅর্দ্ধ রাজা দোঁহে হইলা সমান
পুনঃ সখা হৈতে ইচ্ছা কর যদি বান॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর
পরম মহন্ত তুমি জগত ভিতর।
যে আজ্ঞা করিলে হৈল স্বীকার আমার
অনুগ্রহি সখা আমি হইলাম তোমার॥
বাক্য শুনি ঘুচাইল দ্রুপদ বন্ধন
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন।
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষমা নাহি মনে
দেশে নাহি গেল রাজা অতি অভিমানে॥
কাম্পাল্ল নগরে বৈসে ভাগিরথী তীরে
তথায় রহিলে দুঃখ ভাবিয়ে অন্তরে।
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়
কুরু বল আদি শিষ্য যাহার সহায়।

যনেতে নহিব শক্তি দ্রোনের সংহতি
এই মনে চিন্তা সদা দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুষ্ট মতি দুর্য্যোধন
সভাতে লইল যোরে করিয়া বন্ধন।
দ্রোন দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিমন্ত্রণ।
দ্বিজ বল মন্ত্র জিনি নাহিক উপায়
এই ভাবি যজ্ঞ করে পঞ্চালের রায়।
অর্দ্ধেক পঞ্চাল ভাগিরথীর দক্ষিণে
তাহা অধিকারি হৈল দ্রুপদ রাজনে।
ইন্দ্রতা নামে ভূমি গাঙ্গার উত্তরে
অর্দ্ধেক পঞ্চালে দ্রোন হইলে ঈশ্বরে।

মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান
তদন্তরে শুন পিতামহের উপাক্ষান।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান
যুবরাজ অভিষেক কৈল অনুমান।
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তি পুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রীয় ধর্ম্মশীল বীর।
যুধিষ্ঠির অভিষেক কৈল যুবরাজ
পাইল পরম প্রীত সকল সমাজ।
যুধিষ্ঠিরশীলতায় সভে হৈল বস
পৃথিবী হইল পুন ধর্ম্ম পুত্র যশ।
ভীমার্জুন দুই ভাই রাজ আজ্ঞা পায়ে
চতুর্দ্দিগে রাজাগন বেড়ায় শাসিয়ে।
জিনিল অনেক দেশ কত লব নাম
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম।

উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ননিধি।
কুরুকুল ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই সব বস কৈল।
নানা রত্নে কৈল পূর্ণ হস্তিনানগর
পৃথিবী পূরিল যশে দুই সহোদর।
সহদেব হৈল মন্ত্রি অতুলভুবনে
সর্ব্বজ্ঞাতা হৈলা দেব গুরু অধ্যায়নে।
নকুল দুজয় যোদ্ধা সর্ব্বগুনে বীর
কৌরব কুমার মধ্যে দুর্জয় শরীর।
পাণ্ডবের প্রসংশা করয়ে সর্ব্বজন
ধীনাহ বলি ক্ষিতি হইল ঘোষন।
কুরুবংশে কুলক্রমে যত রাজাগন
পাণ্ডব সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন।

দিনেং বাড়ে তেজ শুক্লপক্ষ শশি
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশী ।
ধৃতরাষ্ট্র দেখিয়া হইল চুর্ণমতি
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতিং ।
বিধির লিখন কর্ম্ম কে খণ্ডাতে পারে
সংশয় হইল চিন্তা অন্ধ নরবরে ।
মোর পুত্রগণ গুন কেহ নাহি বলে
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল স্থয়গুলে ।
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ
শয়নে নাহিক নিদ্রা নারুচে ভোজন ।
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রি জাতিতে ব্রাহ্মণ
কণিকে ডাকিয়ে আনাইল ততক্ষণ ।
একান্তে কণিকে আনি নৃপতি বলিল
পরম বিশ্বাস তেঁই তোমা আনাইল ।

দিবানিশী আমার হৃদয় নাহি সুখ
তোমার মন্ত্রনা বলে খণ্ডিবে মোর দুঃখ ॥
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে দিনেং
চিত্তে স্থির নহে মোর ইহার কারনে ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্ত নরবর
কলিঙ্গ শুনিয়ে তবে করিল উত্তর ॥
আমার বচন যদি রাখ নরবর
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবে বিস্তর ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি দেহত বিচার
মোর দৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
কলিঙ্গ বলিল রাজা শুন রাজনিত
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত ॥

স্বার্থ না থাকিলে তবু সাধিবেক দণ্ড
আত্মবস করিবেক সব রাজ্যখণ্ড।
আত্ম ছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে
রিপু ছিদ্র পাই প্রহরিবে ততক্ষনে।
সময় বুঝিয়ে রাজা করিবেক কর্ম্ম
ক্ষনে লুকি বাহিরায় যেনমত কুর্ম্ম।
দুর্জন দেখিয়ে শত্রু দয়া নাহি করি।
শরন লইলে তবু না রাখিব বৈরি।
বালক দেখিয়ে শত্রু না করিবে ত্রান
ব্যাধি অগ্নি রিপু জলে একই সমান।
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়
অপমান বহু ক্লেশ সহিবে হৃদয়।
সদাই থাকিব তাঁরে কান্ধেতে করিয়া
সময় পাইলে মারি ভুমে আছাড়িয়া।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি
বনেতে শৃগাল বৈশে জ্ঞাত শাস্ত্রনিতি ।
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মুষিক শৃগাল
পঞ্চজন সখ্যা বনে আছে চিরকাল ।
একদিন দুঃখপতি দেখিয়ে হরিণ
অতিশয় মাংস তায় আছয়ে প্রবীণ ।
শৃগাল দেখিয়ে মৃগ মৃগের ঈশ্বরে
যত্ন করি সিংহ তাহা নারে ধরিবারে ।
শৃগাল বলিল তবে শুন সখ্যাগণ
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন ।
বলেতে সামর্থ কেহ নহিবে তাহার
মুষিক হইতে তারে করিব সংহার ।
শ্রান্ত আছে হরিণ শুইবে কোন স্থানে
হিরে২ মুষা তুমি করহ গমনে ।

দূরে থাকি যাবে তথা করিয়ে সুড়ঙ্গ
নিঃশব্দে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ।
সুড়ঙ্গ ঢুকরে তার চরণ যথায়
কাটিবে পদের শির করিয়া উপায়।
পদশির কাটাগেলে অশক্ত হইব
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিব।
এত শুনি সন্মত হইল সর্ব্বজন
যে বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ।
কাটাগেল পদশির মুষিক দংশনে
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে।
হরিণ পড়িল সভে হরিষ বিধান
শৃগাল আপন চিত্তে কৈল অনুমান।
বুদ্ধি বলে হরিণ করিল আমি যত
সিংহ ব্যাঘ্র খাইলে মাংস আমি পাব কত।

সকল খাইতে মাংস উপায় করিব
সুযত্ন করিলে পাছে যে হয় হইব।
হেন কালে শৃগাল করিয়া জোড় করে
নীত বুঝাইয়া কহে সভার গোচরে।
দেখ দৈব যোগে আজি পড়িল হরিণ
মাংস শ্রাদ্ধ করি আজি পিতৃলোক দিন।
স্নান করি শুচি হৈয়া সভে আইসে গিয়া
ততক্ষন মৃগ আজি রাখিব জাগিয়া।
বুদ্ধিমন্ত শৃগালে সভে যুক্তি দিলে
ততক্ষনে গেল সভে স্নান করিবারে।
সভা হৈতে জ্যেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে
গিয়া স্নান করি আইল চক্ষুর নিমিষে।
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁট মুখে।

সিংহ বলে সখা কেনে বিরস বদন
স্নান করি আইস মাংস করিব ভক্ষন ।
শৃগাল কহিল সখা কি কহিব কথা
মুষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা ।
যখনে আপনে গেলে স্নান করিবারে
কুবচন বলে যে কহিতে লজ্জা করে ।
মহাবলি সিংহ বলি বলে সর্ব্বজন
আমি মাইল মৃগ তাহা করিবে ভক্ষন ।
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কার প্রানে
কোন ছার মুষ হেন বলয়ে বচনে ।
না খাইব মাংস আমি খাওক আপনি
নিজ বীর্য্য বলে মৃগ ধরিব এখনি ।
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব
আপন আর্জ্জিত হৈতে শচ্ছন্দে খাইব ।

এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল তথানে।
অস্তে ব্যস্তে কহে শিবা কহ প্রাণ সখা
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা।
অত্যন্ত তোমারে ক্রোধ হইয়াছে তাঁহার
নাহি জানি কি কহিলে কিবা সমাচার।
এখানে গেলেন তেঁহো তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তেঁহো না বলিহ তারে।
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে।
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন।
নাহি জানি কোন দোষ করিল তাহারে
ক্রোধ হৈয়াছেন পাছে না বুঝি আমারে।

এথায় থাকিলে হবে দেখিয়ে প্রমাদ
স্থান তেয়াগিয়া যাব কি কায বিবাদ।
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে
কতক্ষণে মুষিক আইল সেই স্থানে।
মুষিক দেখিয়া শিবা জুড়িল ক্রন্দন
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন।
সখা হেন নকুল তার হৈল কুমতি
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি।
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হৈল তার দেখা
যুদ্ধে হারি তার সঙ্গে হৈল তার সখা।
স্নান করি এখানে আইল দুই জনে
সর্প্পেরে না দিল মাংস করিতে ভক্ষণে।
পঞ্চজন মিলিয়া মারিল মো । মৃগী
এখন আনিল নকুল আর ভাগ।

সমান না পাইল ভাগ নকুল কুপিল
তোমারে ধরিয়া যাইতে নকুল বলিল।
দুই জন মেলি গেল তোমা খুজিবারে
এথা আইলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে।
এত শুনি মুষিকের ওড়িল পরান
অতি শীঘ্র পালাইয়া গেল অন্য স্থান।
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনিত
নকুল শৃগালে দেখে যহা ক্রোধচিত।
সিংহ হৈয়া তিন জন করিল সমর
যুদ্ধেতে হারিয়া মোরে গেল বনান্তর।
তোর শক্তি থাকিলে আসিয়া কর রন
নহিলে পালাহ তুমি লইয়া জীবন।
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান।

হেন মতে চারি বুদ্ধি চারি জনে কৈল
বুদ্ধে সভা জিনি মৃগী আপনি পাইল।
কলিঙ্গ বলিল রাজা কর অবধানে
এমত করিলে রাজা পুত্রগণ জিনি।
বলিষ্ঠ যুদ্ধেতে যিনি অনুমান বলে
লঘু জনে হীন দিয়া মারিবেক জলে।
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িব
বিশ্বাস করিয়া রাজা শত্রুরে মারিব।
জানিব যে শত্রু মোর প্রাণের বৈরি
দিব্য করি আনাইয়া তথাপিহ মারি।
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মার শত্রু সব
নাহিক ইহাতে পাপ কহিল ভার্গব।
শত্রুরে পালন করি করিয়া বিশ্বাস
পাচরি জন্মিলে যেন গর্ভরি বিনাশ।

এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়
এখনে না কৈলে রাজা দুঃখ পাবে রায়।
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নরবর।
পুন্য কথা ভারথের শুনিলে পবিত্র
কাশীদাস দেবে কহে অদ্ভুত চরিত্র।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখি সর্ব্বজন
স্থানেং বিচার করায় প্রজাগন।
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর
পুত্র ভাবে দেখে রাজা যতেক কিঙ্কর।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সব থাকি সুখে
রাজার নন্দন রাজা সম্ভবে তাহাকে।

ভীষ্ম রাজা না হইল সত্যের কারণ
ধৃতরাষ্ট্র না পাইল অন্ধ দ্বিনয়ন।
পূর্ব্বেতে হইল রাজা পাণ্ডু মহাশয়
বিধিমত আছে রাজ পুত্র রাজা হয়।
বিশেষে রাজার যোগ্য হয় যুধিষ্ঠির
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি গভীর।
চলহ যাইয়ে পূজা আজিয়ে যত্নেক
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক।
হাটবাট নগরে চাতরে এই কথা
দুর্য্যোধনে শুনিয়া অন্তরে বড় ব্যথা।
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর
দেখিলা জনক বসিয়াছে একেশ্বর।
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন
অবধান শুন রাজা বলে পুরজন।

অবিজ্ঞায় তোমারে করিল অনাদর
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তির কুমার ।
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজ যোগ্য নয়
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর সে রাজতনয় ।
এই মতে বিচার করয়ে সর্ব্ব জন
রাজ পুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ।
তাহার নন্দন হইলে সেহ হবে রাজা
আমা সভাকারে আর না গনিবে পুজা ।
অকারনে জন্ম এইপর পৃথ্বী জীবি
অকারনে জন্ম মোর হইল পৃথিবী ।
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন
হৃদয়ে বাজিল সেল চিন্তিত রাজন ।
কি করিব কি হইব চিন্তে মনেমনে
হেন কালে আইল তথা দুষ্ট মন্ত্রিগনে ।

দুশ্শাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি
বিচারিয়া কয় কথা অন্ধরাজ প্রতি।
পাণ্ডবের ভয় রাজা তবে দূর যায়
বাহির করিয়া দেহ করিয়া উপায়।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকার নন্দন
কে মতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ।
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা
সেবকের প্রায় হৈয়া করিত মোর পূজা।
নামমাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যেই পায়।
মোর আজ্ঞাবর্ত্তি হইয়া থাকে অনুক্ষণ
ভাই হইয়া কার ভাই নহিব এমন।
তাহার অধিক হইল তার পুত্রগণ
আজ্ঞাবর্ত্তি হৈয়া মোর থাকে অনুক্ষণ।

ইষ্টদেব প্রায় মোরে সেবে যুধিষ্ঠির
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির।
বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর
তার অনুগত যত আছয়ে কিঙ্কর।
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সভারে
কোন শক্তি হয় বলাৎকার করিবারে।
দুর্য্যোধনে বলে যাহা করিলে প্রমাণ
পূর্ব্বেতে জানিয়া আমি করিল বিধান।
যতরথি মহারথি আছে ভ্রাতৃগণ
সবারি করিয়া বস দিয়া বহু ধন।
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার
নিশ্চয় বুঝিয়া কর্ম্ম কর আপনার।
নগর বারুনা বন্ধ দেশের বাহির
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা যাওক যুধিষ্ঠির।

এথা আমি নিজ রাজ্যে সব বস কৈলে
এথাতে আসিবে পুনঃ কত দিন গেলে।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কৈলে যে বিচার
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার।
পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি
গুপ্তে রাখি থাকি লোকাচার ভয় করি।
ভীষ্ম দ্রোন কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত.
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত।
এ চার জনার যদি নহিব স্বীকার
কার্য্য সিদ্ধি হইবেক কেমন প্রকার।
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন।
অশ্বথামা গুরুপুত্র মোর অনুগত
দ্রোন কৃপ সহ অশ্বথামার সম্মত।

বিদূরে সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে ।
তুমিত চিন্তহ পিতা ইহার উপায়
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমায় ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি বলাৎকার
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার ।
কেমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বাহনা ।
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্তর
নানারত্ন লৈয়া গেলা মন্ত্রিগন ঘর ।
এবে দুর্য্যোধন লৈয়া বিবিধ রতন
ক্রমে২ বস কৈল সব মন্ত্রিগন ।

শিক্ষাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া
নগর বান্ধবন্ধু উত্তম বলিয়া।
অনুব্রত কহে সভে সন্মুখে বিমুখে
নগর বান্ধবা সম নাহি ইহ লোকে।
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে
সেই মত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে।
কত দিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগণ আসি।
নগর বান্ধবন্ধু ন্যক্ষে গণি
পুত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপাণি॥
আর মন্ত্রি বলে সে জগত মনোরম
নগর বান্ধবন্ধু ভুবনে উত্তম।
আর মন্ত্রি বলে তার নাহিক তুলনা
অমর কিন্নর তথা হয় সর্ব্বজনা॥

হেন মতে মন্ত্রিগন বলিতে বচন
বিধির লিখন কর্ম্ম না যায় খণ্ডন ।
যুধিষ্ঠির বলে যদি পূন্যক্ষেত্রবর
দেখিব বারুনাবন্ত কেমন নগর ।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন
হৃদয়ে কপট মুখে অমৃত বচন ।
ইচ্ছা যদি হৈল তথা করিতে বিহার
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ কত পরিবার ।
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর
যথা সুখে বিহরহ বারুনানগর ।
ধন রত্ন সঙ্গে লেহ যেই মনে লয়
কত দিন বঞ্চিয়া আসহ নিজালয় ।
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারেবার
স্বীকার করিলা রাজা ধর্ম্মের কুমার ।

দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার
এখনে যাইতে বলে সহ পরিবার।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা বহে ধর্ম্মেরনন্দন
যেই আজ্ঞা করে তাহা না করে লঙ্ঘন।
যাইব বারুনাবন্ত কৈল অঙ্গিকার
ধৃতরাষ্ট্র চরনে করিল নমস্কার।
বিজ্ঞ মন্ত্রিগনে তবে করিয়া সম্ভাস।
যুধিষ্ঠির রাজা গেলা জননীর পাস।
দেখি দুর্য্যোধন হৈলা হরিষ অন্তর
পুরোচন মন্ত্রি বলি ডাকিল সত্তর।
জাতিতে জবন দুর্য্যোধনের বিশ্বাস
একান্তে আনিয়া তারে কহে মৃদুভাষ।
তোমার সমান নাহি মন্ত্রির ভিতরে
পরম বিশ্বাস তেঁই আনিলে তোমারে।

তোমার সহিত আমি করিতে বিচার
অন্য জন মধ্যে ইহা না হয় বিচার।
নগর বারুণাবন্ত পাণ্ডুপুত্র যায়
পাণ্ডব না যাইতে আগে যাইবে তথায়।
খচর সংজ্ঞোগ রথে করি আরোহন
অতিশীঘ্র গতি তথা করহ গমন।
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়
অগ্নি গৃহ বিরচিবে যেন ব্যক্ত নয়।
স্তম্ভ বিরচিয়া তাথে পুরাইবে ঘৃতে
স্বর্ন নিযোজিয়া গৃহ করিবে রচিতে।
মধ্যে২ দিবেবাস ঘৃতে পুর্ন করি
যেন মতে অগ্নি দিলে নিবারিতে নারি।
এ মত রচিবে কেহ লক্ষিতে না পারে
নানাচিত্র বিরচিবে লোক মনোহরে।

জৌগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর
মন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবে ভিতর।
জৌগৃহ হৈতে কদাচিত হয় ত্রাণ
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রবাজি হারাবে পরান।
তার চতুর্দ্দিগে তবে খুদিবে গভীর
লাফে যেন পার নহে বৃকোদর বীর।
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে জৌগৃহে
একত্র থাকিবে তবে সমস্ত সময়ে।
তুরিতে চলিয়া যাহ না কর বিলম্ব
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ।
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রি পুরোচন
বাহন যুড়িল রথে পবনগমন।
ক্ষনেকে পাইল গিয়া বারুণাবনগর
গৃহ বিরচিতে নিযোজিল নিশাচর।

যেমত করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন।
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী
সব বৃদ্ধগন গেল যাগিতে মেলানি।
বাহ্লিক গাঙ্গেয় দ্রোন কৃপ সোমদত্ত
গান্ধারি সহিত গৃহে স্ত্রীগন যত।
একে২ সভাকারে করিয়া বিদায়
পুরোহিত বিপ্রগনে প্রনমিল রায়।
পাণ্ডবের মিলন দেখিয়া দ্বিজগন
ধৃতরাষ্ট্র নিন্দে বহু করিয়া গর্জ্জন।
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি
তেকারনে হেন কর্ম্ম করিছে অনিতি।
সতবুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগন
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন।

হেন জাঁর নগরে রহিতে না জুয়ায়
যথা যাবে যুধিষ্ঠির যাইব তথায়।
ধৃতরাষ্ট্র করে যেন হেন দুরাচার
কেমনে করয়ে ইহা গঙ্গার কুমার।
তারা সভে সহিলেক সভে দুষ্ট চিত্ত
আমা সব না সহিব যাইব নিশ্চিত।
এত বলি দ্বিজগন চলিল সংহতি
পুত্রদারা পরিবার লইয়া যান গতি।
আগুসরি বিদুর গেলেন কত দুরে
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছ ভাষাচারে।
বারুনাবন্তেরে যাহ পঞ্চ সহোদরে
সাবধানে থাকিবে আছয়ে তাহে ডরে।
সজনি অনুক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবে সব বপু।

এত বলি বিদুর করিলা আলিঙ্গন
স্নেহ বসে শিরে ধরি করিল চুম্বন।
নয়নের নোর ঝরে ভাষে গদ্গদে
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদে।
বাহুড়িয়া বিদুর চলিলা নিজালয়
বারুনা চলিল পঞ্চ পাণ্ডব তনয়।
প্রবেশ করিল গিয়া নগর ভিতর
আগুসরি নিল যত নগরের নর।
হেনকালে পুরোচন কৈল নমস্কার
হৃষিষ্ঠ হইয়া যেন রাজ ব্যবহার।
করজোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে
এথায় রহিলে কেন চল নিজ গৃহে।
পূর্ব্বে হইতে আছে পুরী নির্ম্মান
মনোহর। দিব্যস্থল রাজাগান স্থান।

তোমার গমন শুনি করিল মণ্ডন
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষন ৷
এত শুনি হৃষ্ট হৈলা পঞ্চ সহোদর
জননী সহিত গিয়া প্রবেশিল ঘর ৷
বিচিত্র নির্ম্মান ঘর লোক মন মোহে
দেখি আনন্দিত হৈল ধর্ম্মের তনয়ে ৷
তবে কতক্ষনে পুরী করি নিরীক্ষন
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলিল তখন ৷
গৃহের পরিক্ষা দেখি লহ বৃকোদর
মোর মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর ৷
তবে বৃকোদর ঘরের লইল আঘ্রান
জানিল আঘ্রানে জতু ঘৃতের নির্ম্মান ৷
অস্তে ব্যস্তে বৃকোদর কহে যুধিষ্ঠিরে
জোদৃত সরিষা তৈল গন্ধ পাই ঘরে ৷

পুজ্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি জান
আমা সভা দহিবারে করেছে নির্ম্মান।
পথেতে দেখিল যত অনুচরগন
এই সব দ্রব্য আন্যা ছিল অনুক্ষন।
যুধিষ্ঠির বলেন এখানে স্বাক্ষী পাইল
আসিতে জবনভাষে বিদুর বলিল।
বিশ্বাস করিয়া আমি এ গৃহে রহিলে
সভাই থাকিবে যদি নিদ্রার বিভোলে।
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন
হেন বুঝি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীম বলে এই যদি অনলের ঘর
পুনরপি যাই চল হস্তিনানগর।
যুধিষ্ঠির বলে ভাই নহে এ বিচার
এই কথা লোকে তবে হইব প্রচার।

দুর্য্যোধন বিচার করিব নিজ চিত্তে
নিশ্চয়ে আমার কীর্ত্তি হইল বিদিতে।
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ
তার হাতে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন।
কি কায বিবাদে ভাই না যাব তথায়
নির্দ্ধন নির্সৈন্য আমি নাহিক সহায়।
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব
আমরা জানিল বলি কেহ না বলিব।
পঞ্চ ভাই একত্রে না রহিব বিভোলে
এথা হইতে পলাইব কত দিন গেলে।
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চ জন
পথ ঘাট জাত হব বন উপবন।
সব জাত হইলে ইহা কেহ নাহি জানে
হেন মত বিচারে রহিল ছয় জনে।

এথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি
নিরন্তর অনুশোচ পাণ্ডবের প্রতি ॥
কিমতে বাহির হব জৌগৃহ হৈতে
নিশ্চয় যাইবে কেহ না পারে লক্ষিতে ॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান
খনক আনিল যে জানে সুরঙ্গ নির্ম্মান ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্ম পাস ।
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার
ধিরে২ কহে বিদুরের সমাচার ।
বিদুর পাঠাইল আমা তোমার সদনে
তুমি খনিবারে আমি বড় বিচক্ষনে ।
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাসে
দুর্য্যোধন লোক বলি না যাবে বিশ্বাসে ॥

তথির কারণে চিহ্ন করিল আমারে
আসিতে কি ম্লেচ্ছ ভাষা কহিল তোমারে ।
শুনি যুধিষ্ঠির তবে করিল আশ্বাস
জানিল তোমারে আমি পরম বিশ্বাস ।
বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁই পাঠাইল
বিদুর সম্মান করি তোমারে আনিল ।
আমা সভা ভাগ্যে তুমি হৈলা উপনিত
অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব প্রকৃত ।
সোন জৌঘৃত বাঁস সঞ্জুরি রচিত
যন্ত্রের মিলনি করি গৃহ চতুর্ভিত ।
তবে চতুর্দ্দিগে গর্ত্ত গভীর বিস্তার
অক্ষোহিনী বলে পুরোচন রাখে দ্বার ।
এই রিতে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে ।

লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ
হেন বুদ্ধি কর তুমি হয়্যা বিচক্ষণ।
শুনিয়া খনক তবে বলিল উত্তর
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর॥
সুরঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম॥
চতুর্দ্দিগে ছিল গর্ত্ত গহন গভীর
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খনি গেল
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চসহোদর
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর॥
পুনরপি কহে পূর্ব্ব বিদুর বচন
চতুর্দ্দশী রাত্রে অগ্নি দিবে পুরোচন॥

সাবধান হইয়া থাকিবে পঞ্চজন
এত বলি খনক চলিল ততক্ষণ।
এই কথায় তথায় রহিল পঞ্চজন
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন।
বৎসরেক জৌগৃহে করিল নিবাস
পুরোচন বিরচিল হইল বিশ্বাস।
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন
ভাইগনে জানিয়া বলিল ততক্ষণ।
আমা সভা বিশ্বাস জানিল পুরোচন
সাবধান হইয়া থাকিবে পঞ্চজন।
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝিল ধীরনে
বিদুরের কথা ভাই ভাবিতা যেমনে।
ভীম বলে দিবসে করিতে নারে বল
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল।

কুন্তিদেবী শুনিয়া বলিল পুত্রগনে
পালাইলে কোথায় ভুমিবে বনে বনে।
ভাল মতে কর আজি ব্রাহ্মণ ভোজন
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহুদান।
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগন
কুন্তিদেবী করাইল ব্রাহ্মন ভোজন।
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখিগন।
পঞ্চপুত্রসহ এক নিশাদ রঙ্গিনী।
অন্ন হেতু আইল যথা কুন্তিঠাকুরানী।
পুত্রগন দেখি তারে কুন্তি জিজ্ঞাসিল
আপন দুঃখের কথা নিশাদ কহিল।

তাহার দুঃখেতে কুন্তি হইল দুঃখিত
তথাই রহিল মনে পাইয়া পিরিত।
দিনকর অস্ত গেল নিশি প্রবেশিল
যথা স্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল।
পরিবার সহ গৃহে শুইল পুরোচন
কত রাত্রে হৈল তবে নিদ্রা অচেতন।
বৃকোদরে আজ্ঞা দিল ধর্ম্মের নন্দন
পুরোচন দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষন।
বৃকোদর পুরোচন দ্বারে অগ্নি দিল
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল।
অন্য গৃহে জৌগৃহে দিয়া হুতাশন
সুলঙ্গে প্রবেশ কৈল পবন নন্দন।
মাতৃসহ পঞ্চভাই অতি শীঘ্র চলে
এথা জৌগৃহে ঘোর হইল অনলে।

অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামে বাসীগণ
জল লইয়া চতুর্দ্দিগে ধায়ে সর্ব্বজন।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিল কাহার
চতুর্দ্দিগে ভ্রমে লোক করে হাহাকার॥
জৌদ্ত তৈলগন্ধ চতুর্দ্দিগে পাইল
জৌগৃহ বলিয়া লোকেতে জ্ঞাত হইল॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই বিনা অপরাধি
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণ নিধি।
তবে সভে জানিল পুড়িল পুরোচন
ভাগ্যঃ বলিয়া বলয়ে সর্ব্বজন।
নির্দুষী জনের হিংসা করে যেই জন
এই রূপ শাস্তি তারে দেল ভগবান।

এত বলি কাঁদে যত নগরের লোক
পাণ্ডবের গুণ স্মঙরি করে বহু শোক ।
জননী সহিত এথা পাণ্ডুর নন্দন
সুরঙ্গ বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন ।
ঘোর অন্ধকার নিশি গহন কানন
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন ।
রাজার কুমার সব রাজার গৃহিনী
তাহে অন্ধকার নিশি পথ নাহি জানি ।
চলিতে না পারে কুন্তি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির
ধনঞ্জয় মাদ্রী পুত্র কমল শরীর ।
কত দূরে যায় কুন্তি পড়ে অচেতনে ;
শীঘ্র গতি যাইতে না পারে পঞ্চজনে ।
তবে বৃকোদর নিল মায়ে কান্ধে করি
দুই কান্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোঁহা ধরি ।

বায়ুবেগে যায় ভীম লৈয়া পঞ্চজনে
বৃক্ষশীলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে।
অতি শীঘ্র গতি যায় ভীম মহাবীর
নিশিযোগে ওত্তরিল জাহ্নবীর তীর।
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হব পার।
চিন্তিত ভোজের পুত্রি পঞ্চসহোদর
গঙ্গাজল পরিমান করে বৃকোদর।
হেন কালে দিব্য এক আইল তরনি
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনি।
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর
না জানিয়া পঞ্চভাই চিন্তিত অন্তর।
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার।

আমারে পাঠাইয়া দিল পরম যতনে
তোমা সভা পার করিবারে নৌকা সনে ।
অবিশ্বাসি নহি আমি বিদুরের জন
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল তেকারন ।
যখন আইস সভে বারুনানগর
ম্লেচ্ছ ভাষে তোমারে সে কহিল ওত্তর ।
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ শীতল বিনাশে
ইহার আছয়ে ভয় যাহ এই দেশে।
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে ।
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল
ছয় জন গিয়া নৌকা আরোহন কৈল ।
চালাইল নৌকা তবে পবন গমনে
পুনরপি কহে দাস বিদুর বচনে ।

বিদুর বলিল এই করুনা বচন
এথা থাকি শিরে ঘ্রান করি আলিঙ্গন ৷
কত কাল অজাত বঞ্চহ কোন স্থানে
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরনে ৷
এই কথা কহিতে হইল গঙ্গাপার
মাতৃ সহ কুলে ওঠে পাণ্ডুর কুমার ৷
কৈবর্ত্ত চাহিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন
বিদুরে কহিবে গিয়া মোর নিবেদন ৷
বিশয় প্রমাদ হৈতে এবে হৈলাম পার
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর ৷
তোমার ওপায় হৈতে রহিল জীবন
ভাগ্য পুন্য হইলে হইবে দরশন ৷
এত বলি কৈবর্ত্তরে করিল মেলানি
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনি ৷

গঙ্গার দক্ষিন তটে পাণ্ডব চলিল
ওত্তরিনি বাহি নৌকা ধীবর দেশে গেল
এখানে প্রভাত হইল নগরের লোক
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক।
জল দিয়া নিবর্ত্তিল যে ছিল অনল
ভস্ম ওকুটিয়া সভে নিরক্ষে সকল।
দ্বার মধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগন।
অস্ত্রগৃহে পুড়িল এথা যত অস্ত্র ধারি
প্রত্যেকে২ ভস্ম দেখিল বিচারি।
জতুগৃহদ্বারে তবে গেল ততক্ষন
দখিল অনলে দগ্ধ হৈছে ছয় জন।
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে
গড়াগড়ি দিয়া বুলে ভুমির ওপরে।

এই প্রকার তিন ভাই মাদ্রীর নন্দন
নিরক্ষিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন।
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন
জৌগৃহ করিতে পাঠাইল পুরোচন।
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেহ ইহা জানে
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে।
এক্ষনে আমরা সর্ব্ব করি এই কায
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ।
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিহ কিছু ভয়,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হৈল দুরাশয়।
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্র গতি
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি।
জৌগৃহে ছিলা কুন্তি পাণ্ডুর নন্দন
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন জন।

পুত্রসহ কুন্তিদেবী হইল দাহন
পরিবারসহ দগ্ধ হৈল পুরোচন।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করেণ ক্রন্দন।
হাহা কুন্তি যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়।
আজি সে জানিল আমি পাণ্ডুর নিধন
ভ্রাতৃশোক পাসরিল সভার কারণ।
বহুরূপি বিলাপ করয়ে অন্ধবর
সমাচার হৈল গিয়া পুরীর ভিতর।
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ
শোকেতে আকুল সভে করয়ে ক্রন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লিক বিদুর
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর।

নগরের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া
পাণ্ডবের গুন সব বিনায়া বিনায়া।
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রীর কোঙর।
হাহা কুন্তি বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান
ব্রাহ্মনেরে দিল বহু রত্ন ধেনুদান।
এথায় পাণ্ডবগন অতি দুঃখ ক্লেশ
হিড়িম্ব অরন্য মধ্যে করিল প্রবেশ।
পথশ্রম আগমন ক্ষুধা তৃষ্ণা যত
কহিতে লাগিল কুন্তি চাহি পঞ্চসুত।
বহু দুর আইলাম অরন্য ভিতর
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর।

যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে
ক্ষতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলিল বচন
না জানিয়ে মৈল কিবা জীয়ে পুরোচন।
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা।
তবেত সাজিয়ে বল আসিবে এথায়
কি করিব তবে পুনঃ কহত উপায়।
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকত এইখানে
তৃপ্ত হৈয়া যাইব করিয়া জলপানে।
মাতৃসহ চারি ভাই রাখি বটমূলে
জল অনুসারে গেলা ভীম মহা বলে।
জলচর শব্দ বীর শুনি কত দূরে
শব্দ অনুসারে তথা গেল বৃকোদরে।

জলেতে মজিয়া ভীম কৈল স্নান পান
জল লইবারে ভীম নাহি দেখি স্থান ।
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল ।
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণে
ক্ষণমাত্র পুন আইল পবন নন্দনে ।
বসুদেব ভগ্নি মাতা কোন্তের নন্দিনী
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর গৃহিনী ।
বিচিত্র পালঙ্ক তুলি শয্যা মনোহর
নিদ্রা নাহি হয় যার তাহার উপর ।
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে
হরি২ বিধি হেন লিখিল কপালে ।
কমল অধিক যারকে মল শরীর
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় শরীর ।

তিন লোকে ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন
সহজ মনুষ্য প্রায় ভুমিতে শয়ন।
অর্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন জন
হেন ভাই কৈল মোর ভুমিতে শয়ন।
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপম
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম।
এ রূপে দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে
দুষ্ট বুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে।
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়
বনে যেন বৃক্ষের বাতে রক্ষা পায়।
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি বৈরি
গৃহ তেজি যার হেতু বনে বনচারি।
দুর্য্যোধন কর্ণ আর সকুনি দুর্ম্মতি
ধৃতরাষ্ট্র সেহ দুষ্ট করিল অনিতি।

ধর্ম্মেরে নহিল ভয় রাজ্যে লুব্ধ হৈয়া
পাপেতে নিমগ্ন হইল নিদারুণ হৈয়া ॥
পুন্যবল নাহি দুষ্ট জিয়ে দেব বলে
কোন দেব বর দায় হৈল কোন কালে ।
তেকারনে আজ্ঞা নাহি করে যুধিষ্ঠির
গদার বাড়িতে তার লোটাউ শরীর ।
কোন মন্ত্র মহৌষধি হৈল কোন জন
তেকারনে রহে দুষ্ট তোমার জীবন ।
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাশাচার
তেকারনে এত দুঃখ আমা সভাকার ।
কোন কর্ম্মে অশক্য হইয়া আমি সব
তভু আজ্ঞা নাহি করে মারিতে কৌরব ।
কহিতে কহিতে ক্রোধি হৈল বৃকোদরে
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে ॥

পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগনে
নিদ্রা ভঙ্গ নাহি করে বিচারিয়া মনে।
জাগিয়া রহিল ভীম বট বৃক্ষমূলে
চারি ভাই মাতা নিদ্রা যায়েন বিভোলে।
হেন কালে হিড়িম্ব নামেতে নিশাচর
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর।
দন্তপাটি বিদাকাটী জিহ্বা লহলহ
দীর্ঘকর রক্তবর্ণ চক্ষু ক্রুর গৃহ।
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি রঙ্গ শিরো রুদ্রবিন
সেই কাল ছিল ভাল যাহির ওপর।
পাইয়া গন্ধ হইয়া অন্ধ চতুর্দ্দিগে চায়
চন্দ্র প্রভা মুখ শোভা জলরুহ প্রায়।
সুশোভন ছয় জন দেখি বট মূলে
হৃষ্ট মতি ভগ্নি প্রতি নিশাচর বলে।

চিরদিন ভক্ষহীন ছিল উপবাসে
দৈবযোগে দেখ আগে পাইল মানুষে।
বসি গৃহ নিজ প্রিয় মাংশ উপনিত
ছয় জনে মোর স্থানে আনহ ত্বরিত।
নাহি ভয় নিজালয় যাহ শীঘ্রগতি
মোর বন কোন জন বিরোধিব ইতি।
নিজ ভ্রাতৃ বোলে তবে চলিল রাক্ষসী
বীরবর বৃকোদর যথায় আছে বসি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুন্যবান।

নিশাচরী দূরে থাকি বীর বৃকোদরে দেখি
শরীর নেহারে ঘনেঘন

কিবা সুমেরুর চূড়া যেন শালদ্রুম কোঁড়া
শশীমুখ পঙ্কজ নয়ন।
সিংহের বিক্রম ধরে ভুজযুগ করিকরে
কম্বু কণ্ঠ খগবর নাশা।
অঙ্গ নিরক্ষিয়া ক্ষণে পিড়িল অনঙ্গবাণে
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা।
এমন সুন্দর রূপে নাহি দেখি ইহলোকে
যক্ষ রক্ষ মানুষ ভিতরে
মোর ভাগ্য হেতু বিধি মিলাইল হেননিধি
স্বামী আমি করিব ইহারে।
ভাই মোর দুরাচারী এ হেন পুরুষ মারি
মাংশ হেতু খাইবেক সুখে
ইহারে রাখিয়ে আমি বরিয়ে করিয়ে স্বামী
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে।

এতেক কামনা করি কামরূপে নিশাচরী
দিব্যরূপ হইল কামিনী
মুখ পদ্ম শরদশশী নয়ন কুরঙ্গ ভুমি
স্তনযুগ বরা নিতম্বিনী।
কামের কামনা ভুরু তিলপুষ্প নাশাচাক্ষ
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গিধিনী
করিকর যুগ উরু উলট কদলি তরু
মত্তবর মাতঙ্গ চলনি।
চম্পক কুসুমআভা অঙ্গের বরন শোভা
কটাক্ষে মোহিত মুনিগন
আসিয়া ভীমের পাসে সলজ্জিত মৃদুভাষে
কহে যেন কোকীল ভাষন।
কহ তুমি কোন জন কোথা হইতে আগমন
কি হেতু আইলা এই বনে

দেবতার মূর্ত্তি প্রায় ভূমিতলে নিদ্রা যায়
 কেবা হয় এই চারি জনে।
নিদ্রা যায় নিরুপমা সুবদনী ঘনশ্যামা
 এ রামা তোমার কেবা হয়
এ ঘোর দুর্গমবনে নিদ্রা যায় অচেতনে
 নাহি জান রাক্ষস আলয়।
তিলেক নাহিক ভয় যেন আপনার ঘর
 অতিশয় দেখি দুঃসাহস
এই বন অধিকারী পাপ আত্মা দুরাচারী
 ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস।
হয় সে আমার ভ্রাতা মোরে পাঠাইল এথা
 তোমা সভা ধরিয়া লইতে
মনুষ্যাদি জন বৈরি মাংসলোভী পাপকারী
 ইচ্ছা কৈল তোমায় খাইতে।

দেখিয়া তোমার অঙ্গ পিড়িল মোরে অনঙ্গ
স্বামী করি বরিনু তোমারে
মিথ্যা নাহি কহি আমি বুঝি কার্য্য কর স্বামী
সাবধান হও রাক্ষসেরে।
আজ্ঞা কর এইক্ষনে লৈয়া যাই অন্য স্থানে
পর্ব্বত কন্দর অন্য বনে
হিড়িম্বার মুখে শুনি মেঘের নিনাদ বানি
বৃকোদর কহে ততক্ষনে।
দেখি তোরে সুলক্ষনী কহিস অনিত বানী
এই কথা না সম্ভবে লোকে
কেন হেন দুরাচারী ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি
স্ত্রী জাতি হইয়া কামুকে।
ইহা সভা রাক্ষসমুখে দিয়া আমি যাব সুখে
তোমারে লইয়া অন্য স্থান

কহিতে এমন কাথ   মুখে তোর নাহি লাজ
কামশরে হইলি অজ্ঞান।
এত শুনি নিশাচরী   কহে জোড়কর করি
মৃদু২ মধুর বচনে
আজ্ঞা কর মহাশয়   যে তোমার প্রিয় হয়
প্রাণ পনে করিব এক্ষনে।
বড় দুষ্ট মোর ভ্রাতা   এক্ষনি আসিবে এথা
সাবধান হইতে জুয়ায়
জাগাইয়া সর্ব্বজনে   মোর পৃষ্ঠে আরোহনে
লইয়া যাইব অন্য ঠাঞী।
ভীম বলে ভ্রাতৃমায়   সুখে শুয়া নিদ্রা যায়
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন
তোর ভাই কোন ছার   কেবা ভয় করে তার
আমি তারে না করি গনন।

কোন কীট করি রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ
নাহি সহে মোর পরাক্রম
হের দেখ সুলোচনী আমার যুগল পানি
দেখিয়ে করয়ে ভয় যম।
যাহবা থাকহ এথা মনে লয় যেই কথা
কর চিত্তে যেই অভিলাশ
নতুবা তথায় গিয়া ভাইয়ে দেহ পাঠাইয়া
কি করিবে আসি মোর পাস।
ভীম হিড়িম্বিতে কথা বিলম্ব দেখিয়া হোতা
হিড়িম্ব হইল ক্রোধি মন
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের সম বর্ত্তি
আইসে ঘোর করিয়ে গর্জন।
দেখি মহা ভয়ঙ্করী স্তব্দ্ধ হৈলা নিশাচরী
সকরুনে কহে বৃকোদরে

হের দেখ মোর ভ্রাত যেন ঘোর মহাবাত
আইসে দুরন্ত ক্রোধি ভরে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ক্রুর খাইল অনেক নর
দেখিয়াছি মোর বিদ্যমান
বিলম্ব না কর তুমি বিশেষে রাক্ষসভূমি
মায়াবী অধিক বলবান।
বিলম্ব না কর প্রভু আজ্ঞা মোরে দেহ তভু
পৃষ্ঠে করি লই সভিকারে
উড়িব পবন ভরে যথা বল তথাকারে
লৈয়া যাব নিমিষ ভিতরে।
হিড়িম্বে দেখিয়ে উগ্র হিড়িম্বির দেখি ব্যগ্র
হাঁসি বলে মরুত নন্দন
স্থির হও সুবদনী ভয় তুই করিস কেনি
বসি দেখ কৌতুক এখন।

আসুক তোমার ভাই　　মুহুর্ত্তেকে মোর ঠাঁই
　প্রাণ দিবে পতঙ্গ সমান
এই মাত্র হবে তোকে　মজিবি ভাইয়ের শোকে
　ইহা বহি নাহি দেখি আন।
ভারত সঙ্গিত রস　　শ্রবনেতে পুন্য যশ
　শুভাশুভ পরম পবিত্র
কলির কলুষ নাশ　　বিরচিল কাশীদাস
　আদিপর্ব্বে পাণ্ডব চরিত্র।

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষন।
বসি আছে হিড়িম্বা ভীমের বাম ভিতে
ভুবন মোহন রূপ বিদ্যুত রুচিতে।

কবরি বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে
মানিক প্রবাল মোতি হার তার গলে।
বসন ভুষন দিব্য নূপুর কঙ্কন
স্বর্গ বিদ্যা ধরি মোহে নবীন জৌবন।
প্রিয় ভাবে যেন পতি পত্নি কথা কহে
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধ পায় অতিশয়ে।
ভগ্নি প্রতি ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব
এই হেতু এতক্ষন তোমার বিলম্ব।
ধিক তোর জীবন কুলের কলঙ্কিনী
মানুষ ভাতার লোভ করিলি পাপিনী।
মোর ক্রোধ তোমার হইল পাসরন
মোর ভক্ষ বিঘ্নতো করিলি তেকারন।
এই হেতু আগে তোরে করিব সংহার
পশ্চাত এ সব জনে করি ছার খার।

এত বলি চলিল হিড়িম্বা মারিবারে
নয়ন লোহিত দন্ত কড় মড় করে।
ভীম বলে রাক্ষসার বদনে লাজ নাই
যুবা ভগ্নি পাঠাইলি মানুষের ঠাঁই।
আপনি পাঠাইলি তেঞী আইল এথায়
মদনের বস হৈয়া ভজিল আমায়।
কাম পত্নি আমার হইল তোর স্বসা
মোর বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস দুর্ভাষা।
মারিবারে চাহ আর করিস অহঙ্কার
এইক্ষনে পাঠাইব যমের দুয়ার।
মাতৃ ভাই শুইয়া নিদ্রায় যে বিভোল
নিদ্রা ভঙ্গ হইবেক না করিস গোল।
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে
ঊর্দ্ধবাহু হিড়িম্বাকে যায় মারিবারে।

হাসিয়া কুন্তির পুত্র দুই হাতে ধরে
এক টানে লৈল অষ্ট ধনুক অন্তরে।
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকড়ি।
বায়ুর নন্দন ভীম অতিভয়ঙ্কর
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর।
মত্ত মৃগী প্রতি যেন ক্ষুদ্র মৃগধরে
পুনরপি টানিয়া লইল কত দূরে।
দুই জনে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে
মত্ত টানাটানি যেন করে গজোগজে।
দুই মেঘ যেন যুগ্মে তাড়াতাড়ি
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দন্ত কড়মড়ি।
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ
মেঘের নিশ্বন যেন করয়ে আহ্লাদ।

দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ.
পলায় কানন বাসি তেজিয়া কানন।
কাননে পুরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে
নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া ওঠিল পঞ্চ জনে।
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরী
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী।
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তি ওঠি শীঘ্র গতি
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসিলা হিড়িম্বার প্রতি।
কে তুমি কোথায় হৈতে আইলা তুমি এথা
অপ্সরী নাগিনী কিবা বনের দেবতা।
হিড়িম্বা প্রনাম করি কুন্তি প্রতি বলে
জাতি রাক্ষসী নিবসি এই স্থলে।
এই বন নিবাসি হিড়িম্ব নিশাচর
মহা যোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর।

পঞ্চপুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল এথাকারে।
তোমার তনয় দিখি পরম সুন্দরে
কামে বস হৈয়া আমি ভজিল তাহারে।
বিলম্ব দেখিয়া মোর আইল তবে ভ্রাতে
তব পুত্রসহ যুঝে দেখহ সাক্ষাতে।
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর
চারি ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্তর।
ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ননা
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুই জনা।
যুদ্ধ ধুলি আস্মন দোঁহার কলেবর
কুহাটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর।
দুই ভীতে দোঁহাকারে টানে দুইজনে
নিশ্বাস পবন ঝড়ে ওড়ে বৃক্ষগনে।

ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলিল বচন
রাক্ষসেরে ভয় ভাই না করিহ মন।
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ।
সভে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার
এত শুনি বলে ভীম পবন কুমার।
কি কারনে সম্ভ্রম করহ মহাশয়
এইক্ষনে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়।
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া
এত বলি দিল লাফ ভুজ পসারিয়া।
অর্জুন বলিল বহু করিল বিক্রম
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু পাইলে পরিশ্রম।
বিশ্রাম করহ তুমি হয়োত অন্তরে
আমি বিনাশিয়ে ভাই দুষ্ট নিশাচরে।

অর্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমেতে ফেলিল।
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত
পশুবৎ করি তারে করিল নিপাত।
মধ্য দেশে ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান
দেখাইল লৈয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান।
হরষিতে আলিঙ্গন পঞ্চসহোদর
প্রসংশিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদর।
অর্জুন বলিল তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে
এইত নিকটে গ্রাম আছে কত দূরে।
এই সব সমাচার পাইবে কোন জনে
লোক মুখে বার্ত্তা পাব দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
তেকারনে ক্ষনেক রহিতে না জুয়ায়
শীঘ্র চল অন্য স্থান তেজিয়া এথায়।

এত বলি চলিল পাণ্ডব পঞ্চজন
মাতা সহ শীঘ্র গতি করিল গমন।
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তির সংহতি
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি।
সহজে রাক্ষস জাতি নানা মায়া ধরে
ধরিয়া মোহিনী বেশ ভাণ্ডে সভাকারে।
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে।
সহজে ভ্রাতৃর বৈরি সাধিবার মনে
তোমার সংহতি এ চলিল সেকারনে।
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতৃর সংহতি
এত বলি মারিবারে যায় মহামতি।

যুধিষ্ঠির বলে ভীম নহে বির্য্যাচার
অবধ্য স্ত্রীজাতি কেন করিবে সংহার।
মহা বল হিড়িম্বের করিলে সংহার
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার।
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃকোদর
হিড়িম্বা পড়িল গিয়া কুন্তি পদতল।
কায়মনবাক্য মোর সত্য অঙ্গিকার
তোমা বহি গুরু মোর গতি নাহি আর।
তোমায় যে না কহিব স্বপক্ষ বচনে
স্ত্রীলোকের মর্ম্ম পীড়া জানহ আপনে।
কামবস হৈয়া আমি অজ্ঞান হইনু
আপন কুলের বীর্য্য ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু।
সব তেজি মজিলাম তোমার নন্দনে
এক্ষনে অনাথ আমি হইল সরনে।

সরনাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত।
সদাই সেবিব আমি তোমার চরনে
বহু শক্তিতেতে মুক্তি উদ্ধারিব বনে।
আজ্ঞা কর বৃকোদর ভজিয়ে তোমারে
নহিলে তেজিব প্রান তোমার গোচরে।
কৃতাঞ্জলি করি আমি করিচি বিনয়
নহিলে অধর্ম্ম বড় হইব নিশ্চয়।
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন
দয়ারসাগর বড় ধর্ম্মের নন্দন।
সত্য বলে হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন
সরন লইলে জনে করি চাহি ত্রান।
চল যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদর
যথা সুখে কর ক্রীড়া বনের ভিতর।

পুনরপি আমা সভা নিকটে মিলিবে
আপনার সত্য বাক্য কভু না লঙ্ঘিবে।
ধর্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্ট মন
ভীম লৈয়া হিড়িম্ব চলিল ততক্ষণ।
শূন্য পথেলইয়া চলিল নিশাচরী
নানা বনে উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি।
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে
নদনদী মহা গিরি ভ্রময়ে কৌতুকে।
নিত্য নিত্য অন্য বেশ ধরে অনুপম
হেনমতে বহু দিন ক্রীড়ার বিশ্রাম।
কত দিনে ঋতুযোগে হইল গর্ব্ববতী
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি।
জন্ম মাত্রে যুবক হইল মহাবীর
মস্ক রুক্ষ শুরা শুরে বিপুল শরীর।

বিবিধ বরণ কচ ঘট সুলাকার
ঘটৎকচ নাম থুইল ভীমের কুমার।
মহা বলবান হৈল হিড়িম্বা নন্দন
ইন্দ্রের একঘ্নি হেতু বিবিধ ভাজন।
তবে মাতৃ পুত্রে দোঁহে যুকতি করিয়া
কৃতাঞ্জুলি কৈলা দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া।
আজ্ঞা কর যাব মোর আপন আলয়
স্মরিলে আসিব এই কহিল নিশ্চয়।
আজ্ঞা পাইয়া মায়ে পুত্রে করিল গমন
উত্তর দিগেতে গেলা আপন ভুবন।
তবেত পাণ্ডব চলে সংহতি জননী
এক স্থানে নিবাসয়ে একত্র অবনী।
পরিধান বল্কল শোভে শিরে জটা ভার
কোথায় ব্রাহ্মন কোথায় তপস্বী আকার।

পথে লোক জন দেখি লুকায়েন বনে
শীঘ্র গতি যান কোথা কেহ নাহি জানে।
ত্রিগর্ত্ত পঞ্চাল মৎস্যাদিক যত দেশ
আর যত বহু রাজা লঙ্ঘিল বিশেষ।
হেন মতে ভ্রমে বনে পাণ্ডু পুত্রগণ
আচম্বিতে আইল তথা ব্যাস তপোবন।
ব্যাস দেখি কুন্তিদেবী পুত্রের সহিতে
কৃতাঞ্জলি প্রনমিলা দাঁড়াই অগ্রেতে।
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তি করেন ক্রন্দন
বহু বিলাপিয়া দেবী বলয়ে বচন।
নিবর্ত্তিয়া ব্যাস দেব বলে কিছু বাণী
আমারে কি বল ইহা সব আমি জানি।
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
অনেক শঙ্কটেতে ভ্রমিলা বনেবন।

যত কৈল অগোচর নাহিক আমায়
তেকারনে দেখিবারে আইলাম এথায়।
দুঃখ না ভাবিহ বত্ স্থির কর মন
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন।
তব পুত্রগন গুন না জানহ তুমি
মোর অগোচর নাহি সব আমি জানি।
বীর্য বলে বাহু বলে জিনিবে সকল
বিভব করিবা সাগরান্ত ভূমণ্ডল।
এখনে যে বলি আমি শুন সাবধানে
বহু দুঃখ পাইলে বহু ভ্রমিলা কাননে।
নিকটে নগর এই বামচক্র নাম
কত দিন রহি তথা করহ বিশ্রাম।
গুপ্ত বেসে এইখানে থাক ছয় জনে
তাবত থাকিবে তথা আসি যত দিনে।

এত বলি ব্যাস সভে লইয়া সংহতি
নগরে ব্রাহ্মন গৃহে দিলেন বসতি।
ব্রাহ্মনের গৃহেতে রহিল ছয় জন
অন্তর্দ্ধ্যান হৈয়া গেলা ব্যাস তপোবন।
পুন্য কথা ভারতের অমৃত সমান
কাশী দাস কহে ইহা শুনে পুন্যবান।

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মন গৃহে পাণ্ডু পুত্রগন।
নগর ভ্রময়ে নিত্য ভিক্ষার কারন।
ভিক্ষা করি আসি সবে দিন অবসানে
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে।
জননী রন্ধন করি পরিবেসন করে
অর্দ্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে।

মাতা সহ অৰ্দ্ধভাগ চারি সহোদরে
ভখাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদরে।
হেন মতে বিপ্র গৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে
ভিক্ষা করি আনে দিন ব্রাহ্মণের বেশে।
এক দিন গৃহেতে রহিলা বৃকোদর
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর।
আচম্বিতে বিপ্র গৃহে মহা শব্দ শুনি
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
করুন হৃদয় কুন্তি সহিতে নারিল
ভীমেরে নিকটে ডাকি কহিতে লাগিল।
এত দিন বিপ্র গৃহে আছিয়ে অজ্ঞাতে
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপাতে।
এখন বিপদগ্রস্থ হইল ব্রাহ্মণ
অবশ্য বিপাতে তারে উপকারী জন।

উপকারী জনের সাহায্য নাহি করে
পরলোকে পাপি হয় অযশ সংসারে।
ভীম বলে মাতা তুমি জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে
মোর শক্তি হইলে দুঃখ করিব তারণে।
ভীমের আশ্বাস পাইয়া গেল কুন্তিদেবী
বৎসক বন্ধনে যেন ধায়েত শুরভি।
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তি করিল গমন
দেখিল ব্যাকুল হইয়া কান্দয়ে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণী চাহিয়া দ্বিজ বলয়ে উত্তরে
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে।
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়
সে দেশে বসতি কভু উচিত না হয়।
পিতা মাতা স্নেহে মোর লঙ্ঘিলে বচন
তাহার উচিত দুঃখ পাইলে এখন।

কি করিব উপায় না দেখিয়ে ইহার
কোন বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার।
তুমি ধর্ম্মপত্নী হেতু আমার গৃহিনী
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ সুখ প্রদায়িনী।
বিশেষ বালক পুত্র আছয়ে তোমার
তোমা বিনে মুহূর্ত্তেক না জিয়ে কুমার।
অরন্যের প্রায় দুঃখ হব তোমা বিনে
তোমা বিনা হব মোরা জিয়ন্ত মরনে।
আপন রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে।
স্বয়ংজাত হৈল এই কন্যা সুবদনী
কন্যারে রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী।
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃ লোকে করে আশ
দান কৈলে সদাকাল হয় স্বর্গ বাস।

ইহা লৈয়া দিব আমি রাক্ষস ভক্ষনে
ধিক২ আর তবে কি কাম জীবনে ।
অপনে যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে
এত বলি কান্দে দ্বিজ সজল নয়নে ।
ব্রাহ্মনী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব
রক্ষা হবে হেতু বলি আমি তথা যাব ।
দৈবে সহ মৃতা হব তোমার মরনে
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুই জনে ।
তবে কদাচিত যদি রাখিব জীবন
মোর শক্তি দুই শিশু হইবে পালন ।
তোমা বিনে অনাথ হইব তিন জনে
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনেদিনে ।
দারিদ্র দেখিয়া তবে অকুলিন জন
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন ।

অল্পকালে এই পুত্র হবেক ভিক্ষুক
কুলধর্ম্ম বেদহীন হইবে মুরুখ।
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মোহি হৈয়া
মোরে আক্রমিবে চিত্তো অনাথ দেখিয়া।
বিবিধ দুর্গতি হব তোমার বিহনে
তোমারে ওচিত নহে যাইতে তেকারনে।
সন্ততি কারনে বিভা করিয়ে সংসার
কন্যা পুত্র দুইগুটি হৈয়াছে তোমার।
কন্যাদান কর আর পড়াহ বালকে
পুনঃ বিভা করি গৃহ কর এই রূপে।
আমা বিনু পুনঃ গৃহ হব আরবার
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছাঁরখার।
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন
স্বামী বিনে অকারন নারীর জীবন।

সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ হয় লোকে।
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানা বিধ দান
স্বামী অনুগত নহে শততে সমান।
সর্ব্ব বীর্য্য আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত
রাক্ষসের ঠাঞী আমি যাইব নিশ্চিত।
ব্রাহ্মণী এতেক যদি বলিল উত্তর
গলে ধরি উচ্চস্বরে কান্দে দ্বিজবর।
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী
মাবাপের ক্রন্দন দেখি বলে কন্যা খানি।
অনাথে প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারনে
ক্রন্দন সম্বর শুন মোর নিবেদনে।
রাক্ষসের ঠাঞী যদি জননী যাইব
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিব।

পিতৃস্থান যাব আর হব কুলক্ষয়
তেকারনে মায়েরে যাইতে বিবিনয়।
তন্ন হইলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করি
বিবির সৃজন ইহা খণ্ডিতে না পারি।
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান
এক্ষনে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হয়ো ত্রান।
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে
তেকারনে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতুহলে।
মোর পুত্র হইলে সেই তারিবে পশ্চাতে
সংপ্রতি তারিয়ে আমি যাইব নিশ্চিতে।
এতেক শুনিয়া কাঁদে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
তিন জনে গলাগলি কান্দে ওষ্ঠবিনি।
এত শুনি মাতা পুত্র তিনের ক্রন্দন
মুখে হস্ত দিয়া করে সভা নিবারন।

হাতে এক তৃন লৈয়া বলে সেই শিশু
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিস কিছু।
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে
কোথা আছে রাক্ষস দেখায়ে দেহ মোরে।
বালকের বচন শুনিয়া তিন জন
হাসিতে লাগিলে তারা তেজিয়া ক্রন্দন।
ক্রন্দন নিবর্ত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী
ব্রাহ্মনে চাহিয়া বলে সকরুন বানী।
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষন
জিজ্ঞাসিল কুন্তিদেবী মধুর বচন।
কি কারনে ক্রন্দন করহ তিন জনে
জানিলে হইলে সাধ্য করিব মোচনে।
দ্বিজ বলে এই হেতু করিয়ে ক্রন্দন
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন।

এইতো নগরে আছে বক নিশাচর
অত্যন্ত দুরান্ত সেই রাজ্যের ভিতর।
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়
তার ভুজবল ইথে নাহিক সংশয়।
নগরের মধ্যে ইথে আছে যতনর
রাক্ষসেতে নির্ণয় করিল এই কর।
পায়স পিষ্টক অন্ন সকট পুরিয়া
একনর বলিদেই মহিষ করিয়া।
এইকর বিনা অন্য নাহিক তাহার
বহুকালে যোর প্রতি হয়েছে করার।
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন
সকুটুম্ব সহতার করয়ে ভক্ষণ।

নিঃশব্দে বলেন শুনহ দ্বিজবর
মোর পুত্রগন দেখ মহা বলবির ।
রাক্ষস খাইবে হেন না করিহ মনে
রাক্ষস সংহার কৈল মোর বিদ্যমানে ।
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে মোর পুত্রগনে
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোনজনে ।
শতপুত্র থাকিলে কি পুত্রে আদর
ভয়ত্যেজি অন্য বলি করহ সত্তর ।
কুন্তির অদ্ভুত হৈল শুনিয়া বচন
মৃত্যু শরীরে যেন পাইল জীবন ।
দ্বিজে সঙ্গেকরি কুন্তি করিলা গমন
বৃকোদরে জানাইল সব বিবরন ।
মায়ের বচনে ভীম কৈল অঙ্গিকার
হরিষে ব্রাহ্মন গেল গৃহে আপনার ।

কতক্ষণে আইলা তবে ভাই চারিজন,
যুধিষ্ঠির শুনিলা সকল বিবরণ।
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিলে মায়েরে
জিজ্ঞাসিলা কোথা ওদায় বৃকোদরে।
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা ওপায়।
কুন্তি বলে আমার বচনে বৃকোদর
বিপ্রের কারনে আর রাখিতে নগর।
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ
বিশেষ ব্রাহ্মণ রক্ষা পরম পৌরষ।
এত শুনি যুধিষ্ঠের হইলা হরিষ
কোন বুদ্ধে হেন মাতা কৈলে দুঃসাহস।
এমন দুষ্কর্ম্ম নাহি শুনি ইহলোকে
মাতা হৈয়ে পুত্র দেয় রাক্ষসের মুখে।

পুত্রের ভিতর পুত্র আছয়ে বিশেষ
সভে প্রাণ রাখিয়াছি যাহার আশ্বাস।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথা স্থানে বাস
পুন রাজ্য পাববলি যার বলে আশ।
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে
যার তেজে জৌগৃহে উদ্ধারিলে সভে।
কাঁদেকরি লৈল সভা হিড়িম্বক বন
হিড়িম্ব মারিয়ে কৈল সভার রক্ষন।
হেন পুত্র দিবে তুমি রাক্ষস ভক্ষনে
আমিসব জীব আর কিশের কারনে।
গর্ব্ভধারী হইয়ে ইহা কেহ নাহি করে
বেদে নাহিক নাহি সং-সার ভিতরে।
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী
দুঃখ পাইয়া হত বুদ্ধি হৈলে হেন বাসি।

কুন্তি বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ
মোর অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ।
অযুত হস্তির বল বীরে কলেবরে
ভীমে পরাজয়ে হেন নাহিক সংসারে।
জন্মকালে পরাক্রম শুনহ তাহার
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার।
কিছু মাত্র তুলি পুন ফেলাইনু তলে
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে।
বারুনাবন্তেতে তুমি দেখিলে আপনে
চারি হস্তি ভারতুল্য তুমি চারিজনে।
আমাসহ তোমা লৈয়া আইল কাঁদেকরি
হিড়িম্বা বরিল বনে হিড়িম্ব সংহারি।
ভীম পরাক্রম পুত্র আমি যানি তাকে
রাক্ষস সংহার হবে ভীমভুজবলে।

ভয়ে কীর্ত্তি ভয়ে ত্রান করে যেই জন
তাহাসম পুন্য বাপু না করি গনন।
বিশেষে গো বিপ্র হেতু দিব নিজপ্রান
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রান।
রাজ্যরক্ষা দ্বিজরক্ষা আর যে পৌরষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলে বিরস।
মায়ের এতেক নিত শুনিয়া বচন।
ধন্য২ বলি বলে ধর্ম্মের নন্দন।
পর দুঃখে দুঃখি তুমি দয়া সুহৃদয়
তোমা বিনে হেন বুদ্ধি আনের কি হয়।
পরপুত্র ত্রান করি নিজপুত্র দিলে
ব্রাহ্মনেরে পরমশঙ্কটে রক্ষা কৈলে।
তোমার পুন্যেতে মাতা তরিব বিপদে
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে।

আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে
এ সব প্রচার যেন না হয় অন্যেরে।
তবে কুন্তি সব তত্ত্ব কহিল ব্রাহ্মণে
বলি সজ্জ করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে।
নিশাকালে বৃকোদর সকটে চড়িয়া
যথা বৈশে বনে বক ওত্তরিল গিয়া।
রেরে বকা নিশাচর আইস সত্তর
এত বলি অন্ন খায় বীরবৃকোদর।
নামবরি তাকে এক ক্রোধে থরহর
ক্রুদ্ধ হৈয়া আইসে যেন পর্ব্বত কিন্নর।
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে।
অন্ন খায় বৃকোদর দেখে বিদ্যমান
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুনসমান।

ডাক দিয়া বলে বক অরে দুষ্টমতি
মানব হইয়া কেন করিস অনিতি।
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণ খাইব তোরদোষে
এত বলি নিশাচর বীরে অতি রোষে।
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিল কানে
পৃষ্ঠ দিয়া বকের অন্ন করিল ভক্ষনে।
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জনে
ঊর্দ্ধ বাহু করিধায় অতি ক্রোধমনে।
দুইহাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে
তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাহি বীর বৃকদরে।
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে হেলায় তাসহে
নিঃশঙ্কায় বসিয়া বীর পায়সান্ন খায়ে।
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে
বৃক্ষ উপাড়িয়ে হানে ভীমের উপরে।

তথাপিও অন্ন খায় হাঁসে বৃকোদর
বামহাতে কাড়িয়া লইল তরুবর।
পুন মহাবৃক্ষ উপাড়িল নিশাচরে
তর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপরে।
ভোজনান্তে বৃকোদর কৈল আচমন
একবৃক্ষ উপাড়িল ঘোর দরশন।
বৃক্ষে২ যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে।
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপরে
বাহে২ যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্করে।
মুণ্ডে২ বুকে২ ভুজে২ তাড়ি
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি।
যুদ্ধেতে হইল শ্রম বক নিশাচর
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তির কোঙর।

বামহস্তে দুইজানু সব্যহস্তে শির
বুকে জানু দিয়া টানে বৃকোদর বীর ।
মধ্যে২ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান
মহাশব্দ করি বীর তেজিল পরান ।
আর যত আছিল বকের অনুচর
ভয়ে পলাইল সভে গেল বনান্তর ।
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া
মাতৃভ্রাতৃস্থানে সব নিবেদিল গিয়া ।
হরষিতে কুন্তিদেবী ডাকি সহোদরে
আলিঙ্গিয়া পুসংশিল বীর বৃকোদরে ।
রজনী প্রভাত হৈল ওদয় অরুণ
বাহির হইল যত নগরের জন ।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার ।

কেহ বলে একর্ম্ম করিল কোন জন
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন।
পরমদুরন্ত বক সদা হিংসাকরে
আপনার পাপে দুষ্ট এত দিনে মরে।
তবে সভে বিচারিয়া নগরের জন
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন।
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক।
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি যানিল নির্ণিত
সভেমেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল তুরিত।
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ।
কালিকার পঞ্চক আছিল মোর ঘরে
সোকাকুল দেখি মোরে এক দ্বিজবরে।

সদয় হইয়া মোরে দিলেক্ক অভয়
বলি লৈয়া বক স্থানে গেল মহাশয়।
সেই দ্বিজবর বকে করিল সং-হার
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার।
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন
ব্রাহ্মণেরে মহাপূজা করি বিচক্ষন।
আনন্দে ব্রাহ্মন আইল আপনার ঘরে
দেব তুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে।
হেনমতে দ্বিজ গৃহে কতদিন যায়
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায়।
নানা দেশের কথা কহে সেই দ্বিজবর
কুন্তি সনে শুনে পঞ্চপাণ্ডব কোঁউর।
দ্বিজবলে বহুদেশ করিল ভ্রমন
বহুনদ তীর্থ ক্ষেত্র না যায় গনন।

আশ্চর্য্য দেখিল আমি পঞ্চালনগরে
কন্যা স্বয়ম্বর কৈল দ্রুপদ নৃপবরে।
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণানাম ধরে
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে।
অযোনি সম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে
যজ্ঞসেনিনাম তেঞি বিখ্যাত জগতে।
দ্রুপদের পুত্র এক লোকে অনুপম
দ্রোণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম।
এত শুনি জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডুপুত্রগণ
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার বাখান।
দ্বিজবলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত
কতদিনে কলহ হইল আচম্বিত।
অভিমানে গেল দ্রোণ হস্তিনা নগর
অস্ত্র শিক্ষা করাইল কৌরব কোঙর।

শিক্ষা অন্তে শিশুগণে দক্ষিণা মাগিল
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আন যে কহিল।
কুন্তি পুত্র অর্জুন গুরুর আজ্ঞা পাইয়া
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া।
অর্দ্ধরাজ্য দিল দ্রোণ পুন হৈল মিত
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন তুরিত।
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল
কেমনে মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল।
এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণে।
জাজ উপজাজনামে দুই সহোদর
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কোঙর।
উপজাজে দ্রুপদ দেখিল এক দিনে
বহু পূজা ভক্তি কৈল দ্বিজের চরণে।

বিনয়ে মধুর ভাষে যুড়ি দুইকর
গুপজাজ প্রতি বলে পঞ্চাল ঈশ্বর।
একলক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ
যাহা চাহ দিব আমি করি মনঃপূর্ণ।
মোর ইষ্ট কর্ম্ম এই শুন মহাশয়
দ্রোণ নামেতে ভরদ্বাজের তনয়।
অস্ত্রধারি হয় হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে।
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনিয়ে সংগ্রামে।
ক্ষত্রিতে যে শক্য নাহি হৈয়াছে তাহার
তপমন্ত্রবলে মোর কর প্রতিকার।

হেন যজ্ঞ কর হয় আমার নন্দন
তারভুজ বলে দ্রোণ হইবে নিধন।
ওপজাজ বলে মোর এই যুক্তি নহে
ব্রাহ্মনের বধকর্ম্ম ওচিত না হয়ে।
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন।
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডবীর।
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই জাজ পরম তপস্বী
বেদেতে পারগ সদা অরন্য নিবাসি।
তার স্থানে প্রার্থনা করহ রাজন
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন।
ওপজাজ বোলে রাজা গেল জাজ স্থানে
প্রনমিয়া সকল করিল নিবেদনে।

সদয় হইয়া আজ্ঞা কৈল অধিকার
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃষিতকুমার।
বলি সহ স্রুত আচরিল নরবর
যজ্ঞে পূর্ণ দিতে জন্ম হইল কুমার।
অগ্নি বর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর
অঙ্গেতে কবচ বীরে মাথায় টোপর।
সব্যহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর
পুত্র দেখি আনন্দিত পাঞ্চাল ঈশ্বর।
তবে সেই যজ্ঞ মধ্যে কন্যার উৎপত্তি
জন্ম মাত্রে দশদিক করয়ে দিপতি।
নীলোৎপল আভা অঙ্গ অম্বর বর্ণিনী
নিষ্কলঙ্ক ইন্দু জ্যোতি পীনঘন স্তনী।
অঙ্গের সৌরভে এক যোজন ব্যাপিত
সুরাসুর নাগ যক্ষ গন্ধর্ব বাঞ্ছিত।

পুত্র কন্যা দুইজন যজ্ঞেতে জন্মিল
হেন কালে আকাশেতে শূন্য বানি হৈল ॥
এ কন্যার জন্ম হৈল ভার নিবারণে
ইহা হৈতে ক্ষত্রি সব হইব নিধনে ।
কুরু বংশে ভয় হবে এই কন্যা হৈতে
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে ।
এতেক আকাশ বাণী শুনি সর্ব্বজন
জয়২ শব্দ কৈল পঞ্চালেরগণ ।
যতবীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ছাড়িল বিশাদ ।
কন্যা পুত্রের নাম তবে থুইল তখন
ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম রাজা থুইল নন্দন ।
কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল তখনি
দ্রুপদ রাজা দ্রোপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী ।

সেই কন্যা স্বয়ম্বর কৈল নৃপবর
পৃথিবীতে আইল যত রাজরাজেশ্বর।
দ্বিজ মুখে শুনিয়া এতেক সমাচার
যাইতে উদ্বেগচিত্ত হইল সভাকার।
পুত্রগনচিত্ত জানী ভোজের নন্দিনী
সভাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি।
বহুদিন হৈল ইথি করিনু বসতি
এক স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি॥
পূর্ব্ব যত ভিক্ষা ইথে নামিলে এখন
বড়দয়াবন্ত শুনি পঞ্চাল রাজন।
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন
শুনিয়া স্বীকার কৈল যত ভ্রাতৃগন।
পুত্র সহ কুন্তি দেবি করিল বিচার
হেন কালে আইল সত্যবতির কুমার।

ব্যাস দেখি পুনমিল ভোজের কুমারি
পঞ্চভাই ব্যাসের চরণে নমস্করি।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসে কুসল
যুধিষ্ঠির নিবেদিল সকল মঙ্গল।
তবে মুনি বলে শুন পঞ্চ সহোদর
দ্রুপদ নৃপতি কৈল কন্যা স্বয়ম্বর।
অদ্ভুত রচিল লক্ষ পঞ্চালেরপতি
সে লক্ষ কাটিতে নাহি কাহারো শকতি।
অর্জুন কাটিব লক্ষ সভার ভিতরে
পঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমারে।
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব
চিরদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
এত বলি বেদব্যাস করিল প্রস্থান
কুন্তি সহ পঞ্চভাই করিল পয়ান।

অন্তর্দ্ধান হৈয়া গেল ব্যাস তপোধন
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ।
দিবানিশি পথ বহে নাহিক বিশ্রাম
নানা দেশ নদনদী লঙ্ঘিল বন গ্রাম।
আগে যায় পার্থবীর ঘোর নিশাকালে
অন্ধকার হেতু বীর দিউটি উজ্জ্বলে।
কতদিনে উত্তরিল জাহ্নবীরতীরে
স্ত্রীলৈয়া গন্ধর্ব্ব তথা বিহরে গঙ্গানীরে।
পাণ্ডবের শব্দ পাইয়া বলে ডাকদিয়া
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া।
গঙ্গা স্থান মধ্যে আমার আশ্রয়
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কেহেন আজয়।
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ
নিশাকালে অধিকারি এই সবজন।

বিশেষে অঙ্গারপুর নাম মোর খ্যাতি
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত ৷
পার্থ বলে শাস্ত্র নাহি জানহ দুষ্টমতি
জাহ্নবীর জল স্নানে দিবা কিবা রাতি ৷
অকাল হইল কিবা তোরেত কি ভয়
তোমারে অশক্ত যে সে তোমারে ডরায় ৷
এ গঙ্গার মহিমা না জান মূঢ়মতি
স্বর্গেতে অলকানন্দা ভ্রমে ভাগিরতী ৷
পিতৃলোকে বৈতরণী অধো ভোগবতী
অকালসুকাল নাহি সদা লোক গতি ৷
হেন গঙ্গাস্নান বন্ধ করহ অজ্ঞান
ইহার উচিত ফল পাবে মোর স্থান ৷
অর্জুনের বোলে কোপে গন্ধর্ব ঈশ্বরে
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শরে ৷

হাতেতে গুলকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন
গুলকা ফিরায়ে অস্ত্র কৈল নিবারন ।
ডাকিয়া অর্জুন বলে শুনরে গন্ধর্ব্ব
এই অস্ত্র বলেতে করিতে ছিলা গর্ব্ব ।
তোর বান নিবারিল সহ মোর বান
এই অস্ত্র পুর্ব্বে যবে দ্রোন দিল দান ।
গুরু দ্রোনাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে ।
এতবলি ধনঞ্জয় অগ্নিঅস্ত্র যুড়ি
অগ্নিজ্বালে গন্ধর্ব্বের রথগেল পুড়ি ।
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রনে ভঙ্গদিয়া
পাছে যেদি অর্জুন চুলেতে ধরেগিয়া ।
স্বামীর দেখিয়ে হেন শঙ্কট সময়
নারিগান গেলা যথা ধর্ম্মের তনয় ।

গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা নাম কুম্ভক্ষ্মী ধীরে
যুধিষ্ঠির পায়েধরি সবিনয় বলে।
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার
তোমার আশ্রয় দুঃখ খণ্ডে সভাকার।
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ
সহস্র সতিনে মোর স্বামী দেহ দান।
নারীগণে ক্রন্দন দেখিয়া পাণ্ডুপতি।
অর্জ্জুনেরে আজ্ঞাকৈল ছাড় শীঘ্রগতি।
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়িল অর্জ্জুন
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন।
মোরে প্রাণদান যদি দিলা মহাশয়
করিব তোমার প্রীত ওচিত যে হয়।
অদ্ভুত চাক্ষুষি বিদ্যা আছে মোর স্থানে
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে।

এই বিদ্যা মনু পূর্ব্বে দিল নিশাকরে
বিশ্বাবসু চন্দ্রস্থানে সে দিল আমারে ।
মনুষ্য অধিক আমি সেই বিদ্যা হইতে
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতে ।
ভাইপ্রতি শত অশ্ব দিব আনি আর
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার ।
পূর্ব্বে ইন্দ্র বেত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল ।
স্থানে২ সেই বজ্র কৈল নিযোজন
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠবজ্র ব্রাহ্মণ বচন ।
শূদ্রগন কর্ম্ম করে বজ্র তার সেই
বৈশ্যগন দান করে বজ্র তারে কহি ।
ক্ষত্রিতে থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে
তেকারনে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে ।

অর্জুন বলিলা তুমি হারিলা সমরে
তোমা ঠাঞী লব অস্ত্র না চাহ আমারে ।
চাক্ষুষির বিদ্যা যদি সর্ব্বলোকে জানে
হেন বিদ্যা জানি আমি হিংশ কিকারনে
অর্জুন বলিল আমি জানি না সকল
জয় পাইয়া এতেকবিনয় কেন বল ।
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানিয়ে তোমারে ।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে ।
তোমার পুরুষক্রমে জানি ভালমতে
গুরু দ্রোন জানি তেঁহ খ্যাতি ত্রিজগতে ।
তথাপি বান্ধিল রাত্রে আমার বিষয়
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময় ।
স্ত্রীসহিত ক্রীড়াতে অবিজ্ঞা কেবা করে
বলাবল নাহি বুঝি কন্দকরি তারে ।

অনাহুত অনাগ্মীয় যেই দ্বিজগণ
তাহারে করিয়ে বন্ধ নিশার কারন।
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে
অবশ্য সংহার তার মোর শরানলে ।
পুরোহিত দ্বিজ কিম্বা সঙ্গেতে করিয়া
গৃহহৈতে বাহিরায় প্রস্থান করিয়া।
সর্ব্বমঙ্গল তার যথাকারে যায়
তাহাকে নাহিক শক্তি হিংশিতে আমায় ।
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচার্য্য তুমি পঞ্চজন
আমারে জিনিতে শক্তি হৈল ত্তেকারন।
মোর বাক্য তাপত্য শুনহ এক্ষনে
সকল নির্ম্মুল পুরোহিত্তের কারনে।
সহজে পরের হিত সদা হিতকারি
পুরহিত যেই ইন্দ্র স্বর্গ অধিকারি।

অর্জ্জুন বলিল শুন গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরে
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে ।
জননী আমার কুন্তি আছয়ে সংহতি
তাপত্য বলিয়া বল কেবা সে তপতি ।
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারণ
তব পূর্ব্ববংশ কথা শুন দিয়া মন ।
এইত সূর্য্যের কন্যা হইলা তাপতি
ত্রৈলোক্যেতে তার সম নাহি রূপবতী ।
যৌবন সময় তার দেখি দিনকর
চিন্তিত হইলে নাহি কন্যা যোগ্যবর ।
তোমার গুপর বংশে রাজা সম্বরণ
নিরবধি করে রাজা সূর্য্যের সেবন ।
উপবাস নিয়ম করয়ে চিরকাল
সেবায় করিল তুষ্ট দেব লোকপাল ।

সূর্য্যের সেবায় সম্বরণ মহারাজা
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা।
তার রূপ গুণে তুষ্ট হৈল দিনকর
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর।
তবে কত দিনে সম্বরণ নৃপবর
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর।
একাকি অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে কাননে
বহুশ্রমে অশ্ব মৈল জলের বিহনে।
অশ্বহীনে পদব্রজে ভ্রমে নৃপবর
দিগ জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর।
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরূপমা
বিদ্যুতের পুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিমা।
কন্যার রূপের তেজে দীপ্তি করে গিরি
দেখিয়া নৃপতি চিন্তে আপনা পাসরি।

সফল আমার জন্ম বলে নৃপবর
হেন রূপ দেখিলাম চক্ষুর গোচর।
পূর্ব্বেতে নৃপতি যত দেখিল স্ত্রীগণে
সভাকারে নিন্দা রাজা করে নিজমনে।
ত্রিভুবন রূপ কিবা বিধাতা মথিল
সভাকারে শ্রেষ্ঠ করি ইহারে নির্ম্মিল।
স্থিরকরিকায় রাজা করে নিরীক্ষন
চিত্রের পুত্তলি প্রায় হইল রাজন।
কতক্ষনে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যা পাশে।
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী।
যুগল অতুল পদ্ম যুগপদ্ম চারু
তাহাতে স্থাপন তোর যুগ্ম রম্ভাউরু।

নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ কাঁকালিত সরু
নয়ন খঞ্জনযুগ কামচাপ ভুরু ।
অতুল যুগল কুচ কন্দর্প সকল
ভুজঙ্গিযুগল ভুজ জঘন সরল ।
আনন্দিত অঙ্গ কন্যা দেখিয়া তোমার
পরসিতে বাঞ্ছা করে রত্ন অলঙ্কার ।
কে তুমি দেবতাকন্যা নতুবা অপ্সরী
নাগিনী মানুষী কিবা হবেবা কিন্নরী ।
কত দেখিয়াছি চক্ষে শুনিয়াছি কর্ণে
এমত অদ্ভুত নাহি কহে কোন জনে ।
কে তুমি কাহার কন্যা কহ শশিমুখী
কি হেতু পর্ব্বত-মধ্যে আছহ একাকি ।

চাতকের প্রায় মোর কর্ন করে আশা
তৃপ্তি কর কর্ন মোর কহি একভাষা।
বিবিধ অনেক কপে নৃপতি বলিল
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্ধ্যান হইল।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুত লুকায়
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিগে চায়।
কন্যা না দেখিয়া রাজা হরিল চেতন
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা সম্বরণ।
অন্তরিক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল
ডাক দিয়া তপতী রাজার প্রতি কৈল।
কি কারণে অচেতন হৈলা নৃপবর
উঠহ নৃপতি তুমি যাহ নিজঘর।
কন্যার এতেক রাজা শুনিয়া বচন
মরণ শরীরে যেন পাইল চেতন।

চেতন পাইয়া রাজা ঊর্দ্ধমুখে চায়
অন্তরিক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায়।
রাজা বলে কামশরে হানিল শরীর
বহুমত ধরে তভু চিত্ত নহে স্থির।
তোমার বদন দেখি অন্য নাহি মনে
গরলে ব্যাপিত যেন ভুজঙ্গ দংশনে।
তোমা বিনা অন্য দেখি রাখিব জীবনে
কদাচিত নহে হেন অবশ্য মরনে।
পাইলাম পুনি শুনি তোমার বচন
অনুগ্রহ কৈলে মোরে হেনলয় মন।
মোর হিতে দয়া যদি হইল তোমার
আলিঙ্গন দিয়া প্রান রাখহ আমার।
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার
পিতার স্থানে প্রার্থনা করহ আমার।

মোর পরিচয় তোরে দিয়ে নরপতি
সূর্য্যকন্যা নাম আমি ধরিয়ে তপতী।
তপঃক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধিন
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন।
এত বলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান।
এথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগন লৈয়া
ভ্রমিল সকল বন রাজা না দেখিয়া
পর্ব্বত ওপর তবে দেখে নরবর
পড়িয়াছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর।
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ
ধরি বসাইল তবে করিয়ে যতন।
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিগে চায়
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল কায়।

কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগনে।
বুদ্ধিমন্ত এক রাজা রাখিল সংহতি
সূর্য্যের উদ্দেশে তপ করে নরপতি।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে
এক চিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে।
তবে চিত্তে অনুমানি রাজাসম্বরন
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিলা স্মরন।
আইলা বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরনে
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে।
তপতি কারনে তপ তপন সেবনে
জানি মুনিরাজ চিত্তে জানিল তখনে।
অন্তরিক্ষে উঠি গেলা আকাশমণ্ডল
দ্বিতীয় ভাস্কর তেজ যার অপারল।

কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্য করিল প্রণাম
সবিনয়ে আনাইল আপনার নাম।
ভাস্কর বলিল মুনি কহ সমাচার
কোন প্রয়োজনে আইলা আলয় আমার।
কোন কার্য্যে অভিলাষ কর মুনিবরে
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে।
পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়ে বশিষ্ঠ জোড়করে
মোর এই নিবেদন তোমার গোচরে।
ভারতবংশের রাজা নাম সম্বরন
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন।
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুরত
চিরকাল সম্বরন তোমা অনুগত।
তাহার বরন হেতু তোমার তনুজা
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী অনুজা।

অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে উত্তম
এই হেতু যে আজ্ঞা করহ বিহঙ্গম।
ভাস্কর বলিল তুমি মুনিতে প্রবীন
ক্ষত্রিতে নাহিক কেহ সম্বরণ সমান।
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ তুমি হও তিনজনা।
তোমার বচন আমি না করিব আন
তপতী কন্যারে দিব সম্বরণে দান।
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্প্পন
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিলা গমন।
তপতী দেখিয়া তপ তেজি নৃপবর
বশিষ্ঠেকে স্তব করে করি জোড়কর।
তবে ঋষি দোঁহার বিভা করাইল
রাজারে রাখিয়ে মুনি নিজাশ্রমে গেল।

বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা রাজা সেই বনে
তপতী লইয়া রাজা ক্রীড়ে সম্বরনে।
যেই বৃদ্ধমন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি
তারে রাজ্যভার দিয়া পাঠাল নৃপতি।
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে।
এথায়ে রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল।
বৃক্ষআদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া
অশ্বগন পক্ষি যত মরিল পুড়িয়া।
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হয় ডাকা চুরি
একেরে না মানে অন্য সত্য পরিহরি।
কুটুম্ব বান্ধবগনে কেহ নাহি সহে
সকল মনুষ্যগন হইল শব প্রায়ে।

হীন শক্তি স্থানেং রহিলা পড়িয়া
স্থানেং অস্থিপুঞ্জ পর্ব্বত জিনিয়া।
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গুনি।
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে
মহামুনি বশিষ্ঠ আইল কত দিনে।
রাজা ভঙ্গী দেখিয়ে চিন্তিত মুনিবর
রাজারে আনিতে গেলেন পর্ব্বত উপর।
বার্ত্তা পাইয়া অনুতাপ করিল রাজন
তপতী সহিত দেশে করিল গমন।
দেশে আসি যজ্ঞ দান করিল নৃপবর
তবে বৃষ্টি কৈল তথা দেব পুরন্দর।
পুনঃ শস্য জন্মিল আনন্দ প্রজাগন
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরন।

তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল
তপতীর গর্ব্ভে হৈল কুরুমহিপাল ।
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় লিখনে
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল যে কারণ ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে বলেন রাজনে
বীর্য্য অর্থ কায় প্রাপ্তি হৈল সম্বরণে ।
তপতীর গর্ব্ভে জন্ম কুরু নরবর
যার বংশে জন্ম তুমি পঞ্চ সহোদর ।
তাপত্য বলিয়া তেঞি বলিয়ে তোমারে
পূর্ব্ব বংশ কথা এই খ্যাত চরাচরে ।
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ।
পিতামহ নিজ তেজে রক্ষা কৈল মুনি
কেবা সে বশিষ্ঠ কহ তার কথা শুনি ।

গান্ধর্ব্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোবিল
বশিষ্ঠের গুন কর্ম্ম না যায় কহন।
কাম ক্রোধে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে।
বিশ্বামিত্র বহু তারে ক্রোধ করাইল
তথাপিহ মুনি তারে কিছু না কহিল।
ইক্ষাকুবংশেতে যত রাজ বুদ্ধি বলে
নিস্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল স্বর্গগুনে।
অর্জুন বলিল যত অদ্ভুত কথন
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কিকারণ।
গান্ধর্ব্ব কহিল কথা পূর্ব্ব পুরাতন
কনৌজ নামেতে দেশ গাধিনামে রাজন।
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুনযুত
বেদবিদ্যা বুদ্ধি বলে ভুবনে অদ্ভুত।

এক দিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন
মহাবনে প্রবেশিলা মৃগয়া কারণ।
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হইল নৃপবর।
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম
ভ্রমিতেং পাইল মুনির আশ্রম।
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন।
রাজা দেখি পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনিবর
অতিথের বিধানেতে পূজিল বিস্তর।
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত দেখি
নন্দিনী গাবীর ওরে বলে মুনি ডাকি।
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার
যে যাহা চাহে তোষ কর সভাকার।

বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া সুরভী নন্দনী
সং:সারে যাহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী ।
হু:-কারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা রত্নধন ।
বস্ত্র অলঙ্কার মালা কুসুম চন্দন
বিচিত্র পালঙ্ক সভা বসিতে আসন ।
যেই যাহা ইচ্ছা তাহা পায় ততক্ষন
পরম আনন্দ পাইল সবর্ব সৈন্যগন ।
গাবীরে দেখিয়া কর্ম্ম বিস্ময় রাজন
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধীর নন্দন ।
এই গাবী মুনিরাজ আজ্ঞা কর মোরে
এক কোটি গাবী দিব স্বর্নময় খুরে ।
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগন ।

মুনি বলে দেবদ্রব্য না দিব রাজন
দেবতা অতিথি হেতু আছে মোর স্থান।
রাজা বলে মুনি তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্য নাহি প্রয়োজন।
হেন দ্রব্য মুনিবর রাজাকে সে সাজে
কি করিবা তুমি ইহা থাক বনমাঝে।
গাবী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়
নিশ্চয় লইব গাবী কহিল তোমায়।
মাগিলে না দিব গাবী লৈয়া যাব বলে
ক্ষত্রি কর্ম্ম আমার লইব বলেছলে।
মুনি বলে রাজা তুমি অধিকারী দেশে
বলিষ্ঠ ক্ষত্রির সৈন্য সহায় বিশেষে।
যথা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার
সহজে তপস্বিদ্বিজ কি শক্তি আমার।

শুনি বিশ্বামিত্র ডাকি বলে সৈন্যগনে
কামধেনু লৈয়া চল করিয়া বন্ধনে।
শুনি যত সৈন্যগন গলে দিল দড়ি
চালাইল কামধেনু পাছে মারে বাড়ি।
প্রহারে পীড়িল গাবী তভু নাহি যায়
ঊর্দ্ধমুখে সজলাক্ষে মুনিপানে চায়।
মুনি বলে নন্দিনী কি চাহ মোর ভীতে
তোমার যতেক কষ্ট দেখেছি চক্ষেতে।
তপস্বিব্রাহ্মন আমি কি করিতে পারি
বলে তোমা লৈল রাজা রাজ্য অধিকারী
তবে রাজসৈন্যগন বৎসকে ধরিয়া
আগে লৈয়া যায় তার গলে দড়ি দিয়া।
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দনী
ডাক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি।

ওপরোধি হৈলা মুনি কর দুষ্ট লোকে
কি করিব মুনি আজ্ঞা করহ আমাকে।
মুনি বলে আমি তোমাত্যাগ নাহি করি
বলে লৈয়া যায় রাজা কি করিতে পারি।
নিজ শক্তি বলে যদি পার রহিবারে
তবে সে রহিতে পার কহিল তোমারে।
মুনিরাজ মুখে এত শুনিয়া বচন
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর বাড়াইল তনু।
ঊর্দ্ধমুখ করি গাবী হাম্বারবে ডাকে
নানা জাতি সৈন্য বাহিরায় লাখেলাখে
পল্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাতে
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে।
মূত্রেতে হইল জন্ম বহু ব্যাধিগন
দুই পার্শ্বে হৈল পুন্ডুকিরাত জবন।

যম্মহিল লোহলম্ব মুখের ফেনাতে
নানা জাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদ হৈতে ।
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন
দুই সৈন্য দেখাদেখি হৈল মহারণ ।
বিশ্বামিত্র সৈন্যগন যতেক আছিল
এক জন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল ।
করিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্র সেনা
রাজা বিদ্যমানে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা ।
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী
মুনিসৈন্য রাজসৈন্যের পাছে যায় খেদি ।
পালায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়
সর্ব্ব সৈন্য বশিষ্ঠের পাছে দেখি যায় ।

বনের বাহির করি গাধীর কুমারে
বাহুড়িয়া সৈন্যগন মুনিরে জোহারে।
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান
মুনির সদনে এত পাই অপমান।
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনেমনে গনে
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ জানিল এক্ষনে।
ধিক ক্ষত্রি জাতি মোর ধিক রাজপদে
এক তপস্বী দ্বিজ নারিল বিবাদে।
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মন।
ব্রাহ্মন হইব কিবা যাউক পরান
এত চিন্তে বিশ্বামিত্র কৈল অনুমান।
দেশে পাঠাইয়া দিল সর্ব্ব সৈন্যগন
তপস্যা করিতে গেলে মহা কানন।

বিশ্বামিত্র তপ কথা অদ্ভুত কথন
যার তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিতে জ্বালিয়া অগিনি
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকে নৃপমণি।
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন
অস্থি চর্ম্ম সার মাত্র আহার পবন।
বরষা কালেতে যথা সদাই বরষে
যোগাসন করি রাজা মধ্য দেশে বৈসে।
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপরে
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবরে।
শীতকালে হীন বস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিশয়।
এই মত তপস্যা দশসহস্র বৎসর
তপে তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা দিতে আইলা বর।

ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধীর নন্দন
বিশ্বামিত্র বলে মোরে করহ ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মা বলে বিশ্বামিত্র হও ক্ষত্রি জন্ম
ক্ষত্রি হৈয়া দ্বিজ হবে দুস্কর এ কর্ম্ম।
অন্য বর চাহ তুমি যেই লয় মন
বিশ্বামিত্র বলে অন্য নাহি প্রয়োজন।
ব্রহ্মা বলে আর জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ
এক্ষনে যে চাহ তাহা মাগিহ রাজন।
বিশ্বামিত্র বলে আমি অন্য নাহি চাহি
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রহ্মত্ব বা পাই।
এত শুনি প্রজাপতি করিল গমন
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধীর নন্দন।
ঊর্দ্ধ দুই পদ করি ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া
এক পদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া।

শুষ্ককাষ্ঠ মত সে দেখিয়া নরবর
কেবল জাগিয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর।
তার তপে মহা তাপ হইল তিন লোকে
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সভাকে।
সহিতে নারিল ব্রহ্মা আইলা আরবার
ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধীর কুমার।
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি পূর্বে
ব্রাহ্মণ করহ মোরে বর যদি দিবে।
এড়াইতে নারিলা সৃষ্টির অধিকারী
বিশ্বামিত্র গলে দিল আপনি উত্তরি।
বর দিয়া প্রজাপতি করিল গমন
বিশ্বামিত্র মুনি হইল মহা তপোধন।
তপে সম নাহি তার হয় কোন জন
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান।

সুরাসুর নাগ নর বশিষ্ঠকে পুজে
সোমপান করিলে সহিত দেবরাজে ॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুজি বলে অনুক্ষনে।
ইক্ষাকুবংশেতে রাজা সর্ব্বগুন ধাম
সংসারেতে বিখ্যাত কল্যানপদ নাম ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত
যজ্ঞ হেতু তাহারে করিল নিমন্ত্রিত।
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এক্ষন।
মুনি না আইল রাজা হইল ক্রোধমন
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রন।
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠনন্দন।

রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবরে
শক্তি বলে মোরে পথ দেহ দণ্ডেশ্বরে ।
রাজা বৈল রাজ পথ জানে সর্ব্বজনে
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারণে ।
শক্তি বৈল দ্বিজ পথ বেদের বিহিত
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব তুরিত ।
এই মতে বোলাবুলি হইল দুই জনে
কেহ না ছাড়িল পথ কোপিল রাজনে ।
হাতেতে পুরোবি বাড়ি আছিল রাজার
ক্রোধে মুনি অঙ্গে রাজা করিল পুহার ।
পুহারে তন্ত্রুর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে
ক্রোধ চক্ষে চাহিয়া রহিল নৃপবরে ।
উত্তমবংশেতে জন্ম করিসা অনিতি
ব্রাহ্মনে হিংশা তুমি করিষ দুর্ম্মতি ।

এই পাপে মোর শাপে হও নিশাচর
মনুষ্যের মাংসে তোর পূরুক উদর ।
শাপ শুনি ব্যাস্ত হইল সৌদাশ নন্দন
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন ।
হেনকালে বিশ্বামিত্র পাইয়া অবসর
রাজ অঙ্গে নিযোজিল এক নিশাচর ।
রাক্ষস শরীরে হৈল রাজার অজ্ঞান
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি হৈলা অন্তর্দ্ধান ।
সন্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন
পশু যেন ব্যাঘ্র ধরি করয়ে ভক্ষন ।
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ তার ফল
এইত বলিয়া তার ঘাড় মুচড়িল ।
শক্তি মুনি খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর
উন্মত্ত হইয়া বুলে বনের ভিতর ।

দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেলা মুনিবরে ।
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কোঙর
বর পাইয়া বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার ।
একে২ দেখাইয়া দিল সর্ব্বজনে
সভারে ধরিয়া রাক্ষস করিল ভক্ষণে ।
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়
শতপুত্র না দেখিয়া হইল বিস্ময় ।
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল
শক্তি সহ শতপুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল ।
শত পুত্রের শোকে মুনির দহয়ে শরীর
মহাবীর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির ।
আপনার মরণ বাঞ্ছিলা মুনিবর
শোকাকুলে প্রবেশিলা সমুদ্র ভিতর ।

সমুদ্র দেখিয়া মুনি ঝাঁপ দিল কূলে
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে।
শুষ্ক পর্ব্বতে গিয়া উঠিলা সে মুনি
তথা হইতে শোকাকুলে পড়িল ধরণি।
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হইতে পড়ি
তুলারাশি হইল মুনি যায় গড়াগড়ি।
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ।
যোজন প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে।
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তি ভল্লুক শূকর।
বশিষ্ঠ দেখিয়া সভে পলাইয়া যায়
হেনমতে ভ্রমে মুনি অনেক উপায়।

মরণ নহিল মুনি ভুমিল সংসার
কত দিনে আইল মুনি গৃহে আপনার ॥
একশতপুত্র শূন্য দেখি মুনিবর
পুত্র শোকে অবস হইল কলেবর ॥
চতুর্দ্দিগে অনুক্ষন বেদ অধ্যায়ন
নানা শাস্ত্র পঠন করেন পুত্রগন ।
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত
গৃহ মধ্যে প্রবেশিতে নাহি হয় চিত ।
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর
মরিতে ওপায় মুনি করে নিরন্তর ।
এক গোটা নদী দেখি গভীর গম্ভীর
ভয়ঙ্কর লক্ষ২ আছয়ে কুম্ভীর ।
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি
হেন কালে পাছু হইতে বেদধ্বনি শুনি ॥

বিস্ময় হইয়া মুনি ওলটিয়া চায়
শক্তি ভার্য্যা অদৃশ্যন্তি দেখিল তথায়।
জোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা
তোমার সংহতি প্রভু আইলাম এথা।
মুনিবলে সঙ্গে আর আছে কোন জন
শতং বেদধ্বনি কৈল ওচ্চারন।
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর
এত শুনি বলে দেবী বিনয় ওত্তর।
শক্তির নন্দন আছে আমার ওদরে
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে।
এত শুনি বশিষ্ঠ হইলা হৃষ্টমন
বংশ আছে শুনিয়া বর্ত্তিলা তপোধিন।
বধুসঙ্গে লইয়া চলিলা পুর্নঘর
হেন কালে ভেটিল রাক্ষস নরবর।

নির্জন গহনবনে থাকে নিরন্তর
বহুনর পশু খাইয়া পূর্নিত ওদর।
নৃপতি কল্যানপদ দেখি বশিষ্ঠেরে
যুকয়েলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে।
বিপরিত মূর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠদণ্ড
তৃতিয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড।
নিকটে আইল মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর
দেখি অদৃশ্যান্তি দেবী কাঁপে থরং।
শ্বশুরে ডাকিয়ে বলে শুন মহাশয়
মৃত্যু ওপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয়।
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ
তোমা বিনে রাখে ইথে নাহি হেনজন।
বশিষ্ঠ বলিলা বধু না করিহ ভয়
নৃপতি কল্যানপদ রাক্ষস এ নয়।

এতেক বলিতে দুষ্ট আইলা নিকটে
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকটে ॥
মুনির হুংকারেতে রহিল কত দূরে
কমণ্ডলু জল মুনি ফেলিলা ওপরে ।
রাজঅঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহিরে
ইহা দেখি অত্যন্ত বিরস মুনিবরে ।
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন
কৃতাঞ্জুলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ।
অধীন পাপিষ্ঠ আমি পাপের নাহি অন্ত
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ।
মুনি বলে চল শীঘ্র অযোধ্যানগরে
কদাচিত অমান্য না করহ দ্বিজেরে ।
রাজা বলে আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর
তব আজ্ঞা বর্ত্তি আমি যাবত কলেবর ।

সূর্য্যবংশে জন্ম মোর সৌদাস নন্দন
হেন কর মোরে নাহি নিন্দে কোনজন ৷
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা সে পাইয়া
অযোধ্যানগরে পুন রাজা হৈল গিয়া ৷
বধূ সহ বশিষ্ঠ আইলা নিজ ঘর
কত দিনে জন্ম হৈল মুনি পরাসর ৷
পুত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল
অতি যত্নে মুনিরাজ যতনে পুষিল ৷
শিশুকাল হৈতে পরাসর মহামুনি
পিতা বলি বসিষ্ঠেরে নিজ মনে জানি ৷
এক দিন পরাসর মায়ের গোচরে
বাপং বলিয়া ডাকেন বশিষ্ঠেরে ৷
শুনি অদৃশ্যন্তি শোক হইল প্রচুর
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর ৷

বাপ নাহি পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে বাপ বলি ডাক কি লাগিয়া।
যেই কালে ছিলা তুমি আমার উদরে
তোমার জনকে বনে খাইল নিশাচরে।
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন
বিশেষে মায়েকে দেখি শোকেতে ক্রন্দন।
ক্রোধেতে শরীর কম্প লোহিত লোচন
কি করিব হৃদয় চিন্তিল তপোধন।
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা
রাক্ষসের হাতে মোর বিনাশিলে পিতা।
আজি তার সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন
এ তিন লোকেতে তার না রাখিব একজন।
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার
বশিষ্ঠ জানিলা সে এ সব সমাচার।

মুনির বচনে তারে করেন প্রবোধি
অকারণে তাত তুমি কারে কর ক্রোধি ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত ॥
কর্ম্ম অনুরূপে শক্তি হইলা নিধন
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ ॥
কার অতি শক্তি তারে মারিবারে পারে
ধর্ম্ম অনুরূপ ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপ তত্ত্বে দেহ মন
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবে নিধন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন কহিয়ে তোমারে
কার্ত্তবীর্য্য বলি ছিলা এক নরবরে ॥

ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজা কৈল্ল অনুষ্ঠিত ।
সর্ব্ব ধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে
ধনহীন হৈল যেই রাজা হৈল দেশে ।
ভৃগুবংশে রাজাগন আনিল ধরিয়া
মাগিল যজ্ঞের ধন দেহ ফিরাইয়া ।
ভয়ে তবে বিপ্রগন বলিল বচন
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন ।
এত শুনি ছাড়িদিল সর্ব্ব দ্বিজগন
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন ।
রাজ ভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্ব ধন দিল
কেহ২ কত ধন পুতিয়া রাখিল ।
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচরে
অল্প ধন দেখিয়া রুষিল নরবরে ।

অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন
ঘরের ভিতরেতে পুতিল সর্ব্ব ধন ।
সৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল যে গিয়া
বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া ।
ধন দেখি ক্রোধ হৈলা যত ক্ষত্রিগন
ব্রাহ্মনে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন ।
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল
যতেক ব্রাহ্মনগন কাটিল সকল ।
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল
দুগ্ধ পোষ্য বালক আদি সকলি মারিল ।
গর্ব্ভবতী স্ত্রীগনের চিরিয়া উদর
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর ।
বড় কলরব হৈল ব্রাহ্মন নগরে
স্ত্রীগন লইয়া প্রান যায় দেশান্তরে ।

এক ভৃগু পত্নি সে আছিলা গর্ব্ভবতী
স্বামিগর্ব্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী।
উদর হইতে গর্ব্ভ উরুতে থুইয়া
ক্ষত্রিগন ভয়েতে যায়েন পলাইয়া।
যতেক ক্ষত্রিয়গন বেড়িল তাহারে
যাইতে নহিল শক্তি পুন গর্ব্ভ ভরে।
মহাভয়ে প্রসব হইল সেইখানে
দশসূর্য্য প্রায় তেজ বিরয়ে নন্দনে।
দৃষ্ট মাত্রে ক্ষত্রিগন সব অন্ধ হৈল
বহুং ক্ষত্রিগন ভস্ম হৈয়া গেল।
জোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রিগন
ব্রাহ্মনেরে স্তুতি বহু বিনয় বচন।
পুত্রে কহি ব্রাহ্মনী সভারে চক্ষু দিল
প্রান লৈয়া ক্ষত্রিগন পলাইয়া গেল।

পিতৃ পিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার
মহাক্রোধি হইলা তবে ভৃগুর কুমার ।
মহাদুষ্ট ক্ষত্রিগন কৈল অবিচার
অনাথের প্রায় দ্বিজ হইল সংহার ।
বিধি তার দুষ্ট কর্ম্ম জানিল এক্ষন
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন ।
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে ভৃগুবর
অনাহারে তপ মঞ্চিহাতার বহু সয় ।
তপানলে তাপিত হইলা ত্রিভুবন
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন ।
দেবগন মিলি যুক্তি করিলা তখন
নিবারন হেতু পাঠাইল সর্ব্বজন ।
ঔর্ব্ব প্রভৃতি পিতৃগন বলিলা বচন
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারন ।

আমা সভা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে
আমা সভা মারিবারে কার শক্তি পারে ।
কাল ওপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন
তেকারনে ক্ষত্রি হাতে হইল মরন ।
আপনার মনে জানি ক্ষমা দিল মনে
হীনকর্ম্মে হীনতাপি নাহি কোন জনে ।
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মনের বির্ম্ম
আমা সভা না কহে তোমার ক্রোধিকর্ম্ম ।
পিতৃগন বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি
মতেক কহিলা সভে আমি সব জানি ।
পূর্ব্বে আমি ক্রোধেতে করিল অঙ্গিকার
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহার ।
বিশেষ ক্ষত্রিয়গন কৈল দুরাচার
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার ।

দুষ্ট লোকে সমুচিত যদি ফল নহে
সংসারে যতেক লোক সেইত্ত করয়ে।
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রিগন
অল্প দোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মন।
যখন ছিলাম আমি জননী ওদরে
ক্ষত্রি ভয়ে মোর মাতা এড়িলেন ওরে।
আর যত ব্রাহ্মনী পাইয়া গর্ব্ভবতী
ওদর চিরিয়া মাইল ক্ষত্রি দুষ্টমতি।
অনাথের প্রায় করি মারিল সভারে
সে সব স্মঙরি মোর হৃদয় বিদরে।
হেন দুষ্ট জনে যদি শাস্তি নাহি দিব
এই মত দুষ্টাচার ত্যাগ না করিব।
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় যেই জন
কাপুরুষ বলি হয় সংসারে ঘোষন।

এই হেতু ক্রোধ মোর হইল অপার
নিবর্ত্তি না হবে ক্রোধ না কৈল সংহার।
ক্রোধ মহাপাপ তুল্য নাহিক সংসারে
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে।
বিশেষে যতির ক্রোধ চাণ্ডাল গনন
এ সর্ব্ব শুনিয়া বাপু কর সম্বরন।
আমি সব পিতৃ সব হই গুরুজন
আমা সভাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন।
নিবর্ত্তি করিতে যদি নাহিক শকতি
উপায় করিয়ে এক শুন মহামতি।
ত্রৈলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে
জল বিনে মুহূর্ত্তেকে নাহিক সংসারে।
তেকারনে জল মধ্যে এড় ক্রোধানল
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইব সকল।

ঔর্ব বলে না লঙ্ঘিব সভার বচন
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন।
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে
দ্বাদশযোজন নিত্য পোড়ে সিন্ধু মাঝে।
বশিষ্ঠ বলিল তাত পূর্ব্বের কাহিনি
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব মুনি।
এত শুনি পরাশর ক্রোধ শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল।
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ
পিতৃ বৈরি নিশাচরে করিব নিধন।
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিত্তে।
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল মরণ
রাক্ষসেতে আরম্ভিল শক্তির নন্দন।

পরাসর যজ্ঞ কথা অদ্ভুত কথন
যে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস নিধন।
তিন নিয়া পুত্তি যবে বলে দেববাণী
পরাসর মুনি হৈল জ্বলন্ত আগুনি।
বেদমন্ত্র অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গিকার
সঙ্কল্প করিল সবে রাক্ষস সংহার।
যজ্ঞের অনল গিয়া হইল আকাশে
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে।
গিরিসিন্ধুনগর কানন আদি গ্রামা
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম।
লক্ষ লক্ষ কোটি২ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে
হাহাকার কলরব করিয়া শবদে
পুঞ্জ২ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চস্বরে।

মহাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্কর
কারু সপ্ত মুণ্ড কারু অষ্ট দশ কর।
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ
কূপময় তনুতে রহয়ে ঘন লোহ।
পর্ব্বত আকার কেহ জিহ্বা লহ লহ
বিপুল উদর কারু দেখি শুষ্ক দেহ।
কেহ২ প্রবেশিল পর্ব্বত কোঠরে
প্রাণ ব্যাগ্র কোন জন বৃক্ষ চাপি ধরে।
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতরে
পাতালে প্রবেশ কেহ যায় দিগান্তরে।
কর্কট সিংহেতে যেন জল ধারা বরষে
লিখন না যায় যত অনল প্রবেশে।
দশদিগ কলরব হইল হাহাকার
প্রলয় কালেতে যেন মজয়ে সংসার।

আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি।
কোন কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষন
যজ্ঞে লৈয়া আইসে যত্নে করিয়া বন্ধন।
পরাসর যজ্ঞে হইল রাক্ষস সংহার
পৌলস্ত্য পাইল সে সকল সমাচার।
পৌলস্ত্য নামেতে তথা ব্রহ্মার নন্দন
যার সৃষ্টি হৈল যত নিশাচরগন।
সৃষ্টি নাশ হইল চিন্তিত মুনিবর
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর।
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগন
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর
পরাসরে চাহি মুনি করিল উত্তর।

বড় যশ উপার্জ্জিত শক্তির নন্দন
অনেক রাক্ষসগণে করিল নিধন।
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হইয়া কর হেন কর্ম্ম
কোন বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা ধর্ম্ম
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে
আর কেহ দ্বিজ নাহি কেহ তপ করে।
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীন জন
সেকারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ।
মৃত্যু বলি সংসারে বড়ই আছে ব্যাধি
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার মহৌষধি
শতবৎসরেতে কেহ সহস্র বৎসরে
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে।
ব্যাঘ্র হস্তি হাতে কিম্বা জলে ডুবি মরে
শত শত ব্যাধি আছয়ে সংসারে।

যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম নিবর্বন্ধনে
কাহার আছে শক্তি তাহা করয়ে খণ্ডনে ।
সকল জানহ তুমি শাস্ত্রের গোচরে
জানিয়ে এমন কর্ম্ম কর অবিচারে ।
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন
মহাক্রোধি হইল অল্প দোষের কারণ ।
আপনার মৃত্যু ভবে আপনি সৃজিল
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল ।
অল্পদোষে মহাক্রোধি দ্বিজে অনুচিত
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নিবন্ধিত ।
রাক্ষসের কোন দোষ বুঝিলে আপনে
অসংখ্য রাক্ষস ভষ্ম কৈল কিকারনে
যে কর্ম্ম করিলে তুমি দ্বিজের এ নহে
দ্বিজ ক্রোধি কৈলে ক্ষনে হইব প্রলয়ে ।

বধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে।
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে
হতশেষ যে আছে রক্ষহ রক্ষগণে।
আমার বচন যদি চিত্তে নাহি লয়
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহ।
বশিষ্ঠ কহিলে সত্য কহিলেন মুনি
পূর্ব্বেই কহিনু বাপু এ সব কাহিনি।
অকারণে হিংসায় উপজিলে পাপ
এ সর্ব্ব করিলে কিবা দুঃখ পাবে বাপ।
ক্রোধ ত্যাগ করি ছাড় লোকের হিংসন
পৌলস্ত্য মুনির বাক্য করহ পালন।
এত শুনি পরাশর হৈল সমাধান
বহু যত্নে কৈল যজ্ঞ অগ্নি নির্ব্বাহিল।

নিবর্ত্ত না হইল অগ্নি পর্ব্ব কাল্পিকারে
সংকল্প করিল সর্ব্ব রাক্ষস সংহারে ।
আহুতি না পাইয়া অগ্নি প্রবেশিল বনে
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দাহনে ।
গান্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন
কহিল এ সব কথা পূর্ব্ব পুরাতন ।
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ।
তথাপিহ তারে ক্রোধ না করিল মুনি
যম হইতে লৈতে পারে তথাপি না জানি ।
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান
নৃপতি কল্মাষ পদে দিল পুত্র দান ।
যে রাজা হইল হেতু শতপুত্র নাশে
তারে পুত্রদান কৈল আপন ঔরসে ।

অর্জুন বলিল ইহার কহত কারণ
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন।
একেতো পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্যা
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম।
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরণ
শক্তি শাপে নিশাচর হইল রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল সদায় কলেবর
ভক্ষ অনুসারে ফিরে অরণ্য ভিতর।
হেন কালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ যুবতি।

কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাষ নন্দন।
তোমার বংশেতে সভে দ্বিজে সেবা করে
ব্রাহ্মণেরে বধি না করিহ নরবরে।
আজি মোর প্রথম হৈয়াছে ঋতু স্নান
প্রথম বয়েস নাহি যাই স্বামীস্থান।
অতিশয় ক্ষুধার্ত হৈয়াছ যদি তুমি
আমারে ভক্ষন কর ছাড় মোর স্বামী।
এতেক কাতরে যদি ব্রাহ্মণী বলিল
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনি না শুনিল।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষন
ঘাড়ভাঙ্গি রক্ত পান কৈল ততক্ষন।
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জালিল অনল।

অগ্নি প্রদক্ষিন করি ডাকি বলে নৃপে
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মোর শাপে।
মোর ঋতু ভুঞ্জিতে না দিল মোর স্বামী
এইমত নৈরাশ হইবে দুষ্ট তুমি।
স্ত্রী পরশ কৈল তোরে অবশ্য মরণ
দিল তোরে শাপে মোর নহিবে খণ্ডন।
সূর্য্যবংশ করিলে কহিয়ে উপদেশে
বংশরক্ষা হব তোর ব্রাহ্মণ ঔরসে।
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নি মাঝে
দ্বাদশবৎসর বনে ফিরে মহারাজে।
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন
সচেতন হৈয়া দেশ করিলা গমন।
স্নান দান জপ হোম করিল নৃপতি
শয়ন করিতে গেলা যথা দময়ন্তী।

দময়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণে
ব্রাহ্মণী দিলেক শাপ দারুণ বচনে ।
স্ত্রী পরশ কৈলে রাজা হবেক মরণে
সেকারণে মোর অঙ্গ না ছুও রাজনে ।
রানীর বচনে নিবর্ত্তিলা নরপতি
বংশ রক্ষা কারণ চিন্তিত মহামতি ।
বশিষ্ঠ হইতে হবে শুনি লোকমুখে
ভার্য্যা নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে ।
বশিষ্ঠ হইতে তার হৈল সন্ততি
সূর্য্য বংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি ।
এত শুনি অর্জুন হইল হৃষ্টমন
গন্ধর্ব্বে বলিলা তবে বিনয় বচন ।
এ সব শুনিয়া মোর বাঞ্ছা হইল মন
পুরোহিত যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ ।

পূর্ব্বে রাজাগন সব্বে পুরোহিতের তেজে
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পাইল ক্ষিতিমাঝে ।
গন্ধর্ব্ব বলিল যদি পুরোহিতে মন
দেবলঋষির ভাই ধৌম্য তপোধন ।
পুরোহিত করি তারে করহ বরণ
শুনি পার্থ তবে প্রসন্ন বদন ।
আর যত দিয়াছিল গন্ধর্ব্ব রাজনে
পার্থ বলে থাকুক ইহা তোমার সদনে ।
কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে
তখনে এ অস্ত্র যেন প্রাপ্তি হয় মোরে ।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন
একে২ পঞ্চভাই কৈলে আলিঙ্গন ।
বিদায় হইয়া গেল আপন নিলয়
উৎকোচকতীর্থে গেলা কুন্তির তনয় ।

পুরোহিত করি ধৌম্য করিল বরণ
শুলশিতে কৈল ধৌম্য আশীঃসবচন।
ধৌম্য সহ পঞ্চভাই পঞ্চাল চলিল
পথে যাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিল।
দ্বিজগণ বলে তুমি কেবা পঞ্চজন
কোথা হৈতে আইসহ কোথায় গমন।
যুধিষ্ঠির বলে আমি একচক্রা হৈতে
পঞ্চসহোদর আর জননী সহিতে।
দ্বিজগণ বলে চলো আমার সংহতি
কন্যাস্বয়ম্বর করে পঞ্চালেরপতি।
স্বয়ম্বর দেখিব পাইব বহুধন
আমাসভা সংহতি চলহ পঞ্চজন।
তোমা পঞ্চজন যদি পাঞ্চালী দেখিবে
মনে হেনলয় তোমা অবশ্য বরিবে।

তোমা পঞ্চজনে কৃষ্ণা বরিবে কাহারে
দেখিয়া বিস্ময় তাঁর জন্মিবে অন্তরে ।
এতবলি দ্বিজগণ চলিল সংহতি
পঞ্চালনগর মধ্যে হৈল উপনীতি ।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি ।
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ উপাখ্যান
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান ।

পঞ্চালনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়
কুম্ভকার গৃহ মধ্যে করিল আলয় ।
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রাহ্মণের বেশে
হেনমতে কতদিন বঞ্চি সেই দেশে ।

স্বয়ম্বর কৈল রাজা পঞ্চাল ঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ লোকে অগোচর।
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী
সেই কালে চিত্তে কৈল পঞ্চালাধিকারী।
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয়।
জৌগৃহে পুড়ি মৈল পাণ্ডুর নন্দন
হেন মতে ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্ব্বজন।
দ্রুপদ বলিল ইহা চিত্তে নাহি লয়
দেব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
বহু দেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ
না পাইল পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন।
হেন ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে।

মধ্যপথে জন্ত্র থুইল মন্ত্র বিরচিতে
পঞ্চশর সহ ধনু থুইল সভাতে ।
এই ধনুঃশর এই জন্ত্র রন্ধ্রপথে
যে বিন্ধিবে লক্ষ কন্যা ভজিবে তাহাতে ।
দ্রুপদ নৃপতি কৈল এইমত পন
রাজ্যে২ রাজাগনে কৈল নিমন্ত্রন ।
সাগর অবধি যত রাজাগন বৈসে
সসৈন্যে আইলা সভে পঞ্চালের দেশে ।
রথ অশ্ব হস্তি পদা না যায় গননা
চতুর্দ্দিগে মহাশব্দ বিবিধ বাজনা ।
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী
দশদিগ যুড়িয়া আইসে অনুবধি ।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনি
লোকমুখে কলরবে কিছুই না শুনি ।

নগর ঈশানভাগে পঞ্চালঈশ্বর
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর ॥
চতুর্দ্দিগে পরিসর মঞ্চ বিরচিল
বিচিত্র বসন দিনে রত্তন মণ্ডিল ॥
কৈলাশ শিখরে যেন দেখিতে সুন্দর
রাজাগণ রহিবারে বিরচিল ঘর ।
সুবর্ণ রজত মনি মুকুতা প্রবাল
মঞ্চ বেঢ়ি বিরচিল সুবর্ণের জাল ॥
গুবাক কদলি রুপিলেক স্থানে২
উর্দ্ধ নীচ কাটি কৈল একই সমানে ।
চন্দনের ছড়া দিয়া মাইল সব ধুল
সুগন্ধি কুসুমে মত্ত গন্ধে সব অলি ।
স্থানে২ রাখিল বিচিত্র সিংহাশন
বিচিত্র তুলির শয্যা বিচিত্র বসন ॥

লেহ্য ভোজ্য চোষ্য পেয় লিখনে না যায়
বহুদিন হৈতে সঞ্চয় কৈল রায়।
বসিল যতেক রাজা যথা যোগ্য স্থানে
পুরন্দর সভা যেন অমর ভুবনে।
মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজাগণ
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ ভূষণ।
শ্রবণে কুণ্ডল মণি গলে মুক্তাহার
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা অলঙ্কার।
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বগুণশালী
আইল যতেক রাজা না হয় বর্ণনা
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর

ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণি কর্ণ কৃপ সোমদত্ত
কোটিকোটি রথ অশ্ব পদা গজমত্ত।
জরাসিন্ধু জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ
মৎস্য রাজা শল্যসাল সিন্ধু রাজা রঙ্গ।
সকুনি সৌরনি বৃহন্নলা মহাবীর
গান্ধার রাজার পুত্র যুদ্ধে মহাবীর।
অংশুমান চেদিপাল কাশী দণ্ডধর।
পাণ্ডুপাল শ্বেতশঙ্খ বিরাট উত্তর।
পুত্রভুই পুণ্ডরিক বাসুদেব রাজা
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা।
শান্ত ভাই কলিঙ্গ নৃপতি জয়দ্রথ
বৃন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ।
নীলধ্বজ শিরবৎস রাজা সত্রাজিত
চিত্র ওপাদ্র দুর্ব্বা নন্দের সহিত।

বৃহৎক্ষত্র ঔলক কৈতব অলম্বেন্ধ
ভগদত্ত চক্রসেন সুরসেন চন্দ্র।
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরুশিবাহন
মহারাজা শৈল্যে আইল যাদুীর নন্দন।
ভুরি ভুরিশ্রুবা কেতু সুসর্ম্মা সঞ্জয়
গোশৃঙ্গ বাহ্লিক স্বর দীর্ঘ প্রহ্লাদয়।
যথা যোগ্য স্থানেতে বসিলা মঞ্চোপর
শরতের কালে যেন শোভে শশধর।
দ্রৌপদির সয়ম্বর জানিয়া অমর
দেখিবারে ইন্দ্র সহ আইলা সত্তর।
ইন্দ্র যম কুবের বরুন হুতাশন
দেবতা তেত্রিশকোটী গন্ধর্ব্ব চারন
সিদ্ধ বিদ্যাধরি ঋষি অপ্সরা অপ্সরী।
নৃত্য গীত বাদ্যেতে পুরিল স্বর্গপুরি।

গরুড় আরোহনে আইলা ঠাকুর জগন্নাথ
পাণ্ডবের বিবাহ হেতু সপ্ত বিংশ সাত।
কামপাল কামদেব কামের নন্দন
গদ সাম্ব চারুদৃষ্ণি সাত্যকি সারন।
প্রদ্যুম্ন সেন কৃতবৃষ্ণ উদ্ধব অক্রুর
পৃথু বিপুল উগ্রগদ শক্তি শঙ্কেশ্বর।
শূন্যেতে রহিলা খগপতি আরোহনে
উলশিতে শঙ্খধ্বনি কৈল নারায়নে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলক্য পুরিল
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল।
যত সভাগন সভামধ্যে বসিছিল
গোবিন্দ আইল বলি সম্ভ্রমে উঠিল।
ভীষ্ম দ্রোন কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত
শৈল্য ভুরিশ্রবা ক্রত কৌশিক সহিত।

কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবত
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজাগন যত ॥
শিশুপাল আর সাল্ব কলিঙ্গ দন্তবক্র
জরাসিন্ধু সহ যত রাজা দুষ্টচক্র ॥
কেহ বলে কারে সভে করিলা প্রনাম
দেব পশুত্ব যাগ্যি কি পুরাইব কাম ॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল
সভাইহতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
তেকারনে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে
বাদ্যকরগন সহ বাজাবার তরে ॥
জরাসিন্ধু বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান ॥
এসভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম
গোপসুতে প্রনমহ ক্ষত্রির কি ধর্ম্ম

নন্দগোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল
গোপ অন্ন খাইয়া রাখিত দিকপাল ॥
সর্ব্ব লোকে খ্যাত ভারথ ভূমিতে
জানিয়া এতেক কর্ম্ম করিলে কিমতে ॥
ভীষ্ম বলে এত তত্ত্ব আমি নাহি জানি,
পুরাতনজ্ঞান বৃদ্ধলোক মুখে শুনি।
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর
অন্যকে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলিয়ে এক চতুর্দ্দশলোকে
বিরাটপুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিন অর্দ্ধকোটী সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে দেহে
এ মত বিরাট যার নিশ্বাসে প্রলয়ে।
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার
মায়াতে মানুষ দেহ দেব নিরাকার ॥

লীলায় সৃজিল যার চরাচর জন
নাভী কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন।
ললাটে জন্মিল যাঁর চক্ষুতে তপন
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন।
ক্রিমি কীট পর্য্যন্ত যতেক মহিমায়
সর্ব্ব ভূতে যাঁরকণে আছয়ে গোপাল।
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন
সেইসে মস্তকে বন্দে গোপালচরণ।
পঞ্চমুখে অনুক্ষন পূজয়ে মহেশ
চারমুখে বিধাতা সহস্রমুখে শেষ।
হেনজনে পূজিতে আমি কিসে জানি
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমনি।

ভীষ্মের বচন শুনি হাসে সুরাসিন্ধু
কোন মূঢ়বাক্যে তুমি পড়িয়াছ বন্ধ।
যখন মারিল দুষ্ট আমার জামাতা
যে করিল আমি তাহা না জানিল বার্ত্তা।
ভয়েতে মথুরা তেজি গেল সিন্ধুতীরে
সেইত দিবসে মাত্র পালাইল ডরে।
কহ ভীষ্ম এই যদি দেবনারায়ন
মোর ভয়ে তবে পালাইল কি কারন।
ভীষ্ম বলে সে সকল শুনিয়াছি আমি
না জানিয়ে বলি চিত্তে না ভাবিহ তুমি।
পূর্ব্বেতে আছিল তুমি দৈত্যঅধিপতি
কৃষ্ণ হস্তে মৈলে সে পাইবে দিব্যগতি।
তেকারনে নারায়ন তোমারে নামাইল
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে পারিল।

শূন্যবাণী শুনি তোমা না মারিল প্রাণে
অষ্টাদশবার হারিয়া পলাইল রণে।
এত শুনি জরাসিন্ধু ক্রোধে রক্তআঁখি
পুনরপি বলে ভীমে ক্রোধ মুখ দেখি।
কি হেতু করহ তাপ মগধ প্রধান
এই আমি এথা হৈতে যাই অন্যস্থান।
কৃষ্ণনিন্দাস্থানে আমি তিলেক না থাকি
নিন্দুকে মারিয়ে কিবা সে স্থান উপেক্ষি।
এত বলি তথা হৈতে গেল অন্যস্থান
কাশীদাস বিরচিল শুন পুণ্যবান।

হেন মতে তথায় ষোড়শ দিন গেল
একলক্ষরাজা যবে সভায় বসিল।

তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণে
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদির করিতে সাজনে ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সর্ব্বধাত্রীগণ
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ।
নানা পুষ্পে সাজাইল যেখানে যে সাজে
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত দ্বিজরাজে ।
দ্রৌপদির পুরোহিত পণ্ডিত যতীন
যাত্রা কৈল সভা মধ্যে পুজিয়া অনল ।
সভা মধ্যে যখন দ্রৌপদি উপনিত
দেখি সব রাজাগণ হইল মূর্চ্ছিত ।
কামাগ্নি দহিল যেন হৈল অচেতন
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজাগণ ।
কেহ২ সেই স্থানে পড়ে মূর্চ্ছা হৈয়া
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া ।

অচেতন হৈয়া কেহ নাহি চাহে আর
কেহ২ জীবন বাখানে আপনার।
ধন্যা২ জীবন যাহে দেখিলাম এ কা
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন জন।
হেনমতে রাজাগন বিস্ময় অন্তরে
কাশীদাস বিরচিল রচিয়ে পয়ারে।

পূর্ণশরদিন্দু হেরি যেন বিন্দু
বিকচকমল মুখ
গজমতি ভুষা তিলফুল নাসা
দেখি মুনিমন সুখ।
নেত্র যুগমীন দেখিয়া হরিণ
লাজে দোঁহে গেল বন

চারুভুরু লত দেখিয়া মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন।
সম্পূর্ণ সোদর নিন্দিত অধর
পুরুবে অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দুর চাঁচরবালে।
তড়িত মণ্ডল গণ্ডেতে কুণ্ডল
হিমাংশু মণ্ডল ঘরে।
দেখি কুচকুম্ভ লজ্জায় দাড়িম্ব
হৃদয় ফাটিয়ে পড়ে।
কণ্ঠ দেখি কুম্ভ প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি বাল
প্রবেশি নবীন লাজে।

যাজা দেখি ফণি প্রবেশে বিপিন
করিহর হরি লাজে
কর কোকনদ শরদ বিশদ
দ্বিজবর নখতেজে।
কনক কঙ্কন দ্বিপদে ঝনং
নূপুর হংস শারদা
জঘন সুন্দর বিহার কন্দর
আবরনে শারদা।
রামরম্ভা তরু চারুযুগ ঊরু
দেখি নিন্দে হাত হাতি
উদরাতি কৃষ যাজা মৃগাইশ
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি।
নীল সুকমল শরীর অমল
কমলে গঠিত অঙ্গ

ভাঁরের কারণ　　হীন অভরণ
　সহজে মোহে অনঙ্গ।
কমল বদন　　কমল নয়ন
　কমল গন্ডিতগণ্ড
দ্বিকর কমল　　কমল পদতল
　ভুজ কমলের দণ্ড।
মদং বায়ু　　যোজনেক যায়
　অঙ্গের কমল গন্ধ
হইয়া উন্মত্ত　　ধায় চতুর্ভিত
　কমলজরিপু বৃন্দ।
কুরুকুল বংশে　　কমলার অংশে
　করিল কমলামৃত
কমলা বিলাশি　　বন্দি কহে কাশী
　কমলাকান্তের সুত।

দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে নৃপগণ
শীঘ্রগতি সভাই উঠিলা ততক্ষণ।
হুড়াহুড়ি করি সভে যায় বায়ুবেগে
সভে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে।
কুহুদে সুকৃতে সভে উপজিন চন্দ্র
ধনুক বেড়িয়ে দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ।
তবে মগধের পতি জরাসিন্ধু রাজা
রাজচক্রবর্ত্তি ক্ষত্রিকুলে মহাতেজা।
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃপুনঃ
নোয়াইয়া ধনুহলে দিতে নৈল গুন।
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে
মূর্চ্ছা হৈয়া নৃপতি পড়িল কত দূরে।
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল
ধনু ধরে জানুপাতি নোয়াইয়া হুল।

মুখে উঠিল রক্ত কম্পিত কলেবর
কত দূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধুলায় ধূসর ।
তবে মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজন
ঠেলাঠেলি করি ধনু লৈল প্রাণপণ ।
আজুক তুলিবার কার্য্য ছাড়িতে না পারিল
হাসিয়ে সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি লৈল ।
কন্যাকে দেখিয়ে বুড়া খাইলি কি লাজ
লক্ষ বিন্ধি আসিয়াছ হাসাতে সমাজ ।
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে চাহ
এই মুখে মৎস্যদেশ রাজপনে যাহ ।
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনুঃ
দেখিয়া কীচবীর ক্রোধে কাঁপে তনু ।
কত দূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ।

পায় চাপি ধরি ধনু গুন দিতে চাহে
কত দূরে পড়িল হইয়া মৃত্যুপ্রায়ে।
মত্ত দশসহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম
ধনুতে দিবার গুন না হইল ক্ষেম।
শিশুপাল মহারাজা চেদিরঈশ্বর
বড় লজ্জা পাইল তেহঁ সভার ভিতর।
লজ্জা ভয়ে পুনঃপনে লোয়াঁইল ধনু
না পারিল ধৈর্য্য হৈতে হীনবীর্য্য তনু।
ধনুস্থলে চিবুক লাগিয়া উলটিল
কত দূরে রাজাগন উপরে পড়িল।
মুকুট ভাঙ্গিল তনু হৈল মহাক্ষীন
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন।
একে২ যত হয় নৃপতিরগন
রুক্মি ভগদত্ত শল্য সাল্বনৃপ সন।

বাহ্লিক কলিঙ্গ কাশ্মী ভোজনরপতি
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি।
সত্যসেন সুসেন রোহিত বৃহদ্বল
দীর্ঘপিঙ্গ কেশীদন্তবক্র মহাবল।
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিতে প্রবীন
লক্ষনৃপতি মধ্যে যে সব বলবান।
একে২ সভাই দুর্জ্জন পরাক্রম
ধনু নোয়াইতে কার না হইল ক্ষেম।
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি
কোথায় পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি।
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় ইহল নাকে
মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলকে।
হাহাকার করে কেহ ভূমণ্ডলে পড়ি
ধূলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি।

কতুং নৃপতির দেখি অপমান
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ।
পুথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল
লজ্জায় কাহাক মুখে নাহি আর বোল ।
মুখ করি ওঠিয়া বসিলা অধোমুখে
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ।
অজয় জানিয়া সভে বিপুল ধনুক
যত ক্ষত্রিকুল সভে হইলা বিমুখ ।
রাজাগন যখন হইলা ভঙ্গিয়ান
কর জোড় করি বলে পঞ্চালপ্রধান ।
অবধান কর যত রাজার সমাজ
স্বয়ম্বর করি আমি পাইল বড় লাজ ।
নিমন্ত্রিয়া আনিল সকল রাজাগন
না হইল কার্য্যসিদ্ধি হৈল প্রাণপন ।

সভে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত্র
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরিত।
বহুস্থানে এমত আছয়ে লক্ষপন
লক্ষ বিন্ধি সভে লইয়াছে কন্যাগন।
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি
ধনু ভরে মুর্চ্ছা হৈল সব নৃপমনি।
বিন্ধিবার কায আছে গুন দিতে নারি
আয়া সভা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরি।
বহু ধনু দেখিয়াছি আয়াসভার স্থানে
হেনধনু দেখি নাহি শুনি নাহি কানে।
যদুরাজা পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল
যোজনেক উর্দ্ধ রাখা চক্র করি ছিল।
তাহাতেহ গুন দিল কোনি কোন জনা
লক্ষ বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষনা।

ভগাদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী
সেহ এইমত পণ কৈল নরপতি ।
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা
সে ধনু নহিবেক এ ধনু তুলনা ।
তাহাতেহ গুণ দিয়াছেন রাজাগনে
কর্ন লক্ষ বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে ।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদনে
কহ মুনি লক্ষ কর্ন বিন্ধিল কেমনে ।
কহ শুনি ভানুমতীর স্বয়ম্বর কথা
কোন২ রাজাগন গিয়াছিল তথা ।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি
প্রাগদেশে ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী ॥
নৃপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর
নিমন্ত্রিয়া আনাইল সব নৃপবর ।
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পাঞ্চাল নন্দন ॥
শাল্ব শিশুপাল দন্তবক্র পুরোহিত
জয়দ্রথ শল্য মদ্র কৈশল সহিত ।
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসিন্ধু মহাতেজা
স্বয়ম্বর গেল আসি সহস্রেক রাজা ।
হেন মতে রাজাগন করিল গমন
ভগদত্ত রাজা তবে কৈল নিবেদন ।
এই মত মৎস্যের লক্ষ ঊর্দ্ধে যোজন
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন ॥

সেই মোর কন্যা লইবেক ভানুমতী
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি।
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশে
ভানুমতী রূপে তেন করিল প্রকাশে।
দেখিয়া মোহিত হৈলা সব রাজাগন
ত্রিশ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন।
তবে যত রাজাগন উঠি একে২
কার শক্তি গুন দিতে নারিল ধনুকে।
জরাসিন্ধু মহারাজা ধনুক লইয়া।
বহু শক্তি দিল গুন ধনু নোয়াইয়া।
লক্ষের উদ্দেশে বান বিন্ধিল নৃপতি
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ তাহার শকতি।

লক্ষ পরশিয়া বান পড়িল ভূতলে
লাজ পাইয়া ধনু হাতে হৈতে ফেলে।
যত সব রাজাগন হইল বিমুখ
কার শক্তি লোয়াইতে নারিল ধনুক।
সভারে বিমুখ দেখি প্রয়াগদেশ পতি
কর জোড়ে কয়ে সব নৃপতির প্রতি।
কাহা হৈতে নহিল আমার প্রয়োজন
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এক্ষন।
রাজাগন বলে শক্তি নাহি মো সভার
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার।
যে পারয়ে বিন্ধি লৌক তোমার কুমারি
কার শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি।
এত শুনি কহিল নৃপতি ভগদত্ত
অস্ত্র ধারি হইয়া আজয়ে ইথে যত।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি
যে বিন্ধিবে লক্ষ সে লভিবে ভানুমতী।
এই ভাষা পুনঃপুনঃ বলিল রাজন
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেক টঙ্কার
লক্ষের উদ্দেশে অস্ত্র করিল প্রহার।
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টভেদি
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি।
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী
কর্ণ গলে মালা দিতে যায় শীঘ্রগতি।
সাজে।হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় হইল।
রহ২ বলি তাঁকে সুরাসিন্ধু রাজা
শুনিয়া বলিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা।

কর্ণ বলে লক্ষ আমি বিন্ধিল সভাতে
ভানুমতী আছিল আমারে মালা দিতে।
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ।
জরাসিন্ধু বলে অর্দ্ধ ভাগি হই আমি
মোর গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি।
গুণ দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার
হয় নয় বুঝ সভে করিয়া বিচার।
এত শুনি কহিল যতেক নরপতি
সত্য কহিলেন জরাসিন্ধু মহামতি।
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার
ভানুমতী উপরেতে স্বামিত্ব দোঁহার।
এক্ষনে ইহার এই দেখিয়ে বিধান
দোঁহাকার মধ্যে যে হইব বলবান।

ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন
এইমত কহিল সকল রাজাগন।
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসিন্ধু প্রতি
মিথ্যা দ্বন্দ অকারনে কর নরপতি।
বহু শক্তি দিলে গুন করি প্রানপন
নোয়াইতে ধনু তাহে নহিল ভাজন।
কন্যা লোভে দ্বন্দ এবে কর মিথ্যা দায়
ইহার উচিত ফল পাবে মোর ঠাঁয়।
গুন দিতে ধনু আমি পারি শতবার
হেন লক্ষ বিন্ধিতে পারি সহস্রেকবার।
নতুবা তথায় লক্ষ রাখি লৈয়া পুনঃ
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুন।
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর।

শুনিয়া ধাইল স্বরাসিন্ধু নরপতি
দোঁহাকারে দোঁহে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি।
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ
নিবারয়ে তাহা সব বৃহদ্যুতের নন্দন।
পুনঃপুনে ঘোর যুদ্ধ হইল দোঁহার
ধনু এড়ি গদা লইল যগাদ কুমার।
গদা যুদ্ধে অধিক কুশল বৃহদ্যুত
গদাঘাতে চূর্ণ করিল কর্ণের রথ।
সারথি তুরঙ্গ রথ সব চূর্ণ করিল
লাফ দিয়ে কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল।
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন।
মারমার করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে।

যেদ্ধের বর্ষ নাবিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধুলি হইয়া পড়ে।
হেন মতে কতক্ষণ হইল সমর
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
খণ্ড২ করি গদা কাটিয়া ফেলিল
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল।
সেহ গদা কাটি কর্ণ কৈল খানখান
আর গদা লৈল পুনঃ মগধপ্রধান।
পুনঃপুনঃ জরাসিন্ধু যত গদা লয়
তিল তিল করি কাটে সূর্য্যের তনয়।
বহু গদা কাটা গেল গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধ কুমার।
আমি হীন অস্ত্রে তুমি হয়ো অস্ত্র ধারি
অস্ত্র তেজ আইস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি।

শুনি কর্ণ সেইক্ষনে এড়ি ধনুঃশর
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমের উপর।
মুণ্ডে২ ভুজে২ বুকে২ তাড়ি
চরণে২ চান্দি যায় গড়াগড়ি।
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টিক প্রহার
চটে২ শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার।
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিঁড়ি
মাথার মুকুট গেল চূর্ন হয়ে উড়ি।
দোঁহাকার সংগ্রামে নাহিক উপায়
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবন শ্রীরাম।
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারন
দুই মত্তহস্তি যেন করে মহারন।
সূর্য্যের নন্দন কর্ন সূর্য্যপরাক্রম
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম।

ভুজবলে সুরাসিন্ধে পাড়িল ভূতলে
বুকে চাপি বসিয়া চাপিয়ে বীরে গলে।
সুরাসিন্ধু সংকট দেখিয়ে রাজাগন
হাহাকার করিয়া করিল নিবারন।
হারি অপমান হইয়া মগধেরপতি
আপনার দেশ গেলা হৈয়া দুষ্মতি।
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন
দুর্যোধন আগে লৈয়া দিল ততক্ষন।
হৃষ্ট হৈয়া দুইমিতে কৈল কোলাকুলি
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজদেশে চলি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুন পুন্যবান।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর
তবে পুনঃ কি করিল পঞ্চালঈশ্বর ।
মুনি বলে অবধান কর নৃপমনি
পুনঃপুনঃ রাজাগন বলে কটুবাণী ।
উপহাস করিবারে নৃপতি মণ্ডলে
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে ।
আমা সভা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেনজন
কহ বিন্ধিবারে তোর ধারে লয় মন ।
রাজাগন বাক্য শুনি দ্রুপদ কোঙর
ডাকিয়া বলিল তবে সভার ভিতর ।
ক্ষত্রিকুলে আছহ সভাতে যত জন
যে বিন্ধিবে মোর ভগ্নী করিবে বরন ।
ভূপতি হওক নহুক নাহিক বিচার
লভিবেক কৃষ্ণা লক্ষ বিন্ধে শক্তি যার ।

পুনঃঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন সভাকার আগে
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রিভাগে ॥
তবে রাম নিরক্ষিল কৃষ্ণের বদন
ইঙ্গিত বুঝিয়া তারে বলে নারায়ন ।
আমা সভাকার তাহে নাহি কিছু কায
অকারনে সভায় উঠিয়া পাবে লাজ ।
বলভদ্র বলে তবে রহি কি কারন।
যার্থে স্বয়ম্বর কৈল পঞ্চালরাজন ।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা
বিংশতি দিবস সভার করিলেন পূজা ।
আছুক অন্য নোয়াইতে নারিল ধনুক
তোমা হেন জন যাতে হৈল বিমুখ ।
আরবা সংসার মধ্যে আছে কোন জন
এলক্ষ বিন্ধিয়া কন্যা করিবে বরন ।

র অকারনে আর কেন রহি ইথি
ষ্কদশ দিবস ছাড়িল দ্বারাবতি।
াবিন্দ বলিল আজিকার দিন রহ
ক্ষ বিন্ধিবার দেব কৌতুক দেখহ।
ঘই বিন্ধে ইথি মধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি
ুই লক্ষ বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি।
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলক্য মণ্ডলে
ইন্দ্র যম পুভৃতি বরুন দিগপালে।
এলক্ষ বিন্ধিতে সভে একজন ক্ষেম
মনুষ্য লোকের শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম।
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন
কহ কৃষ্ণ এমত আছয়ে কোন জন।
তিন লোক বীর তার নহিল সমানি
নয়ের শ্রেষ্ঠ তোমা বিনে কেবা আছে আন॥

তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আছয়ে মানুষে
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর চিত্তে পরিহাসে।
অবর্নিতরূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মী সরূপিনী
সংপুর্ন চন্দ্রিমা মুখ জাতিতে পদ্মিনী।
এ কন্যা লভিবে সেই পুরুষ উত্তম
কহ কৃষ্ণ আমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষেম।
গোবিন্দ বলিল দেব কর অবধান
এলক্ষ বিন্ধিতে পার্থ বিনে নাহি আন।
ইন্দ্রের নন্দন যেই পাণ্ডব মধ্যম
লক্ষ বিন্ধিবারে মাত্র সেই হয় ক্ষেম।
হাসি বলে রাম শুনি গোবিন্দের কথা
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহ আর এথা।
এতিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল
সে পারিবে দ্বাদশবৎসর যে মরিল।

আশ্চর্য্য লাগিছে মোর শুনি তব ভাষ
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস।
অগ্নিমধ্যে পুড়ি মৈল পাণ্ডুর নন্দন
তাহা বিনে লক্ষ বিন্ধে নাহি হেনজন।
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ কহ নারায়ন
কি হেতু রহিতে বল না বুঝি কারন।
কৃষ্ণ বলে পাণ্ডুপুত্র পুড়ি নাহি মরে
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তির কুমার
পৃথিবী ভার বিনাশিতে জন্ম সভাকার।
তাহারে মারিতে পারে কাহার শকতি
কতকাল গুপ্তে গোঙাইল যথিতথি।
এই সভামধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন
শুনিয়া বিস্ময় হৈলে রোহিনী নন্দন।

রাম বলে কহ কৃষ্ণ অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্য মোর হইল যে মন।
অগ্নিতে পুড়িয়া মৈল বিখ্যাত জগতে
এতকাল কোন দেশে রহিল গোপতে।
কোন বেশে কোন খানে আছে পঞ্চজন
পার্থ লক্ষ বিন্ধিবে না উঠে কিকারণ।
এত শুনি বলিতে লাগিলে যদুবীর
হের সভামধ্যে দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
এক্ষনে কেমনেধা উঠিবে ধনঞ্জয়
লক্ষ বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয়।
যখন ব্রাহ্মণগনে দ্রুপদ বলিবে
লক্ষ বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে।
শুনিয়া চাহিলা রাম যুধিষ্ঠির পানে
দেখিল মলিন জীর্ণ বিরস বদনে।

হেন দিনে তাম্রবর্ণ লোমাবলি তুলি
মাথায় ঝার্কর জত্র কান্ধে ভিক্ষার ঝুলি।
রায় বলে গোবিন্দ করহ অবধান
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে বাখান।
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠির
অনাহারে মহাক্লেশ দুঃখেতে শরীর।
রাজা দুর্য্যোধন দেখি অতুল বৈভব
সভায় বসিতেছেন দ্বিতীয় বাসব।
গোবিন্দ বলিল অবধান মহাশয়
পাপ আত্মা দুর্য্যোধন জানিহ নিশ্চয়।
পাপেতে পাপির ধন বৃদ্ধি হয় নিতি
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি।
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন
দুঃখ সুখ কতকাল দৈবের লিখন।

কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ
সভাই তেজিল লক্ষ বিন্ধিবার মন
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান।

তৃতীয় বহি সমাপ্ত।—